উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,৬৩৯.০৩ (+৫৪৪.৩৯)
নিফটি : ২৪,৭৭৪.৩০ (+৩৯০.৭০)

যন্তরমন্তরে আর বিক্ষোভ নয় ৭

যৌন হেনস্তা মামলায় বেকসুর ব্রিজভূষণ ১২

শংকর, মানুষীতে রঙিন সমাপ্তি অনুষ্ঠান ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩১°	৩২°	৩০°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৭°	২৬°

শিলিগুড়ি ১৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 4 August 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 78

গাছ না বাঁচলে জরিমানা, প্যাঁচে গ্রাম পঞ্চায়েত

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : কথায় বলে, একটি গাছ, একটি প্রাণ। এখন গাছের প্রাণরক্ষা করতে না পারলে জরিমানার দায়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে পারে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের।

গাছ লাগানোর নির্দেশ নতুন নয়। কিন্তু এবার শুধু গাছ লাগালেই পঞ্চায়েতের দায়িত্ব শেষ হবে না। অন্তত দু'বছর সেই গাছ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর তা না পারলেই গুনতে হতে পারে দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকা জরিমানা। সরকারের এই নতুন নির্দেশে সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে পঞ্চায়েত আধিকারিকরা। তাঁদের যুক্তি, আগামী বছর পঞ্চায়েত ভোটের পরে প্রধান বদলে যেতে পারেন। কিন্তু সরকারি কর্মী হিসেবে তাঁদের তো থেকে যেতেই হবে। ফলে গাছ না বাঁচলে শেষপর্যন্ত জবাবদিহির ভার তাঁদের ঘাড়েই এসে পড়তে পারে। এই আশঙ্কাতেই এখন বিভিন্ন পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে চাপা গুঞ্জন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিবি-জি রাম জি বা ১২৫ দিনের কাজ প্রকল্পে প্রতিটি মৌজায় ১০০টি করে চারা রোপণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু রোপণ নয়, সেই চারাগুলি অন্তত দু'বছর জীবিত রাখতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গাছ মারা গেলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে ১০০টি মৃত চারার জন্য দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। যদিও প্রকল্পের আওতায় গাছের পরিচর্যা ও সুরক্ষার জন্য শ্রমিক দেওয়ার আশ্বাস রয়েছে। তবু বাস্তবে এত দীর্ঘ সময় ধরে সব গাছ বাঁচিয়ে রাখা যে মোটেই সহজ কাজ নয়, তা মানছেন পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে আধিকারিক, সকলেই।

চারাগুলিকে রক্ষা করতে লোহা, কাঠ বা বাঁশের বেড়া ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পরিবর্তে এমন ঝোপজাতীয় গাছ লাগিয়ে প্রাকৃতিক বেড়া তৈরি করতে হবে, যা গোরু বা ছাগল খাবে না। এই শর্তকে অবাস্তব বলেই মনে করছেন অনেকে। হেটমুড়ি-সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জগন্নাথ রায় বলেন, 'এমন শর্ত দিলে ২৪ ঘণ্টা দেখাশোনার জন্য লোক রাখতে হবে। সেটা কতখানি বাস্তবসম্মত?' আর নকশালবাড়ি ব্লকের এক পঞ্চায়েত আধিকারিক বলেন, 'এমন শর্তে মাথা ঘুরছে। প্রধানদের থেকে দায় বেশি আধিকারিকদের। কারণ, আধিকারিকদেরই খেসারত দিতে হবে। প্রধানরা তো কয়েকদিন পরে থাকবেন না। ভোট হলেই সব বদলে যাবে।'

এই আশঙ্কার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক বাস্তবতাও। বর্তমানে মহকুমার অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের প্রধান রয়েছেন। আগামী বছর নির্বাচন হলে প্রধান বদলে যেতে পারেন। তখন গাছ রক্ষার দায় কার, তা নিয়ে দায় ঠেলাঠেলির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কিন্তু সরকারি আধিকারিকদের বদলি না হলে শেষপর্যন্ত প্রশাসনের ওপরমহলের কাছে জবাবদিহি তাঁদেরই করতে হবে। তাই নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগেই উদ্বেগ বাড়ছে।

শুধু জরিমানা নয়, গাছ লাগানোর ক্ষেত্রেও রয়েছে একাধিক শর্ত। মহকুমা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন আর রাস্তার ধারে চারা লাগানো যাবে না।

এরপর দশের পাতায়

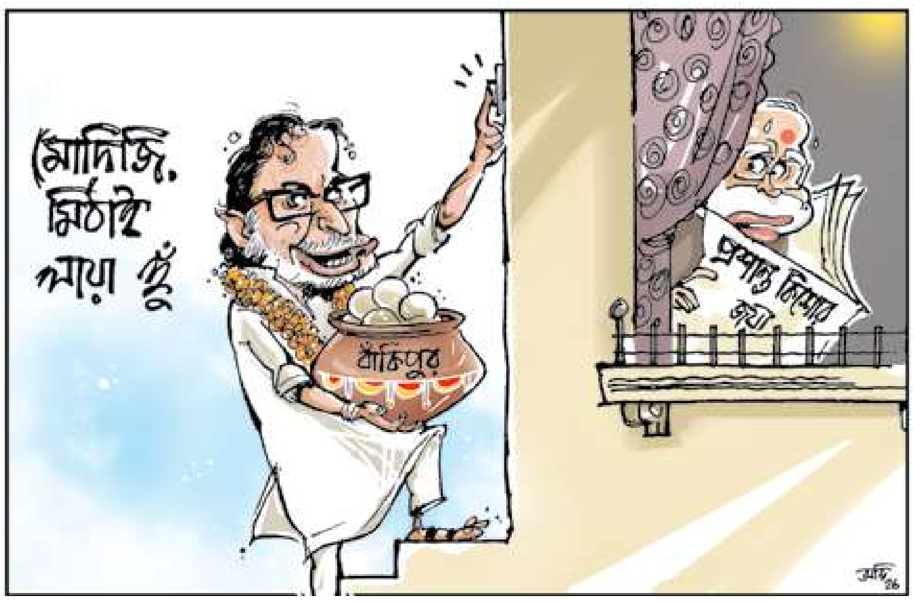

বাঁকিপুরে বাঁকবদল পিকে'র

নীতিনের কেন্দ্রে ইতিহাস, এ কোন ইঙ্গিত

পাটনা, ৩ অগাস্ট : বিহারের উপনির্বাচনে প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) দল জন সুরজ পার্টি (জেএসপি) বড় চমক দিল। পাটনার হাই প্রোফাইল বাঁকিপুরে বিজেপি প্রার্থী নীরজকুমার সিনহা ও আরজেডি-কে বড় ব্যবধানে হারিয়ে প্রথম নির্বাচনি লড়াইয়েই বিধায়ক হলেন ভোটকুশলী থেকে রাজনীতিতে আসা পিকে। ১৮,৯৫৩ ভোটের বিরাট ব্যবধানে তাঁর এই 'আত্মপ্রকাশ' রাজ্য রাজনীতির চেনা সমীকরণ এক ধাক্কায় বদলে দিল। পিকে ৬৩,২০৩ ভোট পেয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী নীরজকুমার সিনহা ৪৪,২৫০টি ভোট পেয়েছেন। আরজেডি অনেক পিছিয়ে। অথচ ২০২৫-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বর্তমান সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এই কেন্দ্র থেকে ৯৮,২৯৯ ভোট পেয়ে জিতেছিলেন। আরজেডি দ্বিতীয় স্থানে ছিল। সেইবার জেএসপি প্রার্থী বন্দনা কুমারী মাত্র ৭,৭১৭টি ভোট পেয়েছিলেন। মাসকয়েকের মধ্যে পিকে'র দলের ভোট ৯ গুণ বেড়ে যাওয়া বিজেপি ও আরজেডি দু'পক্ষের কাছেই অশনিসংকেত বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

বিহার উপনির্বাচনে জয়ী ঘোষণার পর উচ্ছ্বসিত প্রশান্ত কিশোর।

ঐতিহাসিক জয়ের পর পিকে বলেন, 'বাঁকিপুরের মানুষ বংশানুক্রমিক রাজনীতি ও পুরোনো শাসনের অবসান ঘটিয়ে জন সুরজের উন্নয়নমূলক ভাবনার ওপর আস্থা রেখেছেন। বিহারে যে পরিবর্তনের সূচনা হতে চলেছে, এই জয় তার স্পষ্ট বার্তা।' বাঁকিপুরের জয় নিয়ে আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি তো এবার তাদের সর্বভারতীয় সভাপতির নিজের আসনটি পর্যন্ত হারিয়ে বসল। বাঁকিপুরে প্রশান্ত কিশোরজির এই জয় প্রমাণ করে যে জনগণের মোহভঙ্গ হয়েছে এবং মোদি সরকারের প্রতি ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে।'

বাঁকিপুর এতদিন বিহারে বিজেপির দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবে পরিচিত ছিল। নীতিন নবীন গত চারবার এখান থেকেই জয়ী হয়েছিলেন। তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর বাঁকিপুরে উপনির্বাচন হয়। সেখানে বিজেপিকে পিছনে ফেলে পিকে'র অপ্রত্যাশিত জয় তাৎপর্যপূর্ণ বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

সোমবার প্রকাশ্যে আসা তিন রাজ্যের উপনির্বাচনের ফলাফলে মিশ্র চিত্র দেখা গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

নতুন সাজে বাংলার ডেয়ারি

বর্তমানে বাংলার ডেয়ারিতে দিনে ৫ থেকে ৭ হাজার লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ হয়। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তা থেকে লস্যি, দইয়ের মতো সামগ্রী খুব কম তৈরি হয়। পরিকাঠামোয় আমূল বদলের পর রোজ ৫০ হাজার লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গে দুধ ও দুগ্ধজাত শিল্পকে চাঙ্গা করতে ফের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। বিজেপি সরকার ইতিমধ্যে ১৫ একর জমি চিহ্নিত করার কথা জানিয়েছে। আমূলকে দিয়ে উত্তরের এই শিল্পে গতি আনার চেষ্টাও চলছে। বাম আমল থেকেই শিলিগুড়ির পাশে খাপরাইল এলাকায় হিমুলের মাধ্যমে দুধ ও দুগ্ধজাত শিল্পের বিকাশের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেই উদ্যোগে কাজ দেয়নি। হিমুল বন্ধ হওয়ার পর তৃণমূল সরকার সংস্থার প্ল্যান্ট অধিগ্রহণ করে। মাঝে কিছুদিন মাদার ডেয়ারি ওই প্ল্যান্ট সচল রেখেছিল। পরে স্বাধীনভাবে কাজ করা এবং নিজস্ব ব্র্যান্ড গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২০ সালের পর 'বাংলার ডেয়ারি' নামে পথ চলা শুরু হয়। রাজ্যের বিজেপি সরকার এবার সেই প্রকল্পের পরিকাঠামো বদলে জোর দিয়েছে।

সূত্রের খবর, খাপরাইল মোড়ের এই প্রকল্প থেকে প্রতিদিন ৫০ হাজার লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। দুধের পাশাপাশি দই, পনির, লস্যি তৈরি করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সুলভমূল্যে বিক্রির পরিকল্পনাও রয়েছে। কর্তৃপক্ষ আগামী অক্টোবরেই তা বাজারে নামানোর লক্ষ্য নিয়েছে। সংস্থার বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর গৌরীশংকর কোনারের বক্তব্য, 'প্রায় ৩৫ কোটি টাকায় বাংলার ডেয়ারির মাটিগাড়ার প্রকল্পটির পরিকাঠামোর নতুন করে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। উত্তরের প্রত্যেক জেলা থেকে দুধ সংগ্রহের চেষ্টা করা হবে। সেই জেলাগুলিতে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির চেষ্টাও হবে।'

রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'প্রকল্পের বরাদ্দ যেহেতু রয়েছে কাজ করতেই হবে। শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখে উন্নয়নে নজর দিতে বলব। প্রকল্পটি আমার বিধানসভা এলাকায় হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে জানিয়ে সেখানে গিয়ে খোঁজ নেব।'

- প্রায় ৩৫ কোটি টাকায় পরিকাঠামো বদলে নতুন করে গতি আনার উদ্যোগ
- দুধের পাশাপাশি দই, পনির, লস্যি তৈরি করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সুলভমূল্যে বিক্রি
- অক্টোবরে বাজারে দুগ্ধজাত পণ্য আনার পরিকল্পনা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ

বর্তমানে বাংলার ডেয়ারিতে দিনে ৫ থেকে ৭ হাজার লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ হয়। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তা থেকে লস্যি, দইয়ের মতো সামগ্রী খুব কম তৈরি হয়। ফলে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা বাজারের বড় অংশ দখল করেছে। অভিযোগ, স্থানীয় এলাকার দুধ কিনে তা প্রক্রিয়াকরণ করার কথা থাকলেও বর্তমানে স্থানীয়ভাবে দুধ সংগ্রহ হচ্ছে না। বাইরে থেকে দুধ কেনা হচ্ছে। এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে দুধ কিনলে স্থানীয়দের আয় বৃদ্ধির সুযোগও তৈরি হতে পারে। সংস্থা নতুন করে সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে। একটি সংস্থাকে দুধ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তবে প্রশাসন সূত্রে খবর, বর্তমানে যে কাজ চলছে, তার অর্থ ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষেই বরাদ্দ হয়েছিল। অভিযোগ, সেসময় কাজ শুরুর দাবি করা হলেও আদতে তেমন কিছু হয়নি। রাজনৈতিক চাপ ও নানা টালবাহানায় আধিকারিকরা কাজ শুরু করতে পারেননি। তাতে কিছু টাকা নষ্টের অভিযোগও উঠেছে। এখন কারখানার ভিতরের একাংশের জঙ্গল সাফ করা হচ্ছে। জং ধরা ও নষ্ট মেশিন সরিয়ে নতুন মেশিন বসানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। কর্মী নিয়োগও হবে। নয়ারূপে প্রকল্পটি চালু হলে দুধ ও দুগ্ধজাত শিল্পে রাজ্য সরকার লাভের মুখ দেখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে।

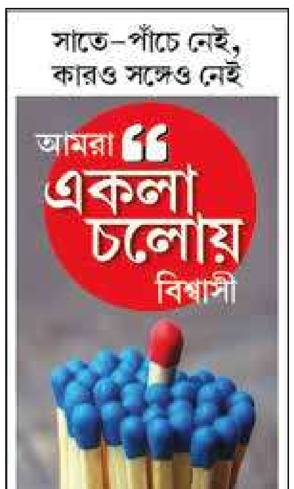

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

জঙ্গি-যোগে গ্রেপ্তার হামিমের সহযোগী

স্বরূপ বিশ্বাস ও রিমি শীল

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : হামিম, অর্পিতার পর জঙ্গি-যোগের অভিযোগে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর হাতে গ্রেপ্তার তৃতীয় সন্দেহভাজন। ধৃত আদিত্য সিং ওরফে রাজ হাওড়ার বেলিসিয়াস রোডের বাসিন্দা। তাকে রবিবার রাতে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর সোমবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত হামিম মণ্ডল ও তার বান্ধবী অর্পিতা সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদের পরেই জালে আসে আদিত্য। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাইও টার্গেটে ছিলেন জঙ্গিদের। রাজ্য সরকারের শীর্ষ মহলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই শহরে ছায়া ফেলেছে বিষ্ণোই গ্যাং। কিছুদিন ধরে তাঁকে বিদেশি নম্বর থেকে ফোন ও ভয়েস মেসেজ পাঠিয়ে ৫ কোটি টাকা চাওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেছেন ভবানীপুরের শরৎ বোস রোডের এক ব্যবসায়ী। যে ভবানীপুরের বিধায়ক খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, দুটি ঘটনার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

এসটিএফের কর্তাদের দাবি, উমেশের ছবি, গতিবিধি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল আদিত্যর। নির্দেশ মতো এই সমস্ত তথ্য পাঠাতে হত হামিমদের। তবে প্রতিমন্ত্রী জঙ্গিদের টার্গেট হওয়ায় রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরেই নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে হাওড়া উত্তরের বিধায়ক উমেশের। তাঁর বাড়িতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। মন্ত্রীর সঙ্গে থাকবে পুলিশ এসকর্ট। সম্প্রতি উমেশের কাছে আবিদ জাঠ নামে একজনের হুমকি ফোন আসছিল। সেই সূত্র ধরে প্রথমে পুলিশ ও পরে তদন্তভার যায় এসটিএফের হাতে। উমেশের গতিবিধি নজরে রাখত উমেশচন্দ্র কলেজের বিকমের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আদিত্য। গ্রেপ্তারির পর তার মা দাবি করেন, 'আমার ছেলে পড়াশোনা করে। ওকে কেন নিয়ে গেল কিছুই জানি না।'

স্থানীয়দের বক্তব্য, আদিত্যর জীবনযাত্রা দেখে কিছু বোঝার উপায় ছিল না। মাঝেমধ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে অচেনা লোকজন আসত। চারতলা ফ্ল্যাটবাড়িটিতে কোন দরকারে ওই ব্যক্তিরা আসত, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি প্রতিবেশীরা। আদিত্যর বাড়ির প্রায় ১ কিলোমিটারের মধ্যে মূল অভিযুক্ত হামিম মণ্ডলের বাড়ি। ওই এলাকার আশপাশে থাকতেন প্রতিমন্ত্রী উমেশ। ফলে তিনি কখন বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন, দলীয় অফিসে কী কাজ করছেন, তাঁর পরিবারের লোকেরা কোথায় যাচ্ছেন, সবটাই হামিমকে জানাতে হত। যাবতীয় ছবি এনক্রিপটেড অ্যাপের মাধ্যমে আদিত্যকে পাঠাতে হত। তাকে নতুন সিমও দিয়েছিল হামিম। সোমবার আদিত্যকে বর্ধমান আদালতে পেশ করার পর ১১ দিনের এসটিএফ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

তবে জঙ্গি-যোগে গ্রেপ্তারি বেড়ে চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয়কুমার নন্দ। তিনি বলেন, 'এসটিএফের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। সমন্বয় রেখে কাজ করছি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে সেই বিষয়ে ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটির সঙ্গে আলোচনা হবে। সেই অনুযায়ী কাজ চলবে।' পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাচ্ছেন। তাঁকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, জ্যামার ব্যবহার করতে হবে।'

ধৃত হামিম পেশাদার অপরাধীদের ভাড়া করে টার্গেটদের খুন বা অপহরণের পরিকল্পনা করছিল বলে দাবি এসটিএফের।

এরপর দশের পাতায়

ডিম 'খেল' বিজেপি নেতারা

বুল নমদাস

শীতলকুচি, ৩ অগাস্ট : ডিমের অভিমুখ ঘুরে যেতে পারে বলে সতর্কবার্তা ছিল। সেটাই ঘটল। ঘাসফুলের বদলে এবারে পদ্মকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হল। অবাক করা বিষয় বলতে, বিরোধীরা নয়, বিজেপি নেতৃত্বকে নিজের দলের কর্মী-সমর্থকদের হাতেই হেনস্তার শিকার হতে হল।

ফলল শমীকের কথা

- পঞ্চারহাটে তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যদের নিয়ে পদ্ম নেতাদের বৈঠক ঘিরে ধুন্ধুমার
- তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দলীয় নেতাদের বৈঠক সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা মেনে নিতে চাননি
- নেতৃত্বকে আটকে রেখে বিক্ষোভ, পুলিশের গাড়িতে ওঠার সময় বিজেপি নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম

বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকেই রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযুক্ত নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে মারার একের পর এক ঘটনা সামনে এসেছে। এমন ঘটনায় দলের কোনও সায় নেই বলে বিজেপির

এরপর দশের পাতায়

হর হর... শ্রাবণের তৃতীয় সোমবারে ভক্তদের লম্বা লাইন জল্পেশে। ময়নাগুড়িতে। ছবি : অভিরূপ দে

মেঘের আড়ালে সোনার পাহাড়!

রূপকথার গল্পের মতো শোনালেও, উত্তরের এই শান্ত পাহাড়ের গর্ভে এবার সত্যি সত্যিই খনিজ পদার্থ হিসেবে সোনা থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যসভায় খনিমন্ত্রকের পেশ করা একটি রিপোর্টকে ঘিরেই উত্তরের পাহাড়ে দারুণ কৌতূহল।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফচূড়ায় যখন ভোরের প্রথম রোদ এসে পড়ে, তখন পুরো পাহাড়টাই যেন আক্ষরিক অর্থে সোনার মতো ঝলমল করে ওঠে। পর্যটকদের কাছে এ এক চিরচেনা, স্বর্গীয় দৃশ্য। পাহাড়ি নদীর বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকা রূপকথার মতো ছোট ছোট গ্রাম, আর দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ চা বাগানের মায়াবী পরিবেশ- এসব নিয়ে দার্জিলিং বা কালিম্পংয়ের নিজস্ব একটা জগৎ আছে। এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য, কমলালেবু, কফি থেকে শুরু করে হালের কিউয়ি চাষ, সব মিলিয়ে প্রকৃতি যেন দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছে এই অঞ্চলকে। কিন্তু এই চিরচেনা রোমান্টিক নিসর্গের ঠিক নীচেই, মাটির গভীর অন্ধকারে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রত্নভাণ্ডার লুকিয়ে থাকতে পারে, তা হয়তো খোদ পাহাড়বাসীও কোনওদিন কল্পনা করেননি।

রূপকথার গল্পের মতো শোনালেও, উত্তরের এই শান্ত পাহাড়ের গর্ভে এবার সত্যি সত্যিই খনিজ পদার্থ হিসেবে সোনা থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যসভায় খনিমন্ত্রকের পেশ করা একটি রিপোর্টকে ঘিরেই উত্তরের পাহাড়ে দারুণ কৌতূহল। বাজারে এখন সোনার যা দাম, তাতে দেড় লক্ষ টাকার গণ্ডি ছোঁয়ার অপেক্ষায় রয়েছে এই মূল্যবান ধাতু। গয়না কিনতে গিয়ে মধ্যবিত্তের রীতিমতো নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়, হাতে ছ্যাঁকা লাগার মতো অবস্থা। আর ঠিক এমনই এক আকালের সময়ে যদি হঠাৎ খবর আসে যে, যে মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তার ঠিক নীচেই চাপা পড়ে আছে বিপুল পরিমাণ সোনা, তবে উন্মাদনা হওয়াটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

সম্প্রতি রাজ্যসভায় এক সাংসদের লিখিত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনিমন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি জানিয়েছেন, গত পাঁচ বছরে ভূতাত্ত্বিক সংস্থা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা জিএসআই এই রাজ্যে খনিজ পদার্থের খোঁজে মোট ৩৮টি অনুসন্ধান প্রকল্প চালিয়েছে। রাজ্যসভায় পেশ হওয়া ওই বিস্তারিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই ৩৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৩১টি প্রকল্প জি-ফোর পর্যায়ের এবং ৭টি জি-থ্রি পর্যায়ের। এছাড়া এনএমইডিটি-র অর্থসাহায্যে আরও ৪টি প্রকল্পের কাজ হয়েছে রাজ্যে। আর এই সরকারি নথিতেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার একাধিক পাহাড়ি এলাকায় মাটির নীচে সোনা থাকার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। নির্দিষ্ট কোনও এক-দুটি জায়গা নয়, পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়েই ভূতাত্ত্বিকরা এই বিপুল সম্ভাবনার গন্ধ পেয়েছেন।

তবে এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর একটা বিষয় খুব স্পষ্ট করে, জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন। পাহাড়ে সোনা আছে শুনে কেউ যেন এখনই আবেগের বশে গাঁইতি, শাবল বা কোদাল হাতে মাটি খুঁড়তে শুরু না করে দেন। এমনটা ভাবা বা করা চরম মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই হবে না। কারণ, খনিজ অনুসন্ধান একটি অত্যন্ত জটিল, বিজ্ঞানসম্মত এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া।

এরপর দশের পাতায়

পিসি চন্দ্রের নতুন শোরুম

জলপাইগুড়ি, ৩ অগাস্ট : রবিবার জলপাইগুড়ির উকিলপাড়া রোডে বিশিষ্ট গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থা পিসি চন্দ্র জুয়েলার্সের নতুন শোরুম-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। গয়নার জগতে ঐতিহ্য ও নান্দনিক হাতের কাজের জন্য পরিচিত এই সংস্থা। এটি তাদের ৭৮তম শোরুম। বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফিতে কেটে নতুন শোরুমটির উদ্বোধন করেন পিসি চন্দ্র জুয়েলার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর উদয়কুমার চন্দ্র। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার অন্যান্য পদাধিকারী এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ঝলমলে রোশনাই এবং আকর্ষণীয় সাজসজ্জার এই শোরুমটির উদ্বোধনের দিনে সেখানে জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষ ও গয়নাপ্রেমী ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। নতুন এই শাখাটি

চালু হওয়ায় জলপাইগুড়ির ক্রেতারা এখন থেকে আরও সহজে আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী গয়নার বিশাল সংগ্রহ পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছে সংস্থা কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় ক্রেতাদের মধ্যেও এই নতুন শোরুম নিয়ে যথেষ্ট উদ্দীপনা লক্ষ করা গিয়েছে।

স্পট অ্যাডমিশন

নিউজ ব্যুরো

৩ অগাস্ট : আইআইএসডব্লিউবিএম-এ পাবলিক সিস্টেমস ম্যানেজমেন্ট কোর্সের ৩৩ বছর পূর্তি উদযাপিত হয়েছে। শক্তি, পরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবহণ— মূলত এই চারটি এআই সুরক্ষিত ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ও এআইসিটিই অনুমোদিত এই কোর্স পেশাদার কেরিয়ার গড়ার এক দারুণ সুযোগ। ২০২৪-'২৬ সেশনে ইতিমধ্যেই ৮০ শতাংশেরও বেশি পড়ুয়ার প্লেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে সর্বোচ্চ বার্ষিক প্যাকেজ ছুঁয়েছে ২০ লক্ষ টাকা। গ্লোবাল সংস্থাগুলি এখান থেকে নিয়মিত নিয়োগ করে। আগ্রহীরা ১০ অগাস্ট ২০২৬ পর্যন্ত এই কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৫, ৬ ও ৭ অগাস্ট সকাল ১১টা থেকে ক্যাম্পাসের ১০৭ নম্বর ঘরে সরাসরি স্পট অ্যাডমিশনের দারুণ সুযোগ থাকছে। ক্যাট, ম্যাট, গেট, বিই বা এএমআইই উত্তীর্ণরা গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবেন।

চা পরীক্ষক তৈরির উদ্যোগ

কার্সিয়াং, ৩ অগাস্ট : চা শিল্পের মানোন্নয়ন এবং তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। সোমবার কার্সিয়াংয়ের 'দার্জিলিং টি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার'-এ জাতীয় স্তরে স্বীকৃত চা টেস্টিং সংক্রান্ত পেশাদারি কারিগরি কোর্সের সূচনা হল। কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা 'এনসিভিইটি' অনুমোদিত এই উদ্যোগে প্রথম ব্যাচে 'এসেনশিয়ালস অফ টি সোমেলিয়ার' শীর্ষক ৬০ ঘণ্টার একটি সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে ২১০ ঘণ্টার একটি বিস্তৃত পাঠক্রম, যা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং এনএসকিউএফ-এর পরিকাঠামো মেনে তৈরি করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান সি মুরুগান জানান, এই কোর্সের লক্ষ্য হল বৈজ্ঞানিক উপায়ে চায়ের স্বাদ ও গুণমান পরীক্ষা করার জন্য দক্ষ 'টি সোমেলিয়ার' বা চা পরীক্ষক তৈরি করা। এর মাধ্যমে বিশ্ববাজারে ভারতীয় চায়ের মান, ব্র্যান্ডিং এবং বাজারজাতকরণ আরও মজবুত হবে। এই প্রশিক্ষণে চা চাষ, প্রস্তুত প্রণালী, টি ব্লেন্ডিং ও টি এটিক্যাট সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হবে, যা চা শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIT No. JGMCH/MSVP/eNIT-08/2026-27 & Tender Id: 2026_HFW_1035613_1
e-Tender is invited by the MSVP, JGMC&H, Jalpaiguri from the eligible agency/firm for supply of cooked diet for Indoor patients of JGMC&H, Jalpaiguri, bid submission closing date 22.08.2026 up to 06:00 pm. The detail tender notice may be seen in the website www.wbtenders.gov.in Sd/- Medical Superintendent cum Vice Principal, Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital, Jalpaiguri ICA-T14129(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID : 2026_WBPWD_5017753_1. Bid Submission end Date: 12.08.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T14180(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Last date of Submission of N.I.e.T. No. 04 of EE/MLMD of 2026-27, Malda Mechanical Division, PHE Dte. Tender Id: 2026_PHED_1033191_1 to 2026_PHED_1033191_5 have been rescheduled to 17.08.2026 Upto 04:30 P.M. For details visit at: www.wbtenders.gov.in. Sd/- Executive Engineer, Malda Mechanical Division, PHE Dte. ICA-T14140(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-QUOTATION NOTICE
Publication of e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/ NIQ 14e/Q of 2026-27 Tender Id No.: 2026_WBPWD_5017752_1, Name of work Annual Maintenance Contract of internal and external Electrical Installation work of Jalpaiguri Central Correctional Home, Jalpaiguri. The last date for submission of tender on 17-Aug-2026 at 12:00 P.M. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb, EE/JED/JALPAIGURI. ICA-T14182(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/e-NIT-12/2026-27 (2nd Call) and Tender ID No: 2026_PHED_1035576_1 to 2026_PHED_1035576_21 for Regular Operation and Maintenance work of different PWSS under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 18.08.2026 upto 16:00 Hours. The details/ addendum/ corrigendum may be obtained from website: wbtenders.gov.in. Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T14157(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED QUOTATION NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD invites online e-NIQ for 1 (one) No. Civil work. e-NIQ No. 11 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5017778_1. Bid submission start date (online) 05/08/2026 from 11:00 a.m. Bid submission closing date (online) 12/08/2026 at 11:30 a.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.Q. and Quotation documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD. ICA-T14191(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for the following works : NIeT-9 of 2026-27 of AE/MHSD [Sl No. 1 - 2]. 1. Emergent restoration of culvert approach protection at Ch. 11.68 km of Odlabari Kranti Road under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri Rs. 4,64,642.00. 2. Internal Ring Road within Gajoldoba Tourism Hub at Ch. 1.4 km Emergent repair & restoration work against rain cut damage of embankment under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri Rs. 4,76,775.00. **NIeT-9 of 2026-2027 of AE/MHSD [Tender ID : 2026_WBPWD_5017740_1 & 2]** 1. Bid submission start date (online) : 01-08-2026 at 11:00 A.M. 2. Bid submission closing date (online) : 08-08-2026 at 12:30 P.M. 3. Bid opening date for Technical Evaluation (online) : 10-08-2026 at 01:00 P.M. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer Mal Highway Sub-Division P.W. (Roads) Dte. ICA-T14174(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-NIT No – 02 of AE/CHSD of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5017729_1. A.E., Chanchal Hwy Sub-Divn, P.W.(R) Dte., invites online e-Tender for the work of" Repair and Rehabilitation of Madhabpur Ghat Bridge at Chainage (Ch.) 12.00 km on Chanchal–Kharba–Churaman Ghat Road" Bid Submission start date (online): 01.08.2026 from 10:00 AM. Bid Submission closing date (online) : 12.08.2026 upto 12:00 PM. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/-B. Roy. AE, Chanchal Hwy Sub-Divn, P.W.(R) Directorate. ICA-T14163(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
e-Tender Notice
e-N.I.T No- WBIW/EE/NDID/e-NIT-06 of 2026-27
Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division, Raiganj Uttar Dinajpur invites e-Tender (online) for One (01) No. of Work vide e-N.I.T No- WBIW/EE/NDID/e-NIT-06 of 2026-27, circulated vide Memo no. 613 dated-30.07.2026. Document Download start date& Bid submission start date is 04/08/2026 at 11:00 hours. Bid submission end date is 17/08/2026 at 17:00 hours. (For details please visit website www.wbtenders.gov.in & www.iwd.wb.gov.in and at North Dinajpur Irrigation Division Office during office hours). Sd/- Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division ICA-T14120(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Buniadpur Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directt. invites online e-tender (e-NIT No. 01 of 2026-27 of AE, BNHSD, P.W. (Roads) Directt.) for the work of Sl. 1 : Emergent repairing work of different roads in patches by precoating stone aggregates under Buniadpur Highway Section I and kushmandi Highway Section under Buniadpur highway Sub Division in the District of Dakshin Dinajpur during the year 2026 27(Rs. 4,79,125.00). Tender ID : 2026_WBPWD_5017748_1 Sl. 2: Emergent repairing work of different roads in patches by bitumoinous cold mix stone aggregates under Buniadpur Highway Section II under Buniadpur highway Sub-Division under Dakshin Dinajpur Highway Division in the District of Dakshin Dinajpur during the year 2026-27 (Rs. 4,84,195.00). Tender ID:2026_WBPWD_5017748_2. Bid submission start date (online) 01/08/2026 from 10:00 A.M. Bid submission end date (online) 10/08/2026 up to 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only Details of N.I.T. and Tender document may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Buniadpur Highway Sub Division, P.W. (Roads) Directt. ICA-T14183(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD.e-NIT
The Executive Engineer(A-M), Raiganj(A-M) Division ,WRDD invites e-tender for Repairing of Twin Hull Steel Barge at Gulandar and Subarnapur Major RLI Schemes, vide eNIT no. 03 of 2026-27 of the Executive Engineer (A-M) Raiganj (A-M) Division, Tender ID : 2026_WRDD_1035816_1 to 2 and amount put to tender is Rs.8,38,016.00, last dropping date 11.08.2026 at 17.00 hrs. respectively. Intending Bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details.
Sd/-
Executive Engineer.(A-M),
Raiganj (A-M) Division,
Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur
ICA-T14218(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender are invited by the Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E. Dte., on behalf of Governor of West Bengal vide - NIeT No. eT/02/EE/NKWSMD OF 2026-27 (SL. NO. 01 TO 05) and ID: 2026_PHED_1034989_1 to 2026_PHED_1034989_5 for OPERATIONS AND MAINTENANCE WORKS OF DIFFERENT NEORAKHOLA WATER SUPPLY SCHEME UNDER NEORAKHOLA WATER SUPPLY & MAINTENANCE DIVISION, PHE DTE. Details will be available in the website wbtenders.gov.in. The Last date for submission of tender is 18.08.2026 at 2.00 P.M. Sd/- for Executive engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E. Dte. ICA-T14151(4)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/e-NIT-13/2026-27 (2nd Call) and Tender ID No : 2026_PHED_1035628_1 to 2026_PHED_103628_17 for Regular Operation and Maintenance work of different PWSS under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 18.08.2026 upto 16:00 Hours. The details/addendum/ corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T14197(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD.e-NIT
The Executive Engineer(A-M), Raiganj(A-M) Division ,WRDD invites e-tender for Repairing and Rewinding of electro motor at different Major RLI schemes under Islampur (Agri-Elec) Sub-Division and Raiganj (AM) Sub Division, vide e-NIT no. 02 of 2026-27 of the Executive Engineer (A-M) Raiganj (A-M) Division ,Tender ID : 2026_WRDD_1035813_1 to 2 and amount put to tender is Rs.6,60,056.00, last dropping date 11.08.2026 at 17.00 hrs. respectively. Intending Bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details. Sd/-
Executive Engineer.(A-M),
Raiganj (A-M) Division,
Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur
ICA-T14217(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD.e-NIT
The Executive Engineer(A-M), Raiganj(A-M) Division, WRDD invites e-tender for i) Maintenance works in office premises of the Assistant Engineer(A-E) of Islampur (A-E) Sub Division and ii) Repairing of Pump House & Internal wiring at Domohona, Kalighat-I, Patua, vide e-NIT no. 01 of 2026-27 of the Executive Engineer (A-M) Raiganj (A-M) Division, Tender ID : 2026_WRDD_1035808_1 to 4 and amount put to tender is Rs.10,24,030.00, last dropping date 11.08.2026 at 17.00 hrs. respectively. Intending Bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details. Sd/-
Executive Engineer.(A-M),
Raiganj (A-M) Division,
Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur
ICA-T14216(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.Q. No. 01 of A.E. / P.W.D. / SLG. S.D. of 2026 – 27. [TenderID: - 2026_WBPWD_5017737_1. Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Sub-Division, Siliguri from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. for the above said N.I.Q. Bid submission start Date: 31-07-2026 from 05.00 Hrs. Bid submission end Date: 10-08-2026 upto 02.00 Hrs. (Online). Details of N.I.Q.& other Tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- A. Lepcha Assistant Engineer, P.W.D. Siliguri Sub-Division, Siliguri. ICA-T14171(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD.e-NIT
The Executive Engineer(A-M), Raiganj(A-M) Division ,WRDD invites e-tender for Supply and Delivary of i) 150 mm dia PVC Suction and Delivery Flexible Hose pipe, ii) 100 mm dia Lay flat hose pipe and 150 mm Dia Hose Clamp iii) Miscellaneous PVC Accessories, vide e-NIT no. 04 of 2026-27 of the Executive Engineer (A-M) Raiganj (A-M) Division ,Tender ID : 2026_WRDD_1035820_1 to 3 and amount put to tender is Rs.7,79,190.00, last dropping date 11.08.2026 at 17.00 hrs. respectively. Intending Bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details. Sd/-
Executive Engineer.(A-M),
Raiganj (A-M) Division,
Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur
ICA-T14219(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online PERCENTAGE rate tender is invited vide NIT no. 05 of 2026-2027 of Sr. SE/NHC for the work of Agampur Raniganj Road from 0.00 km to 8.30 km (excluding 430.00 m existing Mastic Zone) Surfacing Work under Malda Highway Division, in the District of Malda (2nd CALL). Rs. 2,78,34,683.00. (Tender ID : 2026_WBPWD_5017713_1). Last date of bid submission of NIT is 27.08.2026 up to 4:00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website: https://tenders.gov.in and this office notice board. Sd/- (SANJEEV KUMAR MEHTA), Sr. Superintending Engineer, Northern Highway Circle, P.W. (Roads) Directorate. ICA-T14172(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Alipurduar Division invites online e-tender for the work of NIET no. 08 of 2026-27 of EE/PWD/APDD. Urgent patch repairing work from 0.528 km to 0.780 km, 1.100 km to 1.250 km over Alipurduar-Patlakhaowa Road road under Alipurduar Division P.W.D. in the district of Alipurduar. Tender ID:- 2026_WBPWD_5017757_1. Estimated Amount Rs. 5,23,408.00. Bid submission start date (online) 05.08.2026 from 02:00 P.M. Bid submission closing date (online) 12.08.2026 up to 02:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from http://wbtender.gov.in Sd/- EE, PWD, Alipurduar Division. ICA-T14179(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PHED e-TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, Siliguri Mechanical Sub-Division, P.H.E. Dte, Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invites e_Tender "WBPHED/AE/SMSD/NIeT-01 OF 2026-2027" having Tender ID : 2026_PHED_1035026_1, 2026_PHED_1035026_2, 2026_PHED_1035026_3, 2026_PHED_1035026_4, 2026_PHED_1035026_5, 2026_PHED_1035026_6, 2026_PHED_1035026_7, 2026_PHED_1035026_8, 2026_PHED_1035026_9, 2026_PHED_1035026_10 and 2026_PHED_1035026_11 for 11 nos works. Document download and submission from 31.07.2026 11:00 A.M. to 12.08.2026, 02:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. For details visit on "https://wbtenders.gov.in" The tender is also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- ASSISTANT ENGINEER, SMSD, P.H.E. Dte. ICA-T14195(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্ট অফিস ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা, সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৫২, তারিখ ঃ ৩১.০৭.২০২৬। কাজের নামঃ** (i) মালদা ডিভিসনের সাহেবগঞ্জ-ভাগলপুর সেকশনের ঘোঘা-কৈলখ মামালখা স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ২৮৬/৫-৬-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ৮/এসপিএল-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (ii) মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর-জামালপুর সেকশনের নাথনগর-আকবরনগর স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ৩১৪/৯-৩১৫/০-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ২এ-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (iii) মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর-জামালপুর সেকশনের নাথনগর-আকবরনগর স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ৩১৬/৭-৮-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ২-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (iv) মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর-জামালপুর সেকশনের আকবরনগর-সুলতানগঞ্জ স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ৩২৫.৬৩৬-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ৭-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (v) মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর-জামালপুর সেকশনের সুলতানগঞ্জ-গনগনিয়া স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ৩৩১.৬২৯-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ১১-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (vi) মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর-মান্দার হিল সেকশনের বৈরবী-পঞ্জওয়ারা রোড স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ৪১/১৪-১৫-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ২৯-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬২,৮৮,৩০৯.৩৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,২৫,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে ২৪.০৮.২০২৬-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশবোর্ডঃ** www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে অফিস/ মালদা। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-151/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্ট অফিস ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা, সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৫১, তারিখ ঃ ৩১.০৭.২০২৬। কাজের নামঃ** (i) মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর- জামালপুর সেকশনের আরপিইউআর ইয়ার্ডে কিমি ৩৫১/৮-৯-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ১৬-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (ii) মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর-জামালপুর সেকশনের জামালপুর-দশরথপুর স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ৩৬১/৬-৭-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ১৬/এসপিএল-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (iii) মালদা ডিভিসনের জামালপুর-কেইইউ সেকশনের জামালপুর-দশরথপুর স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ৩৬২/৭-৮-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ১৭/এসপিএল-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (iv) মালদা ডিভিসনের জামালপুর-কেইইউ সেকশনের মসুদন-অভয়পুর স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ৩৭৭/৯-৩৭৮/০-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ২৩-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (v) মালদা ডিভিসনের জামালপুর-কেইইউ সেকশনের অভয়পুর-কাজরা স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ৩৮২/৬-৭-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ২৬-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (vi) মালদা ডিভিসনের জামালপুর-কেইইউ সেকশনের অভয়পুর-কাজরা স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ৩৮৬/৪-৫-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ২৭/এসপিএল-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (vii) মালদা বিভাগের জামালপুর-কেইইউ সেকশনের ধনৌরী-কেইইউ স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিমি ৪০০/০-১-এ অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং ৩৪/এসপিএল-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৭৫,৯০,৭৭৩.৮৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৫১,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে ২৪.০৮.২০২৬-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশবোর্ডঃ** www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে অফিস/ মালদা। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-150/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্ট অফিস ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা, সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৪৮, তারিখ ঃ ৩০.০৭.২০২৬। কাজের নামঃ** (ক) মালদায় ৪০ শয্যাবিশিষ্ট আরপিএফ কোট ব্যারাক, বিভিন্ন ইউনিটের ৫টি অফিস, মালখানা এবং কেন্দ্রীয় কোট ব্যারাক নির্মাণ সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) মালদা রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন ও মানোন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৫০,১৫,০৮২.৩৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,০০,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ** ০৭.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে ২১.০৮.২০২৬-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশবোর্ডঃ** www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে অফিস/ মালদা। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-147/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিবরণ নিম্নরূপঃ **অকশনের ক্যাটিগরিঃ** পার্সেল স্পেসের লিজিং (এসএলআর)। **ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এএসএন-পিএআরসি-১৭০৮২৬। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৭.০৮.২০২৬, বেলা ১২টা। **ট্রেন নং ও এসএলআরঃ** (১) ১৫৯২৫ (দেওঘর-ডিব্রুগড়) এফএসএলআর-১। (২) ১২৩৬১ (আসানসোল-ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস) এফএসএলআর-১। (৩) ২২৪৬৫ (মধুপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এফএসএলআর-১। সকল সম্ভাব্য বিডারগণকে প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে ও সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে হবে। (ASN-199/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

সার্বজনিক বিজ্ঞপ্তি

আর্মি ইউনিট বিন্নাগুড়িতে পরিচালিত রাম উর্গ পাণ্ডে সৈনিক ইনস্টিটিউট (উত্তর) ক্যাফে পরিচালনার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

১. আর্মি ক্যান্ট বিন্নাগুড়ি সৈনিক স্টেশনে রাম উর্গ পাণ্ডে সৈনিক ইনস্টিটিউট (উত্তর) ক্যাফে পরিচালনা করা হচ্ছে। যার জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের পরিচালনার উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

২. ইচ্ছুক বীর নারী/ সেনা পরিষেবাকালে শহীদ সেনাকর্মীদের স্ত্রী/ প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সেনাকর্মী/ প্রাক্তন সেনাকর্মীর স্ত্রী/ প্রাক্তন সেনাকর্মীর বিধবা/ প্রাক্তন সেনাকর্মী প্রমুখদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, রাম উর্গ পাণ্ডে সৈনিক ইনস্টিটিউট (উত্তর) ক্যাফে পরিচালনার জন্য আবেদনপত্র আগামী ০৮ অগাস্ট ২০২৬ তারিখ থেকে পাওয়া যাবে। ২০ গ্রেনেডিয়ার্স থেকে প্রদান করা হবে। ডিসচার্জ বুক, পিপিও (PPO), আধার কার্ড, ডিমান্ড ড্রাফট ₹ ১০০০/-, চার কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও রিবেট অফারসহ আবেদনপত্র ১৪ অগাস্ট ২০২৬ তারিখের মধ্যে এই ইউনিটে জমা দিন। ১৪ অগাস্ট ২০২৬-এর পরে আর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

ঠিকানা- ২০ গ্রেনেডিয়ার্স,
বিন্নাগুড়ি আর্মী ক্যান্ট,
মার্ফত ৯৯ সেনা ডাকঘর

টাটানগর জং. ও রামপুর বাজার-এর মধ্যে এগজামিনেশন স্পেশাল ট্রেন

আরআরবি-এর দ্বারা পরিচালিত এগজামিনেশন-এর সময়ে অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য টাটানগর জং. এবং রামপুর বাজারের মধ্যে এগজামিনেশন স্পেশাল ট্রেন নং. ০৮১৮১/০৮১৮২ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ

ট্রেন নংঃ 08181 টাটানগর জং. থেকে ০৩-০৮-২৬ থেকে ০৬-০৮-২৬ এবং ০৯-০৮-২৬ থেকে ১৪-০৮-২৬ = ১০টি ট্রিপ

ট্রেন নংঃ 08182 রামপুর বাজার থেকে ০৪-০৮-২৬ থেকে ০৭-০৮-২৬ এবং ১০-০৮-২৬ থেকে ১৫-০৮-২৬ = ১০টি ট্রিপ

পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
---	19.30	টাটানগর জং.	00.45	----
01.30	01.33	বর্ধমান জং.	17.02	17.05
03.10	03.12	রামপুর হাট	14.46	14.48
06.40	06.55	মালদা টাউন	12.30	12.45
07.20	07.22	একলাখি	11.25	11.27
08.08	08.10	বুনিয়াদপুর	10.25	10.27
08.21	08.23	গঙ্গারামপুর	10.12	10.14
09.30	------	রামপুর বাজার	------	10.00

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ খড়্গপুর জং., আন্দুল, ডানকুনি, বোলপুর শান্তিনিকেতন, পাকুর এবং নিউ ফারাক্কা জং.।
গঠনঃ শয়ন শ্রেণি (দ্বাদশ), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (দুই) এবং এসএলআরডি (দুই) = ১৬টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২১৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২১৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

চা ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। বেতন 13,999/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M : 8653609553, 7602616901 (C/122946)

অ্যাফিডেভিট

প্যান নং-CVAPM3035L, রেশন কার্ড নং-RKSY-I 704153819, 2002 সালের 9 নং তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার লিস্ট পার্ট নং-2, ক্রমিক নং-860, ভুল থাকায়, 31/7/26 তুফানগঞ্জ J.M. কোর্টে 20 নং অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি সঠিক নাম Dablu Mandal, S/O- Abdul Malak Mandal. Dablu Mandal ও Sahazat Mandal পিতা- Abdul Malek Mandal, Malek Mandal ও Salek Mandal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

●

আমি Srikanto Mahato, S/O. Duryodhan Mahato, গ্রাম- তালডাঙ্গা, পো: ধর্মডাঙ্গা থানা- বামনগোলা, জেলা- মালদা, পিন- 732138, আমার WBBSE এর সার্টিফিকেটে (যার Roll 406051 B, No 0100) বাবার নাম ভুল থাকায় গত 03/08/2026 তারিখে মালদা নোটারী পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বাবার নাম Durjodhan Mahato থেকে Duryodhan Mahato করা হইল। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123218)

কর্মখালি

বাড়ির দেখাশোনার জন্য 2 PM-6PM (মহিলা 40 উর্ধ্বে চাই)। বেতন 3000/-। M : 9832492627, শিলিগুড়ি। (C/122945)

●

বাড়িতে থেকে পার্ট ও ফুলটাইম কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলা চাই। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন। 7866892259. (K)

কিডনি চাই

O+ কিডনি অত্যন্ত জরুরি। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি ইচ্ছুক হলে যথাযথ তথ্যাদি ও অভিভাবক সহ সত্বর যোগাযোগ করুন। কোচবিহার। M : 7384088014/ 9832451061. (C/122635)

অ্যাফিডেভিট

আমি Arjun Kachua, পিতা- Kishun Kachua. ঠিকানা: কার্তিকা চৌপথি, পো: হাতিপোতা, থানা: শামুকতলা, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার সঠিক নাম Arjun Kachua, পিতা-Kishun Kachua, যা আমার আধার কার্ডে উল্লেখ আছে। কিন্তু ভোটার কার্ডে পিতার নাম ভুলবশত Kisoon Kachua উল্লেখ আছে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স, নং WB-6920120935394-এ আমার নাম Arjun Ekka.পিতা: Kishna Ekka উল্লেখ আছে। তাই ৩১/৭/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Arjun Kachua, পিতা- Kishun Kachua করা হল। (C/122092)

●

আমি Hrishikesh Das পিতা- Harendra Chandra Das সাং- ইছামারি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। আমার LR খতিয়ান নং 398 ও দলিল নং। I-4036 নাম (Hrishikesh Chandra Das) ভুল এবং ভোটার ও আধার কার্ডে ভুলবশত (Reshikesh Das) থাকায় 27.07.2026 JM কোর্ট কোচবিহার অ্যাফিডেভিট জানাই। Hrishikesh Das, Hrishikesh Chandra Das ও Reshikesh Das একই ব্যক্তি। (B/S)

E-Tender Notice
(Application are invited through the e-Tender Portal for the following tender IDs: 2026_HFW_1035 761_1
Last date & Time for Submission 10.08.2026 at 5.00 PM
Tender Portal : http://wbtenders.gov.in)
Superintendent. Mal SDH Jalpaiguri

e-Tender Notice
Abridged Notice Inviting e-Tender No. 01(E) of 2026-27/Ratua-II P.S. Date-03.08.2026 On behalf of Executive officer Rauta-II P.S. invites e-tender (online)
Tender id : 2026_DMM_5017800_1 to 5
Last Date of Tender download and submission 11.08.2026 upto 6:00 pm.
Details information download/upload will be available from website-
https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app www.malda.nic.in
Sd/-
Executive Officer
Ratua-II Panchayat Samity
Memo No-186/R-II/PS, Dt-03.08.2026
Memo No : 535/DI CO/MLD, dt 03.08.2026

RAIGANJ UNIVERSITY
P.O. Raiganj, Dist. Uttar Dinajpur West Bengal, PIN-733134
PG-Admission (2026-27)
Online applications are invited for admission in few vacant seats in various PG programmes at Raiganj University. For details visit the University website- **www.raiganjuniversity.ac.in**
Admission Advt. No : R-202/2026
Date: 03.08.2026
Sd/-
Registrar
Raiganj University

আজ টিভিতে

লাজুর ওপর অভিমান করে কী সিদ্ধান্ত নেবে অনুভব?
কনে দেখা আলো রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ টাইগার, দুপুর ১২.৩০ শাপমোচন, বিকেল ৩.৩০ সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.০০ বাংলার বধূ, রাত ১০.১৫ ডাল বাটি চুরমা (চচ্চড়ি)

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.৩০ দুজনে, বিকেল ৪.৩০ রাজমহল, রাত ৮.০০ সঙ্গী, ১১.০০ বাদশা দ্য কিং

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ স্বার্থপর, বেলা ১১.৩০ রক্ত নদীর ধারা, দুপুর ২.৩০ বর কনে, বিকেল ৫.০০ বস-বর্ন টু রুল, রাত ৮.০০ জীবন যুদ্ধ, ১০.০০ একটুকু ছোঁয়া লাগে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অগ্নিতৃষ্ণা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সংসার সংগ্রাম

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.৩০ জেব্রা, দুপুর ২.৪৫ জুমানজি ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, সন্ধে ৭.৫৫ চেক, রাত ১০.৪৯ সিমহা দ্য টাইগার

ক্রিপি ক্রলিজ রাত ৯.১৩
অ্যানিমাল প্ল্যানেট

রাজমহল বিকেল ৪.৩০
কালার্স বাংলা সিনেমা

ডাল বাটি চুরমা (চচ্চড়ি) রাত ১০.১৫ জলসা মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাগ দেখিয়ে সংসারের কোনও কাজের বিরুদ্ধে গেলে অনুতাপ করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা হলেও সামলে নিতে পারবেন। বৃষ : কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। হাঁটুর নীচে ব্যথায় ভোগান্তি বাড়তে পারে। মিথুন : নতুন যানবাহন কেনার স্বপ্ন সফল হবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। কর্কট : কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কথার জালে ফেঁসে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় ব্যয় বাড়বে। সিংহ : আপনার সামান্য ভুলে পরিবারে অশান্তি হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কন্যা : সংসারে শান্তি বজায় থাকবে। স্ত্রীর সহযোগিতায় বড় কোনও কাজে সাফল্য পাবেন। তুলা : বাবার পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সামান্য কথা নিয়ে মনোমালিন্য। বৃশ্চিক : কাউকে বিশ্বাস করে টাকা ধার দেবেন না। জনহিতকর কাজে সুনাম অর্জন। ধনু : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিরোধ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বহুজাতিক কোম্পানির চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মকর : বিনা কারণে কাউকে কটু কথা বলে অনুতাপ করতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। কুম্ভ : নতুন কোনও কাজে গুরুজনদের সাহায্য পাবেন। ব্যক্তিগত কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। মীন : যে কোনও কারণেই হোক সারাদিন খুব চিন্তায় থাকতে হতে পারে। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ১৩ শ্রাবণ, ৪ অগাস্ট ২০২৬, ১৮ শাওন, সংবৎ ৬ শ্রাবণ বদি, ২০ শফর। সূঃ উঃ ৫।১২, অঃ ৬।১৫। মঙ্গলবার, ষষ্ঠী রাত্রি ৭।২০। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ৮।২০। ধৃতিযোগ রাত্রি ৭।৪। গরকরণ দিবা ৭।৫৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৭।২০ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৮।২০ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৭।২০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৭।২০ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৬।৫০ গতে ৮।২৮ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩৮ গতে ৯।০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৩।৪৪ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৭।২০ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৮।২০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৭।২০ মধ্যে মাসদগ্ধা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫১ গতে ১০।২২ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩৪ মধ্যে ও ৩।২৪ গতে ৫।৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪০ মধ্যে ও ৮।৫৮ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রাক্তন তিন কাউন্সিলার ধরছেন 'হাত'

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : চলতি সপ্তাহেই তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসের হাত ধরতে চলেছেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন তিন কাউন্সিলার। ইতিমধ্যে তিন কাউন্সিলার পাকা কথা দিয়েছেন কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বকে। সূত্রে খবর, তৃণমূলের প্রাক্তন তিন কাউন্সিলারকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছে জেলা নেতৃত্ব। যা অস্বীকার করছেন না জেলা নেতারা। তবে ওই কাউন্সিলারদের পাশাপাশি তৃণমূলের যে নেতারা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কেননা, ওই নেতাদের অনেকের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ থাকায় তাঁদের দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি উঠেছে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই। তাই ধীরে চলো নীতি নিচ্ছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি জীবন মজুমদার বলছেন, 'যে তিন কাউন্সিলারকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাঁরা কেউ সংযোজিত এলাকার নন। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি সপ্তাহে তাঁদের দলে নেওয়া হবে। এঁদের মধ্যে দুজন একটা সময় কংগ্রেসে ছিলেন। তবে তৃণমূলের যে নেতারা আমাদের দলে যোগদান করতে চাইছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ থাকায় দলে নেওয়ার বিষয়টি আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।'

জেলা স্তরে বিজেপি এখনও দরজা খোলেনি। ফলে বিকল্প হিসেবে তৃণমূলের অনেকেই এখন পুরোনো ঘর কংগ্রেসে ফিরতে চাইছেন। তবে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক চিন্তা-ভাবনা করছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। কেননা, এর আগে শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে

চলতি সপ্তাহে তৃণমূলে ভাঙনের সম্ভাবনা

কংগ্রেসের যোগদান অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছে। যেখানে তৃণমূল থেকে আসা স্থানীয় নেতা-কর্মীদের দলে নেওয়ার জন্য ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে যোগদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু যোগদানের জন্য এমন কয়েকজন তৃণমূল নেতার নাম তালিকায় ছিল, যাঁদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ফলে যোগদান অনুষ্ঠান শুরু হতেই তৃণমূলের কয়েকজনকে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতাদের একাংশ বেঁকে বসেন। সেই কারণে জেলা নেতৃত্ব সেই যোগদান অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়েছিলেন। ওই ঘটনার পর থেকে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে জেলা নেতৃত্ব অনেক বেশি সতর্ক।

শিলিগুড়িতে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের প্রাক্তন কোনও কাউন্সিলার দলবদল করেননি। বড় কোনও নেতাও কংগ্রেসে নাম লেখাননি। কংগ্রেসে যাঁরা যোগ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই নীচুতলার কর্মী। তবে এবার কাউন্সিলার ও নেতাদের জন্য দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস দরজা খুলতে শুরু করছে। ভোটের ফল ঘোষণার পর ওই প্রাক্তন কাউন্সিলাররা কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছিলেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, 'প্রাক্তন কাউন্সিলারদের দলে যোগদানের বিষয়টি নিয়ে কথা চলছে। সময় মতো সবটা জানিয়ে দেওয়া হবে।'

বকেয়া মেটানোর আশ্বাস মালিকপক্ষের

লংভিউয়ে উঠল আন্দোলন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : ১০২ দিনের লাগাতার আন্দোলনের পরে সমস্ত বকেয়া মেটানোর আশ্বাস পেলেন লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকরা। এরপরেই সোমবার বিকেলে তাঁরা আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন। আন্দোলনকারীদের নেতা সুমেন্দ্র তামাংয়ের বক্তব্য, 'শ্রমিক ঐক্য কী জিনিস, সেটা লংভিউ দেখিয়ে দিয়েছে। আমাদের বকেয়া অনেকটাই মালিকপক্ষ মিটিয়েছে। বাকিটাও দ্রুত মেটানোর আশ্বাস পেয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।'

এদিন বিকেলে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট লংভিউ চা বাগানে পৌঁছান। তাঁর সামনেই আন্দোলন প্রত্যাহার করেন শ্রমিকরা। রাজু বলেছেন, 'বাগানের সাহসী শ্রমিকদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। শ্রমিকদের অটল সংকল্প এবং কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।' মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রী এই বাগানের শ্রমিকদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে পদক্ষেপ করেছেন বলেও

লংভিউ চা বাগানে রাজু বিস্ট। সোমবার।

সাংসদ দাবি করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ), দৈনিক মজুরি সহ বিভিন্ন খাতে মোট ১২ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিকরা একজোট হয়ে হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ছাতার তলায় এসে আন্দোলন করছিলেন। প্রথমে অবস্থান বিক্ষোভ, পরবর্তীতে রিলে অনশন এবং তাতেও কাজ না হওয়ায় গত এক মাস ধরে পাঁচজন করে শ্রমিক ৭২ ঘণ্টার অনশনে বসছিলেন।

আন্দোলনের চাপে পড়ে বাগান মালিক গোবিন্দ গর্গকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কলকাতা হাইকোর্টও কড়া অবস্থান নেওয়ায় বাগানের মালিকপক্ষ গত দু'তিন দিনে বকেয়া পিএফ, বকেয়া মজুরির অনেকটাই মিটিয়েছে। ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই মালিকপক্ষ মিটিয়েছে বলে আন্দোলনকারী সংগঠনের সম্পাদক সুমেন্দ্র তামাং জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'শ্রমিকদের বেতন থেকে পিএফ খাতে কেটে নেওয়া ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৪১ হাজার ৭৩৬ টাকা ইতিমধ্যেই মালিকপক্ষ দিয়ে দিয়েছে। এছাড়া নিয়োগকর্তার তরফে পিএফ খাতের ৩১ লক্ষ টাকা মেটানো হয়েছে।' এটাকেই আন্দোলনের জয় বলে দাবি করেছেন সুমেন্দ্র।

সুমেন্দ্র বলেছেন, 'আমরা প্রথম দিন থেকে শ্রমিকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে আন্দোলন চালিয়েছি। আমাদের আন্দোলন থেকে সরানোর জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে। সাংসদ রাজু বিস্ট এখানে এসে আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন করেছিলেন। জেলা প্রশাসন একাধিকবার বৈঠক করেছে। শ্রম দপ্তর বৈঠক ডেকেছে। কিন্তু আমাদের বকেয়া মেটানো নিয়ে কেউই এতদিন নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। আমরা কোনও চাপের কাছে মাথা নত করে আন্দোলন থেকে সরে আসিনি। তারই ফলে সরকার মালিকপক্ষের ওপরে চাপ সৃষ্টি করেছে এবং বকেয়া মেটাতে বাধ্য করেছে।' সাংসদ বলেছেন, 'রাজ্য সরকার প্রতিটি চা বাগানের শ্রমিকের অধিকার, মর্যাদা রক্ষায় কাজ করছে।'

ঢেলে সাজছে মেডিসিন বিভাগ

কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে কড়া অধ্যক্ষ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন ওয়ার্ডকে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রথম ধাপে মেডিসিন বিভাগে বেশ কিছু সংস্কার হবে। এরই সঙ্গে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলিও দ্রুত সমাধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি হাসপাতালে কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কলেজ অধ্যক্ষ সুজয় মিস্ত্রি এবং হাসপাতাল সুপার কৌশিক ঈশোর। তাঁরা সকালে নির্ধারিত সময়ের আগেই অফিসে পৌঁছে বাকিদের হাজিরার উপর নজরদারি করছেন। সুপার বলেছেন, 'এক সপ্তাহ দেখেছি, আর এক সপ্তাহ দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। অফিসের কোনও আধিকারিক, কর্মীর হেলেদুলে মর্জিমাফিক অফিসে আসা চলবে না। সময়ে আসুন, সময়মতো ফিরে যান- এই নীতি কার্যকর করতেই হবে।'

২৪ জুলাই মেডিকেলের নতুন অধ্যক্ষ এবং হাসপাতাল সুপার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁরা কলেজ এবং হাসপাতালে কর্মসংস্কৃতি ফেরানো, চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি এবং নতুন নতুন বিভাগ চালুর উপরে জোর দিয়েছেন। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ওয়ার্ডের রাউন্ড নতুনভাবে চালু হয়েছে। অধ্যক্ষ এবং সুপার দুজনেই সাড়ে ন'টা থেকে ১০টার মধ্যে অফিসে পৌঁছে একসঙ্গে ওয়ার্ড পরিদর্শনে যাচ্ছেন। সেখানে চিকিৎসক, নার্স এবং রোগীদের সঙ্গে কথা বলছেন।

সোমবার সকালে অধ্যক্ষ এবং সুপার মেডিসিন বিভাগ পরিদর্শনে যান। মেল মেডিসিন-২'এর পরিস্থিতি ভালো না থাকায় সেখানে বেশ কিছু রোগীকে মেঝেতে রেখে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হচ্ছে। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই দুই আধিকারিক এই ওয়ার্ডের দ্রুত সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের সিদ্ধান্ত নেন। বিভাগ সংস্কার শুরু হলে রোগীদের অস্থায়ীভাবে কোথায় সরানো হবে, সেই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ফাঁকা পড়ে থাকা ফিভার ওয়ার্ডকে অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের কথা ভাবা হয়েছে বলে সুপার জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, শুধু মেডিসিন নয়, যে সমস্ত ওয়ার্ডের সংস্কার প্রয়োজন, সবটাই করা হবে। এর সঙ্গে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের যে সমস্ত শীতাতপনিয়ন্ত্রণের যন্ত্র খারাপ সেগুলি মেরামত, ভেঙে থাকা ফলস সিলিং নতুন করে বসানো সহ ওই ব্লক পুরোপুরি চালু করতে জোর দেওয়া হচ্ছে।

ওয়ার্ডে গিয়ে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতির বিষয়টি যেমন তাঁরা দেখছেন, তেমনই

> **এক সপ্তাহ দেখেছি, আর এক সপ্তাহ দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। অফিসের কোনও আধিকারিক, কর্মীর হেলেদুলে মর্জিমাফিক অফিসে আসা চলবে না।**
>
> **কৌশিক ঈশোর** সুপার, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ

অফিসকর্মীদের মধ্যে কে সময়মতো আসছেন, কে দেরি করছেন, কতটা দেরি করছেন, সমস্ত দিকে নজর রয়েছে অধ্যক্ষ এবং সুপারের। এদিন অফিসে বসে এক কর্মীকে উদ্দেশ্য করে সুপার বললেন, 'আমরা সময়মতো আসছি। আপনি দেরি করছেন কেন? যা হয়েছে হয়েছে। এখন সময়মতো অফিসে আসুন।' পরে সুপার বলেন, 'এতদিন এখানে একটা গা-ছাড়া ভাব ছিল। কেউ অফিসে এলেও ভালো, না এলেও চলে যেত। কিন্তু এসব আর বরদাস্ত করা হবে না। আর এক সপ্তাহ নজরদারি করব। তার পর আধিকারিক থেকে কর্মী- সকলের কাজকর্ম নিয়ে বিশ্লেষণ হবে।'

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকায় পরিষেবা অমিল

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকায় সরকারি হাসপাতালেও জরুরি অস্ত্রোপচার করাতে পারছেন না চরম অর্থকষ্টে থাকা গরিব মানুষ। অস্ত্রোপচারে প্রয়োজনীয় দামি ইমপ্ল্যান্টের সরকারি জোগান নেই। ফলে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের বিমা থেকেই তা নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পড়ে চরম বিপাকে পড়েছেন মাটিগাড়ার বালাসন কলোনির বাসিন্দা অঞ্জলি দেবনাথ।

অঞ্জলি গত ১০-১২ বছর ধরে তীব্র কোমরের ব্যথায় ভুগছেন। চিকিৎসা ও পরীক্ষার চক্করে তাঁর জমানো সব টাকা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার দ্রুত অস্ত্রোপচার করে তাঁর কোমরে বল বসাতে বলেছেন। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকার প্যাকেজ চাওয়া হয়েছে, যা ওই পরিবারের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব।

সোমবার সকালে অসহায় পরিবারটি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের কাছে গিয়ে চিকিৎসার আকুল দাবি জানায়। এরপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের অফিসে এসে সুমিলার সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মা অঞ্জলি দেবনাথ।

অঞ্জলির মেয়ে সুমিলা দেবনাথের বক্তব্য, 'ডাক্তার দ্রুত অপারেশন করে কোমরে বল বসাতে বলেছেন। দেরি হলে মা পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে যাবে। জমি, বাড়ি বিক্রি করলেও ওই টাকা আসবে না। তাই সরকারি হাসপাতালই ভরসা।'

এবিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'ওই পরিবারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকায় এই মুহূর্তে কিছু করা যাচ্ছে না। চলতি মাসের মাঝামাঝি রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড চালু হয়ে যাবে বলে আশা করছি। তারপরেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ওই মহিলার একটা আয়ুষ্মান ভারত কার্ড করিয়ে দ্রুত অপারেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

অন্যদিকে, এ বিষয়ে হাসপাতাল সুপার কৌশিক ঈশোর বলেছেন, 'ইমপ্ল্যান্ট কেনার জন্য আমাদের কাছে কোনও তহবিল নেই। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলে তবেই এই অপারেশন করানো সম্ভব।'

বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় বিরোধীরা

আবাসে 'দাপট' বিজেপি নেতাদের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল করার কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। অভিযোগ, এরপর থেকেই বিজেপির তরফে তালিকা জমা দেওয়া হচ্ছে শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে। নানা স্তরের নেতারা তাঁদের মতো করে প্রয়োজনীয় কাগজ আধিকারিকদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে যাচাই করার কথা বলছেন। নিজেদের পছন্দের বাড়িতে আধিকারিকদের নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যাচাই করে নিয়েছেন বলেও অনেকে আধিকারিকদের জানিয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে আধিকারিকরা বিজেপি নেতাদের কাছ ছেকে তালিকা চেয়ে নিচ্ছেন। ফলে আবাসে অনিয়মের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁরা প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নির্জল দে'র দাবি, 'যোগ্যরা যেন বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকেই। আমি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব।' যদিও এই অভিযোগ মানতে চাননি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি রাজু সাহা। তিনি বলেন, 'এমন কেউ করেছে বলে জানা নেই। দলের কাছে অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, প্রথমদিকে শুধু কাঁচা বাড়ি প্রকল্পের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হত। পরে পঞ্চায়েতমন্ত্রী পাকা দেওয়াল থাকলেও যোগ্য বলে ধরতে বলেছেন। ফলে ফের সমীক্ষা করতে হচ্ছে আধিকারিকদের। যা অনেকটা

- সমীক্ষক আধিকারিকদের হাতে তালিকা ধরিয়ে দিচ্ছেন স্থানীয় স্তরের বিজেপি নেতারা
- বিজেপি নেতাদের কাছ থেকেও তালিকা আধিকারিকরা চেয়ে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ
- প্রকল্পের সমীক্ষায় সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন, অতিরিক্ত অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত

সময়সাপেক্ষ। অভিযোগ, সময় বেশি লাগার কারণে অনেক আধিকারিক বিজেপি নেতাদের কাছ থেকে তালিকা চেয়ে নিচ্ছেন। কেউ কেউ এলাকায় গেলেও সমস্ত বাড়িতে যেতে পারছেন না। ফলে তাঁদের বিজেপি নেতাদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। শাসকদলের নেতারা যে বাড়িগুলিতে নিয়ে যাচ্ছেন, তার ওপর নির্ভর করে সমীক্ষা করতে হচ্ছে আধিকারিকদের। সুযোগকে কাজে লাগাতে বিজেপি নেতারা আধিকারিকদের হাতে তালিকাও তুলে দিচ্ছেন। এমন অবস্থায় বিরোধী দলের কর্মীদের প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

জানা গিয়েছে, নিজস্ব সমীক্ষায় এখনও তেমন সাড়া মেলেনি। মহকুমায় মাত্র ৬৪৪ জন নিজস্ব সমীক্ষা করেছেন। কিন্তু প্রথম দিকের সমীক্ষায় কমবেশি ১,৫০০ জন যোগ্য বলে বিবেচিত ছিল। কিন্তু সোমবার পর্যন্ত সহকারী সমীক্ষায় (কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যান) ৭,৫৫০ জনের নাম আবাসের সমীক্ষাতে উঠে এসেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। হঠাৎ এত বেশি জনের নাম প্রকল্পের সমীক্ষায় কী করে উঠে এল, প্রশ্ন উঠছে। এদিন নকশালবাড়িতে আবাস সংক্রান্ত বৈঠকে আরও বেশি সংখ্যায় অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা আলোচনা হয়েছে। ফাঁসিদেওয়াতে আবাসের সমীক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া মহম্মদ রসিদুলের অভিযোগ, তিনি সেলফ সার্ভে করতে পারেন না। তাঁর বাড়িতে কেউ সমীক্ষা করতে যাননি। অথচ এলাকায় অফিসারদের ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন। তবে তিনি ভোটের আগে তৃণমূলের হয়ে কাজ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন। যদিও সে কারণে তাঁর বাড়িতে সমীক্ষা হচ্ছে না বলতেও চাইছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'প্রশাসন যেন এই বিষয়গুলিতে নজর দেন।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ৩ অগাস্ট : খড়িবাড়ির ভেলকুজোত এলাকায় সোমবার দুপুরে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। মৃতের নাম রোহিত বীর্জা (১৮)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে পরিবারের সদস্যরা জমিতে ধান রোপণের কাজে বেরিয়ে যান। বাড়িতে একাই ছিলেন রোহিত। দুপুরে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে দেখেন, ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পেয়ে তাঁদের সন্দেহ হয়। চিৎকারে প্রতিবেশীরা আসেন সেখানে। তাঁরা ঘরে উঁকি দিয়ে রোহিতের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে খড়িবাড়ি থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

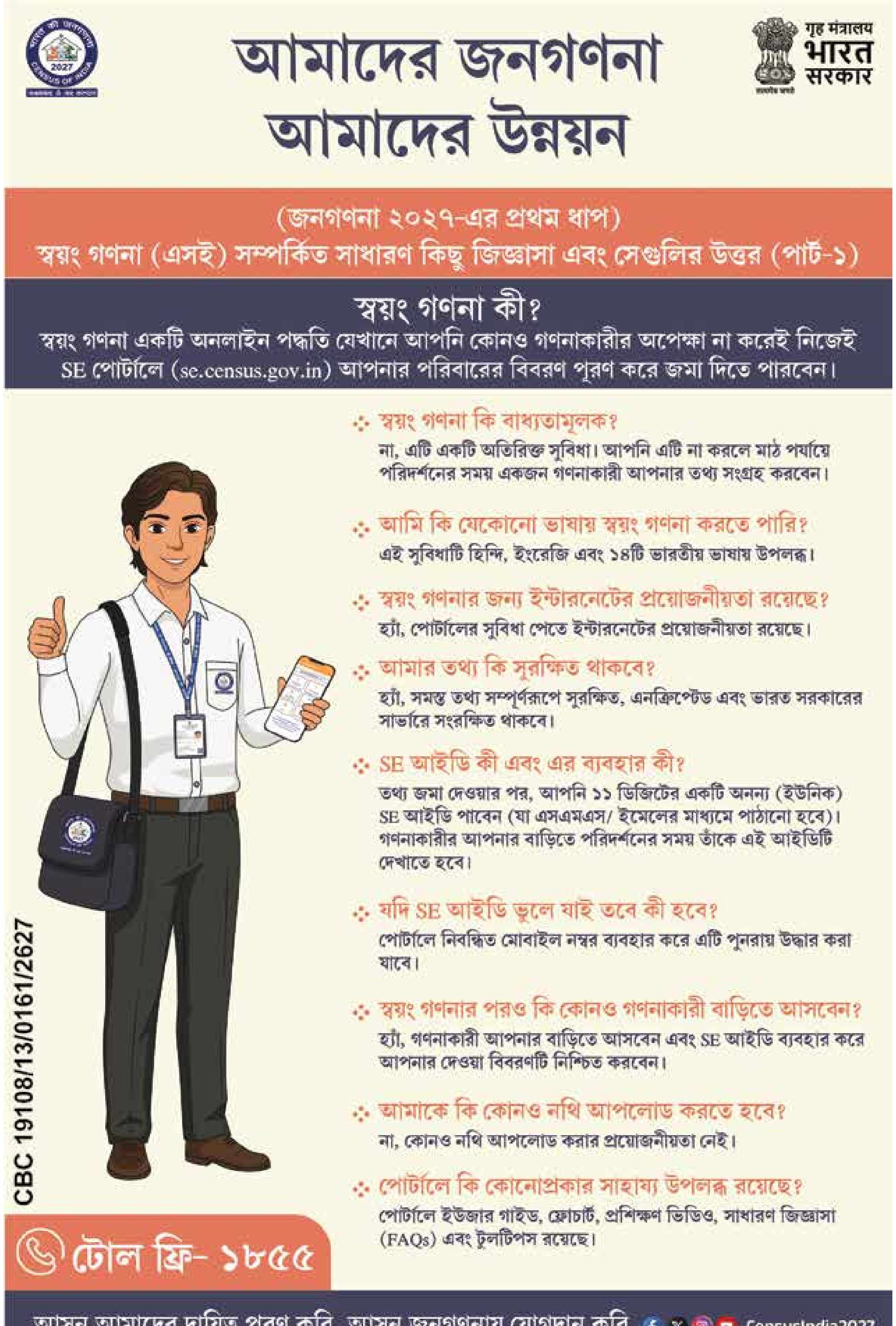

বিনা টিকিটেই জল্পেশে প্রবেশের অনুমতি

ময়নাগুড়ি, ৩ অগাস্ট : টিকিট কাউন্টার খুলে রেখেও পুণ্যার্থীদের সকলকে টিকিট দেওয়া যায়নি। রবিবার রাত থেকে শ্রাবণের তৃতীয় সোমবারে পাঁচ লক্ষেরও বেশি লোক হয়েছিল সরকারি হিসাবেই। বেসরকারি হিসাবে সংখ্যাটা সাত লক্ষেরও বেশি। কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী যে টিকিট না কেটেই ঢুকেছেন তা স্বীকার করে নিচ্ছেন মন্দির কমিটির কর্তারাও।

জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেছেন, 'শ্রাবণ মাসের অনেক আগে থেকে পুণ্যার্থীদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছিল তাতে প্রচুর ভিড় হবে, তা আমাদের অনুমান ছিল। কিন্তু এত সংখ্যায় পুণ্যার্থী জল্পেশে আসবেন, তা ভাবনার বাইরে। ভিড়ের চাপে বেশিরভাগ পুণ্যার্থী টিকিট না কেটেই মন্দিরে প্রবেশ করেছেন।'

'মর্নিং শোজ দ্য ডে' প্রবাদটাকে জল্পেশে অনায়াসে বদলে লেখা যায় 'আফটারনুন শোজ দ্য নাইট'। রবিবার দুপুর থেকেই একে একে ট্রেনবোঝাই হয়ে অসম, মেঘালয়, মণিপুর থেকে যখন হাজার হাজার পুণ্যার্থী আসতে থাকেন। রাতের দিকে দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পংয়ের পাশাপাশি সিকিম থেকেও পুণ্যার্থীদের নিয়ে কয়েক হাজার গাড়ি নামে। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলা থেকেই অগণিত পুণ্যার্থী তো ছিলেনই।

আগাম ভিড়ের অনুমান করে গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে বাড়তি পুলিশবাহিনী নিয়ে আসা হয়েছিল। এছাড়া ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষিত বাহিনীকেও কাজে লাগানো হয়। কিন্তু রবিবার গভীর রাত থেকে জল্পেশ মন্দির সহ আশপাশের এলাকার ছবি বদলাতে শুরু করে। যতদূর চোখ যায় শুধু গেরুয়া পোশাক পরিহিত হাজার হাজার পুণ্যার্থী আর 'বোল বোম' গর্জন।

তিস্তাসেতুতে ভক্তদের সারি সারি লাইন। -সংবাদচিত্র

ভিড় সামাল দিতে প্রশাসন ও পুলিশে প্রায় সব পদস্থ কর্তাই মাঠে নামেন। পূর্বপরিকল্পনামতো ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের চার লেনের রাস্তা, এশিয়ান হাইওয়ে হয়ে ময়নাগুড়ির দিকে আসা সব ধরনের বড় গাড়ি সংশ্লিষ্ট থানা এলাকাতেই আটকে দেওয়া হয়। অসমের দিক থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসা পণ্যবাহী গাড়িগুলি বানারহাট ও ধূপগুড়িতে আটকে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ির দিক থেকে অসমগামী গাড়িগুলিকে শিলিগুড়ি ও রাজগঞ্জে আটকানো হয়। এশিয়ান হাইওয়ে ধরে ময়নাগুড়ির দিকে আসা গাড়িগুলি মাথাভাঙ্গা ও চ্যাংরাবান্ধায় আটকানো হয়।

পুণ্যার্থীদের নিয়ে আসা গাড়িগুলির জন্য যে কয়েকটি পার্কিং জোন তৈরি করা হয়েছিল সেগুলি রবিবার সন্ধ্যার পরই পূর্ণ হয়ে যায়। তড়িঘড়ি এলাকার একাধিক বড় মাঠ ও ফাঁকা জমিতে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বারবিশা থেকে আসা পুণ্যার্থী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'ভিড়ের মধ্যেও মন্দির প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনও রকমের অসুবিধা হয়নি।'

চার দফা দাবি

চোপড়া, ৩ অগাস্ট : সারের কালোবাজারি বন্ধ সহ চার দফা দাবিতে সোমবার কৃষি আধিকারিককে স্মারকলিপি দিল চোপড়া ব্লক ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের দাবি, খুচরো বিক্রেতাদের সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ডিলারদের কাছ থেকে সার কেনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

পাশাপাশি লাইসেন্সবিহীন সার দোকান বন্ধ এবং অবৈধ দোকানে সার সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। সংগঠনের সভাপতি শেখ জাহিদুল রহমান বলেন, 'ব্লক কৃষি অধিকর্তা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার পাশাপাশি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।'

স্মারকলিপি

খড়িবাড়ি, ৩ অগাস্ট : ক্ষুদ্র চা চাষি ও বটলিফ ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে খড়িবাড়ি বিডিওকে স্মারকলিপি দিল সিটুর দার্জিলিং জেলা কমিটি। সংগঠনের প্রতিনিধিরা জানান, সম্প্রতি ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহারের অভিযোগে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি বন্ধ হয়। এতে চাষিরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েন। কর্মহীন হন বহু শ্রমিক। সিটু নেতা গৌতম ঘোষ বলেন, 'কাঁচা পাতার দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রমিকদের মজুরিও বাড়াতে হবে।'

ব্যস্ত সড়কে জোড়া হাতি, থমকাল গাড়ি

বাগডোগরা, ৩ অগাস্ট : সোমবার তখন বেলা ১১টা। বাগডোগরা বনের বুক চিরে ব্যাডুবি হয়ে বাগডোগরা পানিঘাটা পূর্ত বিভাগের সড়ক দিয়ে যানবাহন ছুটে চলেছে। জংলিবাবা মন্দিরে শ্রাবণের পুজো দিয়ে ফেরা গাড়িগুলির পাশাপাশি দার্জিলিং ও মিরিক ভ্রমণ শেষে পর্যটকদের নিয়ে বিমানবন্দরে যাতায়াতের গাড়িগুলিও এই পথে ছিল। হঠাৎ সেনাবাহিনীর ১৬ এফএডির গেটের পাশে দুটি হাতি সড়ক পার হতে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। দুই হাতিকে সামনে দেখে নিরাপদ দূরত্বে গাড়ি দাঁড় করানো ছাড়া চালকদের আর কোনও উপায় ছিল না।

খবর পেয়ে পরে বনকর্মীরা এসে হাতি দুটিকে সড়ক থেকে বনের ভিতরে ঢুকিয়ে দেন। বন বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'দুই হাতি সড়কে থাকায় দু-দিকে বহু সংখ্যক যানবাহন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কার্যত সড়ক অবরোধ হয়ে যায়। বনকর্মীরা কাছেই ডিউটি করছিলেন। তাঁরা দ্রুত পৌঁছে হাতি দুটিকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।'

পর্যটকদের অনেকে অবশ্য হাতি দেখে খুশি। কলকাতার গড়িয়ার তনিমা ঘোষাল বলেন, 'আমরা ডুয়ার্স ঘুরে দার্জিলিং হয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাচ্ছিলাম। ডুয়ার্সে হাতি দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এখানে হাতি দেখা হল।'

মহারাষ্ট্র থেকে আসা বিজয় ভোঁসলেও খুব খুশি। বললেন, 'এখানে এসে জীবনে প্রথম কাছ থেকে হাতি দেখা হল। দারুণ লাগছে।' জংলিবাবায় পুজো দিয়ে শিলিগুড়ির মৌকণা, সমীর, অসীম ও সুতপা বাড়ি ফিরছিলেন। এদিন তাঁদের গাড়িও আটকে পড়ে। গাড়ি পিছনে থাকায় তাঁদের অবশ্য জোড়া হাতি দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

এদিন সাতসকালে সেবক মিলিটারি স্টেশনের আবাসনে হাতি ঢুকে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে সারুগাড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রেঞ্জের এক আধিকারিক বলেন, 'বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠিয়েছেন।' এর আগে রবিবার রাতে একটি দাঁতাল সারুগাড়ায় সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছিল। সারুগাড়া বন বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ দাঁতালটি সেনাছাউনির ভিতরে ঢুকে পড়ে। প্রায় ৩ ঘণ্টা সেখানে ছিল। বনকর্মীদের টিম গিয়ে সেটিকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেন। তবে কোনও ক্ষতি করেনি।'

কাঠ পাচার রুখতে খড়্গহস্ত

জিরো টলারেন্সের নির্দেশ মন্ত্রীর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : সরকার বদলাতেই কাঠ পাচার বন্ধ করতে খড়্গহস্ত হয়েছে রাজ্যের বন দপ্তর। বাজেয়াপ্ত হওয়া কাঠের দামই বলে দিচ্ছে যে আগের সরকারের থেকে বর্তমান সরকার পাচার রুখতে অনেক বেশি তৎপর। তৃণমূল জমানায় বাজেয়াপ্ত হওয়া কাঠের নিলাম করে এবং জরিমানা বাবদ যেখানে মাসে ৬০-৭০ লক্ষ টাকা আয় হত, সেখানে এখন মাসে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে এই আয়ের পরিমাণ ৪ কোটি টাকারও বেশি। অর্থাৎ কাঠ মাফিয়াদের রুখতে অনেক বেশি অভিযান চালানো হচ্ছে। তবে কাঠ পাচারে ইতি টানতে এবার জিরো টলারেন্সের নির্দেশ দিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। কাঠ পাচারের ঘটনা ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি এবং জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাচারের অভিযোগে ধৃত কাঠ বেশিদিন ধরে না রেখে নিলামে তোলার কথাও দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জানিয়ে দিয়েছেন। বনমন্ত্রীর বক্তব্য, 'কাঠ পাচারে জিরো টলারেন্সের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে সাফল্যও এসেছে। বাজেয়াপ্ত হওয়া কাঠ দ্রুত নিলামের নির্দেশ দিয়েছি। আয় বেড়েছে প্রায় চারগুণ। একাজে তৃণমূলের সরকারের সময় ঢিলেমি হত।'

তৃণমূল সরকারের সময় পাচারের কাঠ দেরিতে নিলাম হওয়ার মূলে সে সময়কার শাসক নেতাদের মদত থাকার অভিযোগ তুলেছেন খোদ বনমন্ত্রী। শেষের দিকে তো নিলাম প্রায় বন্ধই করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। অভিযোগ, বাজেয়াপ্ত হওয়া কাঠ বিভিন্ন হাত ঘুরিয়ে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠদের কাছে চলে যেত। এর সঙ্গে আধিকারিকদের একাংশ যুক্ত না থাকলে তা সম্ভব হত না বলে অভিযোগ। এবার সেটাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত কাঠ নিলাম হচ্ছে নিয়ম মেনে। তাতেই দপ্তরের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, গত দুই মাসে সবচেয়ে বেশি কাঠ বাজেয়াপ্ত হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে। তারপর দার্জিলিংয়ে। এরপর ধাপে ধাপে আলিপুরদুয়ার এবং অন্য জেলাগুলি রয়েছে।

এত বেশি পরিমাণ কাঠ কি গত চার মাস আগে বাজেয়াপ্ত হত না? মন্ত্রীর বক্তব্য, 'সে সময়ও হয়তো এমন কাঠই পাচারের অভিযোগে ধরা পড়ত। কিন্তু অনেক সময় তা খাতায়-কলমে দেখানো হত না। দেখানো হলেও কীভাবে নিলাম হত, তা খেয়াল রাখত খুব কম জনই।' এবার তিনি প্রত্যেক কাঠ মিল ঘুরে খতিয়ে দেখতে বলেছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত হওয়া কাঠের হিসেব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কয়েকদিন আগে ঘোষপুকুর এলাকায় এক বড় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বেশকিছু কাঠ বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। কিন্তু পরে আর সেই কাঠের হদিস মেলেনি।

তবে শাল, সেগুন, শিশু কাঠ পাচার বৃদ্ধি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তাহলে কি জঙ্গলের গাছ কাটা পড়ছে? আধিকারিকদের দাবি, জঙ্গলের কাঠ বাদেও বেসরকারি স্তরে কিছু কাঠ কর ফাঁকি দিয়ে পাচারের চেষ্টা হয়। তবে কয়েকদিন আগে কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জের জঙ্গলের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বেশকিছু গাছ ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল। সেগুলি কাটা হয়েছে। এবার নিলামে তোলার কথা জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

- তৃণমূল জমানায় বাজেয়াপ্ত হওয়া কাঠের নিলাম করে এবং জরিমানা বাবদ মাসে ৬০-৭০ লক্ষ টাকা আয় হত
- এখন মাসে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে এই আয়ের পরিমাণ ৪ কোটি টাকারও বেশি
- বাজেয়াপ্ত হওয়া কাঠ দ্রুত নিলামের নির্দেশ দিয়েছেন বনমন্ত্রী

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
পুজোর প্রস্তুতি।। কলকাতা কুমোরটুলিতে ছবিটি তুলেছেন বরপেটার (অসম) পার্থপ্রতিম দাস।

মংপু-সিটংকে ঘিরে পর্যটন সার্কিটের ভাবনা

সিঙ্কোনা প্রকল্পের উন্নতিতে জোর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : সিঙ্কোনা প্রকল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং মংপু-সিটং নিয়ে পর্যটন সার্কিট তৈরির কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। সোমবার রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী এবং সাংসদ, বিধায়ক ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেছেন, 'সিঙ্কোনা আমাদের কাছে সোনার খনি। এই প্রকল্প নিয়ে অনেক কিছু করার রয়েছে। কিন্তু বিগত দিনে এখানে কোনও সরকার নজর দেয়নি। ফলে এই প্রকল্প ৪০-৪৫ বছর পিছিয়ে গিয়েছে।' পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'মংপুতে কবিগুরুর স্মৃতিবিজড়িত রবীন্দ্র ভবন রয়েছে। পাশেই ঐতিহ্যবাহী সিঙ্কোনা প্রকল্প। কাছাকাছি সিটংয়ের মতো কমলালেবুর বাগান এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এলাকা। এই অঞ্চলকে নিয়ে পর্যটন সার্কিট হতেই পারে। আমরা বিষয়টি নিয়ে এদিন আলোচনা করেছি। শীঘ্রই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রী অর্জুন সিং সোমবার দার্জিলিং সফরে এসেছেন। এদিন বাগডোগরায় নেমে তিনি সরাসরি মংপুতে যান। তাঁর সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট মংপু গিয়েছিলেন। কর্মসূচিতে যোগ দিতে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, পার্বত্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, দার্জিলিং এবং কার্সিয়াংয়ের বিধায়কও মংপুতে যান। মন্ত্রীরা প্রথমে সিঙ্কোনা প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। পরে তাঁরা প্রকল্পের ডিরেক্টরের অফিসে বৈঠকে বসেন। সেখানে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এবং সিঙ্কোনা প্রকল্পের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সরকারি সূত্রের খবর, সিঙ্কোনা প্রকল্পে বর্তমানে ৫৩৫০ জন শ্রমিক রয়েছেন। ১২০৪ জন কর্মচারীর মধ্যে রয়েছেন মাত্র ১৫০ জন। বাকি সব পদই দীর্ঘদিন ফাঁকা। বৈঠকে শ্রমিকদের বকেয়া মেটানো, কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্তও হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বৈঠকের পর মংপুর রবীন্দ্র ভবনের কনফারেন্স কক্ষে সিঙ্কোনা প্রকল্পের শ্রমিকদের নিয়ে একটি সভা হয়। সেখানে অর্জুন সিঙ্কোনা প্রকল্পের শ্রমিকদের উন্নয়ন, নতুন নিয়োগ নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, স্বাস্থ্য-শিক্ষার উন্নয়নের পাশাপাশি পানীয় জল এবং শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা নিয়েও সরকার কাজ করবে। এই প্রকল্পে নতুন নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু করা হবে।'

অন্যদিকে পর্যটনমন্ত্রীর বক্তব্য, মংপুর সঙ্গে শুধু বাঙালি নয়, দেশ-বিদেশের পর্যটক এবং সাধারণ মানুষের আবেগ জড়িয়ে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকে আঁকড়ে রয়েছে মংপু। পাশেই রয়েছে সিটং অঞ্চল, যা কমলালেবু চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। এর সঙ্গে সিঙ্কোনা প্রকল্প এবং এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়।

এখানে ইতিমধ্যে বেশ কিছু হোমস্টে হয়েছে, যেগুলি ভালো চলছে বলেও মন্ত্রী শংকর ঘোষ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মংপু-সিঙ্কোনা প্রকল্প-সিটং-সেলপু এলাকা নিয়ে একটা পর্যটন সার্কিট তৈরির চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে।' সাংসদ রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'সিঙ্কোনা প্রকল্পের আধুনিকীকরণ, নতুন করে চাষের ব্যবস্থা করা এবং শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'

মংপুতে বৈঠকে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়ক। সোমবার।

কারবারিদের রাজকীয় দিনযাপন

কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ অগাস্ট : একটা ছোট্ট হিসেব। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে বালি-পাথরের কারবার থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ১৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে সেই আদায় হয়েছে প্রায় ৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। বিগত এক দশকের হিসাব দেখলে নজরে আসছে কয়েক বছরে রাজ্য সরকারের তহবিলে রাজস্ব কমেছে। অথচ বাস্তবে নদী থেকে বালি-পাথর তোলার কারবার আরও ফুলেফেঁপে উঠেছে। কোনও জায়গায় বৈধভাবে, কোনও জায়গায় অবৈধভাবে। তবে, সরকার বদল হওয়ায় অবৈধ কারবার অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত। তবে, কারবার চললেও সরকারের খাতে রাজস্ব কম জমা হয়েছে বিগত কয়েক বছরে। যার অন্যতম কারণ হল রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে।

বালি-পাথরের অবাধ কারবারে টাকা গিয়েছে পাচারকারীদের পকেটে। প্রশাসনের একটা অংশও সেই টাকার ভাগ নিয়েছে বলে অভিযোগ। ওই টাকা দিয়ে বালি মাফিয়াদের রাজকীয় জীবনযাপনও নজরে এসেছে কয়েক বছরে। আবার কয়েকজনের রকেটের গতিতে উত্থান হয়েছে।

সরকার বদল হতেই এই বিষয়ে তদন্তের দাবি উঠছে। তবে আদৌ তদন্ত হবে কি না সেটা বড় প্রশ্ন। বিষয়টি কি প্রশাসনের নজরে রয়েছে? জিজ্ঞাসা করায় জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, পুরোনো কোনও বিষয় নিয়ে অভিযোগ হলে তদন্ত হতে পারে। এখন কোনও তদন্ত হচ্ছে না। এখন যেন রাজস্ব ফাঁকি না হয় সেই দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত বালি-পাথরের করবার নিয়ে প্রশাসনের তদন্ত চলছে। বীরভূমে ম্যারাথন তল্লাশি চলছে। তবে আলিপুরদুয়ার জেলায় তেমন কিন্তু না দেখতে পাওয়ায় বারবার প্রশ্ন উঠছে। সেইসঙ্গে এবার জুড়ছে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার বিষয়টিও। আলিপুরদুয়ার জেলায় সব থেকে বড় শিল্প হল চা। সেই শিল্পের পর অলিখিতভাবে দ্বিতীয় বড় শিল্প বালি-পাথরের করবার। তবে এই শিল্পে বদনাম বেশি। কেননা কারবারে অবৈধ পদ্ধতি এত চলেছে যে সেটা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় বালি-পাথরের কারবার বহু পুরোনো। তবে সেটা কিছু লোকের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ২০১৫-'১৬ সাল থেকে জেলায় এই কারবারে অনেকে বেশি লোক জড়িয়ে পড়ে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন নদী থেকে বালি-পাথর তোলার টেন্ডার করা হয়। সেখানে একটি নদীঘাটে অনেকেই শেয়ার দিয়ে বৈধ ব্যবসা শুরু করলেও, বৈধ ব্যবসার আড়ালে অবৈধ কারবারেও হাত পাকাতে শুরু করেন অনেকেই।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর যে পরিমাণ বালি-পাথর তোলার অনুমতি দিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি বালি-পাথর তোলা, যে পরিমাণ মজুত করার অনুমতি রয়েছে তার থেকে বেশি মজুত করে বৈধ কাগজে ব্যবসা- সবই চলেছে প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের একাংশের সঙ্গে বোঝাপড়ায়।

২০২৩ সালের ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে রিপোর্ট বলছে, ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে প্রায় ১৩ কোটি ৮৭ লক্ষ, ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষে প্রায় ১২ কোটি ৩৬ লক্ষ, ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে প্রায় ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ, ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে প্রায় ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব পেয়েছিল জেলা প্রশাসন। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে সেই আয় প্রায় ৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা হলেও বর্তমানে যে আয় হচ্ছে সেটার বড় অংশ আসছে এনএইচএআই-এর বালি-পাথর সরবরাহ থেকে। মহাসড়কের কাজের জন্য বেডমিশালি নিচ্ছে ওই সংস্থা। তারা মোটা টাকা দিচ্ছে। তবে কয়েক বছর আগে সাধারণ রয়্যালটি বাবদ যে আয় হত সেটা পুরোটাই ছিল বালি-পাথর সরাসরি বিক্রির। কাজেই আয় যে অনেকটা কমেছে সেটা স্পষ্ট।

জেলার বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে এই কারবারে যাঁরা যুক্ত তাঁদের রাজকীয় উত্থান। অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় জমি কিনেছেন, বাড়ি করেছেন, দামি গাড়ি কিনেছেন।

- ২০১৬-'১৭-র তুলনায় ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে রাজস্ব কমেছে প্রায় ৪ কোটি টাকা
- বৈধ রয়্যালটি না দিয়ে অনেকেই চুটিয়ে ব্যবসা করেছেন
- প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের একাংশের প্রত্যক্ষ মদত ছিল অবৈধ ব্যবসায়

মণিপাল হাসপাতালে ক্যানসার জয়ের কথা

'মেরি কাহানি-স্টোরিজ অফ স্ট্রেন্থ' শীর্ষক অনুষ্ঠানের সূচনা করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : ক্যানসার মানেই জীবনের শেষ নয়। বরং মনের জোর আর সঠিক চিকিৎসায় এই মারণ রোগকেও যে হার মানানো যায়, সেই বার্তাই দিল মণিপাল হাসপাতাল রাঙ্গাপানি। মাথা ও ঘাড়ের ক্যানসার জয়ীদের অদম্য সাহসিকতাকে সম্মান জানাতে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের গুরুত্ব বোঝাতে তারা 'মেরি কাহানি-স্টোরিজ অফ স্ট্রেন্থ' শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। ক্যানসারকে জয় করে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনে ফেরা এই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা জানানোর উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

ভারতে মাথা ও ঘাড়ের ক্যানসারের প্রকোপ যথেষ্ট বেশি হলেও অনেকেই এর প্রাথমিক লক্ষণগুলো এড়িয়ে যান। এই প্রসঙ্গে ডাঃ মণীশ গোস্বামী সতর্ক করে বলেছেন, 'মুখে দীর্ঘস্থায়ী ঘা, খাবার গিলতে অসুবিধা বা গলার স্বরের পরিবর্তনকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। শুরুতে রোগ ধরা পড়লে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায়।'

এই অনুষ্ঠানে উঠে আসে একাধিক অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী। ২০২৩ সালে ওরাল ক্যানসারে আক্রান্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অশোককুমার চক্রবর্তী কিংবা সিকিমের বাসিন্দা পদমপ্রসাদ শর্মা এবং তাঁর মেয়ে চন্দাদেবী শর্মা- প্রত্যেকেই মণিপাল হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে আজ সম্পূর্ণ সুস্থ। ২০১৬ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া ডাঃ উদয় গুরুং ও ডাঃ স্বপ্নেন্দু বসু চিকিৎসায় রোগমুক্ত হয়েছেন। তাঁদের এই লড়াইয়ের কথা প্রমাণ করে যে সঠিক সময়ে চিকিৎসা এবং প্রিয়জনদের পাশে থাকাটা কতটা জরুরি। মণিপাল হাসপাতাল রাঙ্গাপানির ডিরেক্টর সঞ্জয় সিংহ মহাপাত্র জানান, এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হল ক্যানসার নিয়ে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন

চোপড়া ও ইসলামপুর, ৩ অগাস্ট : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সোমবার থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু করল চোপড়া ট্রাফিক এবং ইসলামপুর থানার পুলিশ। চোপড়ার সুফলগছ এলাকায় শোভাযাত্রা হয়। এদিকে, ইসলামপুর থানা প্রাঙ্গণ থেকে ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে বাস টার্মিনাস এলাকায় পৌঁছায় একটি সচেতনতা মিছিল। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাইক আরোহীদের মাথায় হেলমেট পরিয়ে নিরাপদে চলাচলের বার্তা দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার রাকেশ সিং সহ অন্য কর্তারা।

ধৃত চালক

খড়িবাড়ি, ৩ অগাস্ট : খড়িবাড়ির ডুমুরিয়া নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা চলছে বলে অভিযোগ। রবিবার সন্ধ্যায় সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ। বালি পাচারের অভিযোগে চালককে গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি থানা। ধৃতের নাম ললীন ওরাওঁ। ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চালককে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন বিচারক।

পুজো না দিয়েই ফিরলেন বহু ভক্ত

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৩ অগাস্ট : পুজো দেওয়ার ইচ্ছে অধরা থেকে গেল বহু পুণ্যার্থীর। শ্রাবণের তৃতীয় সোমবার জংলিবাবার মন্দিরে পুজো দেওয়ার ইচ্ছে নিয়ে এসেছিলেন ভক্তরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও শেষপর্যন্ত ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢোকা হল না। বাধ্য হয়ে ভক্তদের একটা বড় অংশ চলে যায় টিপুখোলার ইকো ট্যুরিজম স্পটে। সেখানে পিকনিকের মতো রান্না করে বাড়ি ফিরে যান তাঁরা। ভক্তের ঢল ও সড়কের দুই পাশে গাড়ি পার্কিংয়ের জেরে মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

কার্সিয়াং বন বিভাগের অনুমান এবার প্রবেশমূল্য মকুব করায় এদিন জংলিবাবায় লাখখানেক ভক্তের সমাগম হয়েছিল। যদিও সঠিক সংখ্যাটি জানা যায়নি। মন্দিরের আগে তিনবাত্তি মোড় থেকে পুরো রাস্তাটি এমনকি টিপুখোলা যাওয়ার রাস্তার দুই পাশে সারি সারি যানবাহন পার্ক করা ছিল। ওই রাস্তা যানজটমুক্ত করতে পুলিশ, বনকর্মী, জেএফএমসি-র সদস্যদের রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। সব বিধিনিষেধ উড়িয়ে এদিন মন্দির চত্বরে যেমন মেলা বসেছিল তেমনি মাইক বাজানো হয়েছে। বন্যপ্রাণীর থেকে ভক্তদের যাতে বিপদ না হয় সেজন্য প্রশাসনের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, ভক্তরা যানবাহন নিয়ে ২ নম্বর গেট দিয়ে ফিরে যাবেন। তবে এদিন দেখা যায় বহু ভক্ত পুজো দিয়ে বনের পথে হেঁটে ১ নম্বর গেট দিয়ে বের হচ্ছেন।

কার্সিয়াং বন বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে কিছু বলব না। সামরিক বিভাগ বিষয়টি দেখছে।' যদিও সামরিক বিভাগের তরফে এবিষয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করেনি।

মন্দিরের সামনের রাস্তায় পুজোর সামগ্রী, জিলিপি, খেলনা, আইসক্রিম ও প্রসাদের দোকানে পা রাখার জায়গা ছিল না। এমনকি মন্দিরের সামনে একটি ছোট ট্রাকে পায়েস বিলি করা হচ্ছিল। যাতায়াতের সমস্যা হওয়ায় পুলিশ ট্রাকটিকে সরিয়ে দেয়।

শিলিগুড়ি মহকুমা ছাড়াও বিহার, নেপাল, বিভিন্ন পার্বত্য এলাকা থেকে ভক্তরা এখানে পুজো দিতে আসেন। নেপালের ঝাপা জেলা থেকে মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন তরু শর্মা, সুমিতা প্রধানরা। তাঁরা জানান, এত ভিড় ছিল যে, প্রায় ২ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে পুজো দিয়েছেন। খড়িবাড়ির সন্ধ্যা বর্মনরা দলবেঁধে এই মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। তবে ভিড়ের জেরে তাঁরা পুজো দিতে না পেরে টিপুখোলায় বেড়াতে চলে যান। টিপুখোলার রেস্তোরাঁগুলিতে এদিন ভিড় চোখে পড়ে। কার্সিয়াং থেকে তারা প্রধান পুজো দিতে এসে শেষ পর্যন্ত টিপুখোলায় খাওয়াদাওয়া করে ফিরে যান।

জংলিবাবার মন্দিরে ভক্তের ঢল। সোমবার।

গ্রেপ্তার তরুণ

খড়িবাড়ি, ৩ অগাস্ট : ধর্ষণের অভিযোগে মুর্শিদাবাদের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সুমিত দাস। তিনি মুর্শিদাবাদের চাচান্দার বাসিন্দা। অভিযোগ, খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী এক তরুণীকে ধর্ষণ করেন ওই তরুণ।

রবিবার তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তকে এদিন আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তরুণীর প্রাথমিক ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে। জবানবন্দি নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

দাসপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি যেন ভূতুড়ে বাড়ি

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩ অগাস্ট : ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ে লোহার রড বেরিয়ে এসেছে। চেয়ার, টেবিলের ওপরেও ভেঙে পড়া চাঙড় আর ধুলোর পুরু আস্তরণ জমে গিয়েছে। একটা আলমারি হেলে পড়ে গিয়েছে। বইয়ের তাকগুলোর অবস্থা বলার মতো নয়। ছাদ চুইয়ে বর্ষার জল পড়ায় বহু বই ভিজে নষ্ট হচ্ছে। যা পরিস্থিতি, তাতে যে কোনও সময় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে আস্ত ছাদটাই। একসময়ের জমজমাট দাসপাড়া পাবলিক লাইব্রেরির হাল এখন এমনই। প্রায় ভূতুড়ে বাড়ির চেহারা নিয়েছে। দাসপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ দাস বলছেন, 'আগে নিয়মিত পাঠকরা আসতেন। অনেকেই শুধু সংবাদপত্র পড়তে আসতেন। কিন্তু ভবনের বেহাল অবস্থার কারণে এখন কেউ আর লাইব্রেরিমুখো হন না।'

পরিকাঠামোগত সমস্যা, জরাজীর্ণ ভবন এবং স্থায়ী গ্রন্থাগারিকের অভাবে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে এই গ্রন্থাগার। এখন অবশিষ্ট বইগুলো রক্ষা করাই চ্যালেঞ্জ। এনিয়ে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক দেবব্রত দাস বলছেন, 'জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নতুন ভবন নির্মাণ বা প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।'

চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া বাজার এলাকার স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে অবস্থিত এই লাইব্রেরি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরে লাইব্রেরির ছাদ ও বারান্দা দিয়ে বৃষ্টির জল ঢোকে। ছাদের ফুটো অংশে প্লাস্টিক সাঁটিয়ে কোনওরকমে জোড়াতালি দিয়ে বই বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ থেকে বই সরিয়ে নেওয়া হলেও ইতিমধ্যে বহু মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়ায় ভবনের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

দাসপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে পলেস্তারা খসে পড়ছে।

স্থায়ী গ্রন্থাগারিক অবসর নেওয়ার পর আর নতুন নিয়োগ হয়নি। গত ৮ বছর থেকে ধনীরহাট রুরাল লাইব্রেরির ইনচার্জ নজরুল ইসলাম অতিরিক্ত দায়িত্বে সপ্তাহে একদিন এখানে আসতেন। তবে এখন আর নিয়মিত গ্রন্থাগার খোলা হয় না। নজরুল ইসলামের কথায়, 'চেষ্টা কম করা হয়নি। কিন্তু নিজস্ব জায়গা না থাকায় নির্মাণকাজের বরাদ্দ মেলেনি। দ্রুত সংস্কার না হলে অবশিষ্ট বইও নষ্ট হয়ে যাবে। বর্ষাকালে বই রক্ষায় নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

এখানে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার বই ছিল। এখনও ৩০০ সদস্য রয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পরিষেবা ঠিকঠাক না মেলায় ধীরে ধীরে পাঠকরা আসা বন্ধ করেছেন। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা দবিরুল ইসলামের কথায়, 'একসময় এই লাইব্রেরির যথেষ্ট সুনাম ছিল। এখন জরাজীর্ণ ভবন ও অনিয়মিত পরিষেবার কারণে পাঠকরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।'

এদিকে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনসুর আলম বলছেন, 'জমির অভাবে এতদিন লাইব্রেরি ভবন তৈরি করা যায়নি।' স্থানীয়দের অনেকের অভিমত, প্রশাসনিক উদাসীনতায় চোখের সামনে লাইব্রেরি ও ভেতরের বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখনও মূল্যবান বইগুলি এলাকার কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সরকারি ভবনে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এলাকাবাসীর দাবি, এই গ্রন্থাগারটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হোক।

গোষ্ঠী কোন্দল

বীরভূমের নলহাটিতে বিস্ফোরকের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গুলির লড়াই। ঘটনায় জখম তিনজন। দুজনকে দুর্গাপুর এবং অন্যজনকে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

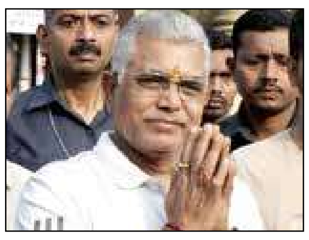

অভিনয়ে মন্ত্রী

গানের পর এবার অভিনয়ের মঞ্চে দিলীপ ঘোষ। শিবকে উৎসর্গ করা হিন্দি গানের অ্যালবাম ‘শঙ্করা’-তে অভিনয় করলেন মন্ত্রী। সোমবার ভাঙড়ের হাজরাকালী মন্দিরে ভিডিওটির উদ্বোধন হয়।

পুনর্বিবেচনার দাবি

১৫ বছরের বেশি পুরোনো বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিলের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্রের কাছে পুনর্বিবেচনার আর্জি বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠনের। পুরোনো বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিলের নোটিফিকেশন জারির ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রের হাতে রয়েছে। তাই পদক্ষেপের আবেদন করা হয়েছে।

অ্যাকাউন্ট হ্যাক

এবার রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাকের অভিযোগ উঠল। তাঁর নম্বর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ৪৫ হাজার থেকে দেড় লক্ষ টাকা চেয়ে বার্তা পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধমক চন্দনার, ক্ষমা দাবি

আশাকর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে ধুন্ধুমার বাঁকুড়ায়

দীপেন ঢাং

গঙ্গাজলঘাটি, ৩ অগাস্ট : সোমবার বাঁকুড়ায় এক আশাকর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হল হাসপাতাল চত্বরে। প্রতিবাদে ওই আশাকর্মীর মৃতদেহ আটকে রেখে অমরকানন গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আশাকর্মীরা। এই ঘটনায় শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউরির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি বিধায়কের ধমক খেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই আশাকর্মী। তার জেরেই ব্রেন স্ট্রোকে মারা যান রুম্পা মণ্ডল নামে ওই আশাকর্মী।

শালতোড়া বিধানসভার গঙ্গাজলঘাটি থানার ভালুকাথোল গ্রামের গোপীনাথপুর সাব-সেন্টারের অধীনে কর্মী ছিলেন। ঘটনার সূত্রপাত রবিবার বিধায়ক চন্দনা বাউরির একটি ভাইরাল ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে বিধায়ক কয়েকজন আশাকর্মীকে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলছেন, আপনারা কি চুরি করে চাকরি পেয়েছেন? পাশাপাশি আরও অনেক অপমানজনক কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে।

এদিন ওই মৃত্যুর প্রতিবাদে এলাকায় মিছিল করেন আশাকর্মীরা। মিছিলের পুরভাগে থাকা এক আশাকর্মীও অভিযোগ করে বলেন, ‘শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউরি আমাদের চোর বলেছেন। চটিচাটা বলে অপমান করেছেন। আমরা কি চোর? বিধায়ককে অবিলম্বে তাঁর কথা প্রত্যাহার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।’ তাঁদের দাবি, আশাকর্মী হিসেবে স্বাস্থ্য দপ্তরের যে কাজ সেটাই

সহকর্মীর মৃত্যুর প্রতিবাদে আন্দোলনে আশাকর্মীরা। সোমবার।

তাঁরা করবেন। অন্নপূর্ণা যোজনার ই-কেওয়াইসি দেওয়ার কাজ তাঁরা করবেন না।

আশাকর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আয়ুষ্মান ভারতের ই-কেওয়াইসি করার। চন্দনার অভিযোগ, ‘প্রতিদিন তাঁর ও পাশের বিধানসভা থেকে দিনভর অন্নপূর্ণা যোজনা না পাওয়া নিয়ে অভিযোগ করে ফোন আসছে। খতিয়ে দেখতে মেজিয়া ব্লকে কাজ দেখতে গিয়ে দেখি সেখানে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা সব তৃণমূলের লোক। ওঁরাই আমাদের লোকেদের অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মে গোলমাল করে দিচ্ছে। কেউ কেউ নিজের বাড়িতে বসেই ই-কেওয়াইসি করছেন।’ অভিযোগ, এরপরই রবিবার ওই আশাকর্মীর বাড়ি গিয়ে রীতিমতো শাসানি ও হুমকি দেন চন্দনা। এদিন আশাকর্মীরা অভিযোগ করেছেন, সমাজ মাধ্যমে চন্দনার সেই ভাইরাল ভিডিও দেখেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রুম্পা। শেষপর্যন্ত ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান বলে দাবি করেন আশাকর্মী সংগঠনের গঙ্গাজলঘাটি ব্লক সভাপতি মণিকা দাস। অভিযোগ, কাজের চাপ এবং বিধায়কের চোর অপবাদে তিনি আতঙ্কিত ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেননি। রুম্পা মণ্ডলকে স্থানীয় অমরকানন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ততক্ষণে হাসপাতাল চত্বরে মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। তদন্তের দাবিতে এদিন বাঁকুড়া জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছেও বিক্ষোভ দেখান আশাকর্মী সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব। হাসপাতালে আসেন বিধায়ক চন্দনা বাউরি। তাঁকে দেখে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বিক্ষোভকারীরা। যদিও চন্দনার সাফাই, ‘আয়ুষ্মান ভারতের ই-কেওয়াইসি বাড়ি বাড়ি গিয়ে করার কথা। কিন্তু আশাকর্মীরা তা না করে তাঁদের নিজের বাড়িতে ডেকে করাতে বাধ্য করছেন।’ তবে আশাকর্মীদের উদ্দেশে চুরি করে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে চন্দনা বলেন, ‘ওরা যদি বাড়িতে ডেকে ই-কেওয়াইসি করিয়ে ভুল করে থাকে তাহলে তাঁর একথা বলা ভুল হয়েছে। কী কারণে মৃত্যু হয়েছে তা ময়না তদন্তের পরই তা জানা যাবে।’ চন্দনার মতে, অবিলম্বে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের পরিচয় এবং নিয়োগ খতিয়ে দেখা উচিত। এব্যাপারে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের কাছেও তিনি আর্জি জানাবেন।

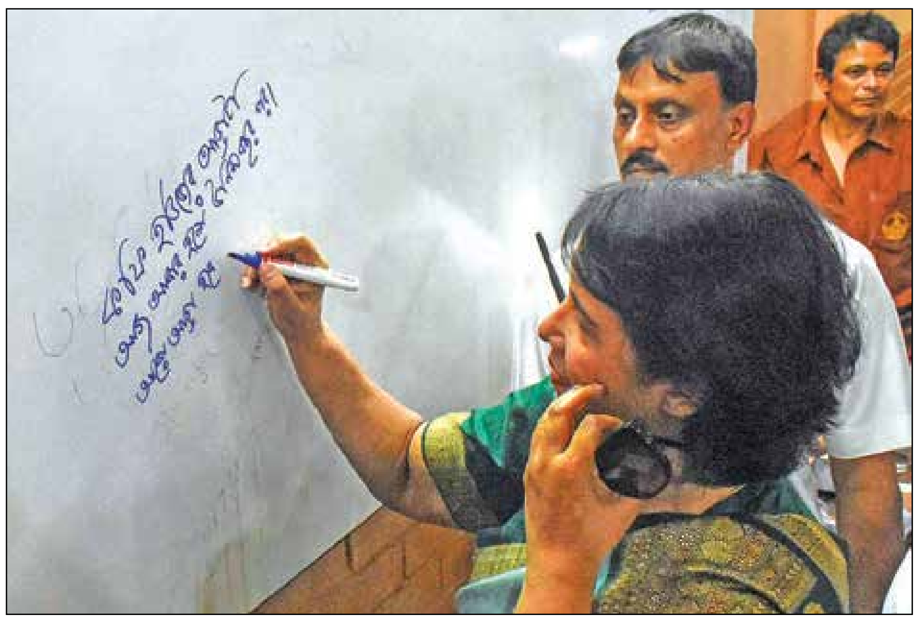

১৯ বছর পর স্মৃতিমেদুর কফি হাউসে তসলিমা নাসরিন। সোমবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

বিদেশযাত্রা নিয়ে বিস্ফোরক ঋতব্রত

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৬ সালের এক পথদুর্ঘটনায় চোখের আঘাতের পর থেকেই তিনি নিয়মিত বিদেশে চিকিৎসা করান। তবে সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, চিকিৎসার অজুহাতে আদতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ছক কষছেন তৃণমূল সাংসদ। একজন সাংসদ হিসেবে অভিষেকের কাছে থাকা লাল রঙের ‘ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট’-এর আইনি সুযোগ-সুবিধাকে তিনি হাতিয়ার করতে চাইছেন।

সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করে বলেন, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট থাকলে

> **চিকিৎসার অজুহাতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ছক কষছেন তৃণমূল সাংসদ। একজন সাংসদ হিসেবে কাছে থাকা লাল রঙের ‘ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট’-এর আইনি সুযোগ-সুবিধাকে হাতিয়ার করতে চাইছেন অভিষেক।**
>
> **ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**

পৃথিবীর বহু দেশে ভিসার প্রয়োজন হয় না এবং নানা সুরক্ষাও পাওয়া যায়। যদি এমন কোনও দেশে গিয়ে তিনি পাসপোর্ট সমর্পণ করে আশ্রয়ের আবেদন জানান, যাদের সঙ্গে ভারতের কোনও প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই, তবে তাঁকে আর কোনওদিন দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

অভিষেককে ‘চার্টার্ড মাফিয়া’ বলে কটাক্ষ করে তাঁর প্রশ্ন, এর আগে বিদেশে চিকিৎসাবাবদ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে, তার অর্থনৈতিক উৎস কী? সেখানে ব্যক্তিগত অর্থ কতটা ছিল আর রাজনৈতিক দলের টাকা কতটা, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানান তিনি। ঋতব্রতবাবুর বক্তব্য, হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই এসএসকেএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ মেডিকেল বোর্ডের সামনে হাজির হওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু সেখানে না গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিদেশে পাড়ি দেওয়া। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলে বিদেশে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার প্রবণতা এবং আগের বিপুল খরচের হিসাব নিশ্চিতভাবেই সামনে আসা উচিত বলে দাবি করেন বিরোধী দলনেতা।

আরজি করে ফের সিবিআই

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে তদন্তকারী আধিকারিক বদলের পর সোমবার সিবিআইয়ের যুগ্ম ডিরেক্টর অনুরাগ কুমারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় জানান, ‘পাঁচ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল জরুরি বিভাগের ভবনে গিয়ে ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে। পরিদর্শনের পর তদন্তকারীরা নিজেদের মধ্যেও দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। এটুকুই বলতে পারি।’

গত বৃহস্পতিবার শিয়ালদা আদালতে সিবিআই নতুন তদন্তকারী আধিকারিক সন্দীপনি গর্গকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিল। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে গঠিত নতুন বিশেষ তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন যুগ্ম ডিরেক্টর অনুরাগ কুমার। দলে রয়েছেন আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তকারী আধিকারিক মণীশ উপাধ্যায়ও।

উদ্ধার ডিসিআর ছাপার মেশিন

সিউড়ি, ৩ অগাস্ট : টুলু মণ্ডলের নগদ অর্থ এবং সোনা উদ্ধারের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার তাকে সিউড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

কোটি কোটি টাকার মালিক মহম্মদবাজারের মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের আত্মীয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সাড়ে ২৮ কোটি টাকা উদ্ধার হয়। ওইদিনই গ্রেফতার করা হয় টুলুর আত্মীয় মিনার মণ্ডলকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে টুলুর ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে টুলুর গোডাউন থেকে ডিসিআর ছাপা মেশিন, একটা ডায়েরি এবং মেয়ের বিয়ের সময় গেট পাশের জন্য তৈরি রিস্ট ব্যান্ড উদ্ধার হয়। সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘সাতদিনের পুলিশ হেফাজত দেওয়া হয়েছে সীতেশকে। তাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের পর বেশ কিছু জিনিস উদ্ধার হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে একটি ডায়েরি। সেই ডায়েরিতে কাকে কাকে টাকা দিয়েছেন সেটা লেখা রয়েছে।’

ছেলেকে খুনে ধৃত

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : বাবা পৈতৃক সম্পত্তি ছেলের বদলে লিখে দিয়েছিলেন নাতির নামে। সেই রাগে নিজের শিশু সন্তানকে গলা টিপে খুনের অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার এক তরুণের বিরুদ্ধে। রবিবার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়ি থেকে আড়াই বছরের অরিজিৎ সরকারের দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন শিশুটির বাবা প্রসেনজিৎ সরকার। পুলিশ সূত্রে খবর, বেকার প্রসেনজিৎ দীর্ঘদিন ধরে জুয়ায় আসক্ত। বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি করেও জুয়ায় টাকা লাগাতেন তিনি। তা নিয়ে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত। সেই কারণেই প্রসেনজিতের বৃদ্ধ বাবা সম্পত্তি নাতির নামে লিখে দেন।

ধৃত থাই মহিলা

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : বৈধ ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পাঁচ বছর পরেও কলকাতায় বসবাসের অভিযোগে এক থাই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার শরৎ বোস রোডের একটি স্পা সেন্টারে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। ধৃতের নাম এম সানসুকনিউয়াত।

শ্রাবণ মাসের সোমবারে কলকাতার একটি মন্দিরে শিব ভক্তদের ভিড়। -পিটিআই

মানবিক হাইকোর্ট

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার জেলায় তোর্সা চা বাগান মৌজার জমিতে উচ্ছেদ আতঙ্ক। স্বাধীনতার আগে থেকেই এখানে বসবাস করেন ওই এলাকার জনজাতি গোষ্ঠী। সম্প্রতি জয়গাঁও স্থলবন্দর প্রকল্পের জন্য তাঁদের উচ্ছেদের অভিযোগ উঠেছে। কোনওরকম পুনর্বাসন ছাড়াই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে চা শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা একটি বেসরকারি সংগঠন। সোমবার এই মামলাতেই রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। কেন্দ্র ও রাজ্যের মানবিক দিক থেকে কোনও পদক্ষেপ করা যায় কি না, তা বিবেচনা করে জানাতে বলা হয়েছে ওই রিপোর্টে।

কাকলি-শশীর ফের সাক্ষাৎ

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠকের ঠিক আগেই নতুন রাজনৈতিক জল্পনা উসকে দিলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সোমবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, দলের ‘বিদ্রোহী’ সাংসদ ও বিধায়কদের একটি বড় অংশ ফের তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তলে তলে যোগাযোগ রাখছেন এবং কালীঘাট শিবিরে ফিরতে চাইছেন।

এই রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই ফের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ক্লিনিকে হাজির হন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শশী পাঁজা। ফলে তাঁকে ঘিরে দলবদলের জল্পনা আরও জোরদার হয়েছে। ক্লিনিক থেকে বেরোনোর সময় রাজনীতি ছাড়ার প্রশ্ন করা হলে শশী পাঁজা শুধু বলেন, ‘আমাকে যেতে হবে।’

এসআইআরের গেরোয় ভর্তি আটকে

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : এসআইআরের জটিলতায় আইআইটির কানপুরে পিএইচডি-তে ভর্তি আটকে পড়ুয়ার। আপিল ট্রাইবিউনালকে দ্রুত বিষয়টি বিবেচনার জন্য এক সপ্তাহ সময়সীমা বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে আইআইটি কানপুরে পিএইচডি’তে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন আয়ান নওয়াজ। আগেই তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। আপিল ট্রাইবিউনালে তাঁর আবেদন এখনও ঝুলে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে আইনের দ্বারস্থ হন ওই পড়ুয়া। এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রাইবিউনালকে বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ করেছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। প্রায় ২৭ লক্ষ নাম ট্রাইবিউনালে বিচারাধীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে দৈনন্দিন বহু কাজকর্মে সমস্যার মুখে পড়ছেন আমজনতা। অধিকাংশ বিবেচনাধীন নামেরই নিষ্পত্তি হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে।

গ্রেপ্তারির আশঙ্কা বাড়ল সুমিতের

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : রক্ষাকবচ পেয়েও বিপদ কমল না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের। চাকরি প্রতারণা মামলায় অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেলেও শালবনীতে জমি দুর্নীতির মামলাতে বড়সড়ো ধাক্কা খেলেন সুমিত। জমি দুর্নীতিতে ভোর রাতে সোজা ক্যামাকস্ট্রিটের অফিসে তল্লাশিতে পৌঁছেছিল পুলিশ। সোমবার এই মামলায় তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘ধৃতদের বয়ান ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আগাম জামিন মঞ্জুর করা সঠিক হবে না বলে মনে করছে আদালত।’ ফলে সুমিতকে গ্রেপ্তারিতে বাধা রইল না পুলিশের। অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় চাকরি দুর্নীতি মামলায় শর্তসাপেক্ষে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। ১০ দিনের মধ্যে তদন্তকারী আধিকারিকদের সামনে হাজির হতে হবে সুমিতকে। একটি মামলায় রক্ষাকবচ পেলেও আরেকটি মামলায় অস্বস্তি বাড়ল অভিষেকের আপ্ত সহায়কের।

সূত্রের খবর, সুমিতকে রীতিমতো খুঁজছে রাজ্য এসটিএফ। শালবনীতে সরকারি জমির ভুয়ো নথি তৈরি করে জমি আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে সুমিতের বিরুদ্ধে। এদিন এই মামলায় বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ‘কেস ডায়েরিতে বিভিন্ন ব্যক্তির বয়ান রয়েছে। এই ধরনের বয়ান সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য না হলেও তদন্তকারী সংস্থার কাছে প্রয়োজনীয়। জাল দলিল উদ্ধার হয়েছে। সরকারি জমি হস্তান্তরের মতো অভিযোগ রয়েছে। হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওই সময় কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের সামনে বিষয়টি ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর সমীচীন বলে মনে করছে না আদালত।’ অন্যদিকে, ডেবরায় টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ায় নাম জড়ায় তাঁর।

দলের তোলাবাজদের হুমকি অগ্নিমিত্রার

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : বিজেপিতে তোলাবাজি তর্জা অব্যাহত রয়েছে। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, মন্ত্রী দিলীপ ঘোষদের পর এবার সরব অগ্নিমিত্রা পাল, প্রিয়াংকা টিব্রুয়ালের মতো মহিলা নেত্রীরাও।

সম্প্রতি তোলাবাজিতে দলের একাংশের যুক্ত থাকা নিয়ে দলীয় কর্মীদের সতর্ক করেছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রীতিমতো সময় বেঁধে দিয়ে বলেছিলেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ভুল শুধরে না নিলে বিজেপি কতটা কঠোর হতে পারে তাদের প্রতি, সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। হুঁশিয়ারি, হুমকিতে বাদ যাননি দিলীপও। দিলীপ বলেছিলেন, দল এদের দিকে নজর রাখছে। নেতা, বিধায়ক বা পার্টি কর্মী যেই হোক না কেন, কাউকে রেওয়াত করা হবে না। সোমবার সেই সুরে সুর মিলিয়ে অগ্নিমিত্রা বললেন, ‘দলের কোনও নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ পেলে তাঁকে দল থেকে বের করে দেওয়া হবে।’ অগ্নিমিত্রা বলেন, ‘তোলাবাজির বিষয়টা থেকে তো যাবেই। সবাইকে তো আমরা ডিটারজেন্ট বা ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে আনিনি। তাঁরা তো রক্ত-মাংসের মানুষ। এখন সরকারে এসেছি। অনেকে ভাবছেন এভাবে রোজগার করব। কিন্তু আমাদের

> **অভিযোগ পেলেই বরখাস্ত**

রাজ্য সভাপতি, মুখ্যমন্ত্রী এঁদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা শুনিয়েছেন।’ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইতিমধ্যেই চারটি হেল্প লাইন চালু করেছে রাজ্য সরকার। বেআইনি টোল ট্যাক্স, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, আর মদের ঠেক চালানোর অভিযোগ থাকলে ওই হেল্পলাইন নম্বরে সরাসরি অভিযোগ করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কিন্তু কোনও কিছুতেই রাশ যে টানা যাচ্ছে না, সেটা ভালোই বুঝতে পারছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির মহিলা নেত্রী ও আইনজীবী প্রিয়াংকা টিব্রুয়াল এদিন এক সভায় মঞ্চ থেকে বেশ কয়েকটি বিজেপির হোর্ডিংকে দেখিয়ে বলেন, ‘যাঁদের ৫ হাজার টাকা উপার্জন নেই, বাড়ির ছাদ পড়েনি, তাঁরাও ২০০০ টাকার হোর্ডিং করে নিজেদের নেতা বলে এলাকায় জাহির করতে শুরু করেছেন। পার্টিকে বলব, এগুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে।’ তবে দলে ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের আচমকা এই তোলাবাজি নিয়ে গেল গেল রব তোলাকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না দলেরই একাংশ। তাদের মতে, তারা যদি রাজ্যসভায় সংখ্যা কিনতে আলিপুরদুয়ারের তকমা মারা চোরাচালানকারী প্রকাশ চিকবড়াইকের মতো লোকেদের বিজেপির সাংসদ করে তাহলে আর দলে তোলাবাজি নিয়ে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক।

৩১ বছরেও মেলেনি ক্ষতিপূরণ

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : থরে থরে সাজানো নথি, অথচ সাপের ভয়ে হাত ছোঁয়াতে মানা। প্রয়োজনেও নথি উদ্ধার করতে পারছেন না হাইকোর্টের কর্মীরাও। কার্যত শিঁকেয় উঠেছে পুরোনো নথি ঘাঁটা। পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত একটি মামলায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এমনটাই জানিয়েছে হাইকোর্ট প্রশাসন। ফলে ৩১ বছরের পুরোনো ঘটনায় এখনও ক্ষতিপূরণ না পেয়ে আইনের দরজায় কড়া নাড়ছেন যৌনকর্মী পুতুল দাস।

১৯৯৫ সালে ভবানীপুর থানার লকআপে এক বন্দিমৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিপূরণ চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। ওই যৌনকর্মীর দীর্ঘদিনের নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন ওই বন্দি। তিনি ১০-১২ বছর ধরে যৌনকর্মীর ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। হেপাজতে মৃত্যুর পর তৎকালীন বিচারপতি সত্যব্রত সিনহার নির্দেশে তদন্ত চলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৎকালীন জেলা বিচারক গোরাচাঁদ দে’র তদন্তের ভিত্তিতে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। বন্দি ওই যৌনকর্মীর ওপর নির্ভরশীল থাকার কারণে তাঁকে ২০ হাজার টাকা এবং ওই বন্দির পরিবারকে ৮০ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারি কোষাগার নয়, বরং দায়ী পুলিশকর্মীদের বেতন থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে বলা হয়।

পদ্ম নেতা ধৃত

আসানসোল, ৩ অগাস্ট : ‘আগে ওভারলোড গাড়িতে ৫০০ নিতাম, এখন আন্ডারলোড বলে ২০০ নিচ্ছি’- রাস্তায় বালির ট্রাক দাঁড় করিয়ে খোদ এক বিজেপি নেতার এহেন তোলাবাজির ভিডিও ভাইরাল (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) হতেই তীব্র শোরগোল শিল্পাঞ্চলে। রবিবার রাতে অভিযুক্ত রাকেশ মাজিকে গ্রেপ্তার করেছে জামুড়িয়া থানা। সোমবার আসানসোল জেলা আদালতে পুলিশ সাতদিনের হেপাজত চাইলেও, বিচারক জামিন খারিজ করে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে আসানসোল সাংগঠনিক জেলার পদ্ম শিবির। প্রশ্নের মুখে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি। অভিযুক্ত রাকেশ মাজি জামুড়িয়া মণ্ডল ১-এর বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ।

আবাসে মিস্ত্রির মজুরিও দেবে সরকার : দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : আবাস যোজনায় এবার থেকে উপভোক্তাদের শুধু ঘর তৈরির নির্ধারিত অনুদান দেওয়াই নয়, বরং বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় রাজমিস্ত্রি ও ঘরামির যাবতীয় মজুরি খরচও বহন করবে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর।

সোমবার এক সাক্ষাৎকারে পঞ্চায়েতমন্ত্রী জানান, আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির নির্দিষ্ট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার পাশাপাশি নির্মাণকাজের শ্রমিক খরচও এখন থেকে সরকার নিজেই দেবে। ফলে উপভোক্তাকে নিজের পকেট থেকে আর অতিরিক্ত কোনও অর্থ ব্যয় করতে হবে না। এর মূল উদ্দেশ্য হল দরিদ্র মানুষের ওপর থেকে আর্থিক বোঝা কমানো, একইসঙ্গে গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং মানুষের হাতে সরাসরি টাকা পৌঁছে দেওয়া।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, নির্দিষ্ট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বাইরে গিয়ে এই বাড়তি রাজমিস্ত্রি ও শ্রমিক খরচের টাকা কোথা থেকে আসবে? জবাবে দিলীপ ঘোষ জানান, গ্রামোন্নয়নের ১২৫ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে যে তহবিল ও অর্থ বরাদ্দ রয়েছে, সেখান থেকেই এই খরচ মেটানো হবে। তবে পাশাপাশি পঞ্চায়েত স্তর থেকে সরকারের নিজস্ব রাজস্ব বা আয় বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, গ্রামাঞ্চলের হাটগুলিতে ছাদ বা শেড দিয়ে ছোট ছোট স্টল তৈরি করে তা ব্যবসায়ীদের কাছে ভাড়া দেওয়ার নির্দেশ পঞ্চায়েত প্রধান ও আধিকারিকদের দেওয়া হয়েছে। এতে নিয়মিত রাজস্ব আয় হবে। এছাড়া এতদিন যে সমস্ত সরকারি পুকুর ও ঝিল বেআইনি দখলে ছিল, সেগুলি উদ্ধার করে সংস্কার ও মাছ চাষের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের আয় বাড়ানো হবে।

একইসঙ্গে গ্রামাঞ্চলের আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক স্থানগুলিকে চিহ্নিত করে পিকনিক স্পট হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে শীতের মরশুমে এগুলি ভাড়া দিয়ে পঞ্চায়েত ও

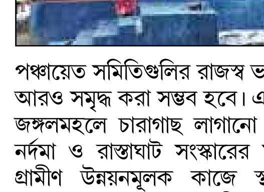

পঞ্চায়েত সমিতিগুলির রাজস্ব ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে। এছাড়া জঙ্গলমহলে চারাগাছ লাগানো এবং নর্দমা ও রাস্তাঘাট সংস্কারের মতো গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজে স্থানীয় মানুষকে যুক্ত করে সরাসরি কাজের বিনিময়ে অর্থ তুলে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব আয় বাড়িয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের হাতে কাজ ও টাকা পৌঁছে দেওয়াই এখন তাঁদের দপ্তরের প্রধান লক্ষ্য।

আবাস যোজনায় উপভোক্তাদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন রাজ্য পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এবার থেকে কেবল বাড়ি তৈরির নির্দিষ্ট টাকাই নয়, বরং নির্মাণকাজের মিস্ত্রি ও ঘরামির খরচও জোগাবে পঞ্চায়েত দপ্তর। সোমবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার পাশাপাশি নির্মাণশ্রমিকদের মজুরির খরচও রাজ্য সরকার বহন করবে, ফলে উপভোক্তাকে নিজের পকেট থেকে কোনও টাকা দিতে হবে না। এতে সাধারণ মানুষের সুবিধার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে।

বাড়তি এই খরচের অর্থসংসংস্থান নিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী জানান, গ্রামোন্নয়নের ১২৫ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ থেকে এই ব্যয় মেটানো হবে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত স্তর থেকে সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্যেই গ্রাম্য হাটগুলিতে শেড ও স্টল তৈরি করে ভাড়া দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি দখলে থাকা সরকারি পুকুর ও ঝিল উদ্ধার করে সেখানে মাছ চাষের ব্যবস্থা করা হবে। গ্রামাঞ্চলের মনোরম স্থানগুলিকে চিহ্নিত করে পিকনিক স্পট হিসেবে গড়ে তুলে শীতের মরশুমে তা ভাড়া দিয়ে আয় বাড়ানোর চিন্তাভাবনা চলছে। একই সঙ্গে নর্দমা-রাস্তাঘাট সংস্কার এবং জঙ্গলমহলে চারাগাছ লাগানোর মতো কাজে স্থানীয় মানুষকে নিযুক্ত করে তাঁদের হাতে কাজের বিনিময়ে টাকা তুলে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলোর নিজস্ব আয় বাড়িয়ে গ্রামীণ মানুষের হাতে কাজ ও অর্থ পৌঁছে দেওয়াই এখন দপ্তরের মূল লক্ষ্য।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৭৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৮ শ্রাবণ ১৪৩৩

ভয়াবহ তৃণমূলিকরণ

তবুও ভালো, দলের দুই নেতা বুঝতে পেরেছেন, রসাতলে যাওয়ার সূচনা হয়েছে। তৃণমূলের বদগুণগুলি সংক্রামিত হয়েছে বিজেপির মধ্যে। প্রথমে খোদ রাজ্য সভাপতি, তারপর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি একসুরে সতর্ক করলেন বিজেপির কর্মীবাহিনীকে তো বটেই, দলের নেতা, বিধায়কদের। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা অধুনা পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বাস্তববাদী মানুষ। স্পষ্টবাদীও বটে। দলের সমস্যা বাইরে বলতে পিছপা হন না।

দিলীপ বুঝতে পেরেছেন, বিজেপির অনেক নেতা তোলাবাজির মধুতে আসক্ত হয়ে যাচ্ছেন। এই আসক্তদের মধ্যে দলের অনেক বিধায়কও যে আছেন, তাও কবুল করছেন তিনি। তাঁর পর্যবেক্ষণ হল, ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে কয়েকজন বিধায়ক ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। তাঁদের কথাবার্তার ধরন পর্যন্ত বদলে যাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তৃণমূলের অধঃপতন বুঝতে পারতেন না, তা নয়। বহুবার দলের কাউন্সিলার, পঞ্চায়েত সদস্যদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অবৈধ কামাইয়ের অভিযোগে।

তৃণমূল নেতাদের একাংশের জমি, বালি, পাথর মাফিয়াগিরি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন তৃণমূল নেত্রী। দু'-একবার পুলিশকে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কখনো-কখনো পুলিশ চুনোপুঁটি কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হুকুম তামিল করেছে বটে। তবে সেটার ক্ষান্তি হয়েছে সেখানেই। যথারীতি তোলাবাজি, মাফিয়াগিরি, চাকরিতে দুর্নীতি অবাধে চলেছে। যা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ফলশ্রুতিতে গত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতা থেকে তৃণমূলকে সরিয়ে দিয়েছেন বঙ্গবাসী।

সেই তোলাবাজির সংস্কৃতি ইতিমধ্যে বিজেপিতে সংক্রামিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। অন্যায়ভাবে কিছু পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তোলা আদায়, চাঁদার জুলুম, দোকান-জমির দখলদারি ইত্যাদি ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দু'-একটি ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ করেছেন সন্দেহ নেই। শিলিগুড়িতেই এক যুব নেতার শ্রীঘর বাস হয়েছে। কিন্তু যা শুরু হয়েছে, তাতে এই পদক্ষেপ সিন্ধুতে বিন্দুর মতো। কতদিকে সামাল দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সবদিকে ব্যবস্থা নিতে গেলে তোলাবাজ বাছতে বিজেপি দলটা খুব শীঘ্র উজাড় হয়ে যেতে পারে।

দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সে কারণে বলতে বাধ্য হয়েছেন, রাজ্যের সব জায়গায় তোলাবাজি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বলাটা ভুল হবে। তাঁর উপলব্ধি হল, দীর্ঘদিনের তৈরি সিন্ডিকেটরাজ রাতারাতি বদলায় না। হক কথা! রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যাচ্ছে, বালি, পাথর খনন ও উত্তোলনে সরকারি ছাড়পত্র পাওয়ার পর সেই সুযোগ নিচ্ছে পুরোনো সিন্ডিকেটগুলিই। শমীক ঠিকই বলেছেন, ক্ষমতার পালাবদলের দু'মাসের মধ্যে দীর্ঘদিনের গেড়ে বসা ব্যবস্থাটা রাতারাতি বদলে যায় না।

নিজে থেকে শোধরানোর জন্য রাজ্য সভাপতি ১৫ দিন সময় দিয়েছেন। তিনি সতর্ক করেছেন, না শোধরালে বুঝিয়ে দেওয়া হবে, বিজেপি কী জিনিস! দিলীপ ঘোষ অবশ্য স্পষ্ট বুঝেছেন, দুর্নীতিবাজরা বিজেপি নেতাদের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। পরিণতিতে ডিম হামলার অভিমুখ তৃণমূল নেতাদের বদলে বিজেপির নেতা-জনপ্রতিনিধিদের দিকে ঘুরে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি।

তাঁর মতো ১৫ দিন নয়, শোধরানোর জন্য ছয় মাস সময় দিয়েছেন দিলীপ। বাস্তব হল, সময় দেওয়া নিরর্থক। বেআইনি কামাইয়ের ফিকির খোঁজার জন্যই লোকে কোনও না কোনও দলে ভেড়ে। সুযোগসন্ধানীরাই দলের কেষ্টবিষ্টু হয়ে তোলাবাজিতে মদত দেন, নিজেরাও কোটিপতি হন। জমানা বদলের পর তৃণমূলের একের পর এক নেতা গ্রেপ্তার ও তাঁদের বিপুল সম্পত্তির হদিসে তা স্পষ্ট।

তোলাবাজি এখন কিছু লোকের রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের জিনগত দোষে পরিণত হয়েছে। এসব কারণেই লোকে দলবদল করেন বা নতুন দলে নাম লেখান। ঋতব্রত তৃণমূল কিংবা এনসিপিআই-এসবের উদাহরণ। ফলে শমীক বা দিলীপ সতর্ক করলেই বিজেপির তৃণমূলিকরণ ঠেকানো কঠিন। বাস্তবে অসম্ভবও। দু'একজনের বিরুদ্ধে নামমাত্র পদক্ষেপ মমতাও করেছিলেন। লাভ হয়নি। বিজেপির পক্ষে সমাজে গেড়ে বসে যাওয়া এই বদভ্যাসের গোড়া উৎপাটন সম্ভব নয়।

অমৃতধারা

তোমার চেতনার সঙ্গে চিন্তা, অনুভব এবং আবেগ-উত্তেজনার তফাত করতে পারলেই চেতনা কী বস্তু তা বুঝতে পারবে। আর এইভাবে তুমি শিখতে পারবে চেতনাকে কেমন করে স্থানান্তরিত করতে হয়। তুমি চেতনাকে তোমার দেহে, তোমার প্রাণে, তোমার চৈত্য পুরুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করতে পার (চৈত্যপুরুষই হল চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করার সবচেয়ে ভালো জায়গা) চেতনাটিকে তোমার মনে স্থাপন করতে পার, তাকে মনের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পার, আবার তোমার চেতনার সঙ্গে তুমি বিশ্বের সকল রাজ্যে বিচরণ করতে পার। কিন্তু সবার আগে তোমাকে জানতে হবে তোমার চেতনাটি কী বস্তু, অর্থাৎ নিজের চেতনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। চেতনা এইসব বস্তুগুলোকে ব্যবহার করবে কিন্তু তুমি এইগুলোকেই চেতনা বলে ভুল করবে না।

-শ্রীমা

সুরের আকাশে চিরসবুজ কিশোর

গান, অভিনয় আর খামখেয়ালিপনায় আজও বেঁচে ভারতীয় সংগীতের এই কিংবদন্তি শিল্পী।

কোহিনূর কর

কে জানত মধ্যপ্রদেশে বসবাসকারী এক বাঙালি পরিবারে চার ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ভাই আভাসকুমার গঙ্গোপাধ্যায় একদিন তাঁর প্রতিভার জোরে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক, সুরকার, অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে কোটি কোটি সংগীতপ্রেমীর মনে গভীর দাগ কাটবেন? বাবা কুঞ্জলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন পেশায় আইনজীবী এবং মা গৌরী দেবী গৃহবধূ। ছোটবেলায় আভাসকুমারের গলা কিন্তু মোটেই সুরেলা ছিল না। শোনা যায়, একবার পায়ে আঘাত পাওয়ার পর টানা কয়েকদিন কাঁদার ফলে তাঁর গলার স্বর অদ্ভুতভাবে বদলে যায়। এরপর যেমন তাঁর গানের গলা, তেমনি তাঁর অভিনয়ে দক্ষতা। তাঁর সব শৈলীই যেন স্বতঃস্ফূর্ত।

বড়দা অশোককুমার হিন্দি ছবির জগতে নামডাক করার পর তাঁর পথ অনুসরণ করে আভাস যখন মুম্বইতে গানের জগতে পা দেন, দাদার নামের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের নাম পালটে করে নিয়েছিলেন কিশোরকুমার। একদম প্রথমে কাজ শুরু করেছিলেন কোরাসশিল্পী হিসেবে বোম্বে টকিজে। প্রথমদিকে অনেকেই তাঁর গায়কি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু নিজের অদম্য চেষ্টায় তিনি সেই বাধাও পার হন। তারপর তিনি প্রথম হিন্দি ছবিতে গানের সুযোগ পেয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে প্রখ্যাত সুরকার ক্ষেমচাঁদ প্রকাশের সংগীত পরিচালনায় 'জিদ্দি' ছবিতে। দেব আনন্দের লিপে গাওয়া 'মরনে কী দুয়ায়েঁ কিউঁ মাঙ্গু' গানটি দিয়ে তাঁর যে পথ চলা শুরু হয়েছিল, তা আর কখনও থামেনি।

কিশোরকুমার সংগীতের পুরোনো দিনের আর এক দিকপাল কেএল সায়গলের বড় ভক্ত ছিলেন। প্রথমদিকে তাঁর গায়কিতে সায়গলের প্রভাব স্পষ্ট ছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীতও তিনি খুব ভালোবাসতেন। সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ছবিতে তাঁর গাওয়া 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' আজও শ্রোতাদের কানে বাজে। সলিল চৌধুরী, শচীনদেব বর্মন থেকে শুরু করে রাহুলদেব বর্মনের মতো গুণী সুরকারদের সঙ্গে কাজ করে তিনি প্রচুর কালজয়ী গান উপহার দিয়েছেন। রাজেশ খান্না বা অমিতাভ বচ্চন থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রজন্মের বহু নায়কের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর মতো স্বতন্ত্র কণ্ঠ খুব কম শিল্পীর মধ্যেই চোখে পড়ে। সেই অর্থে দেখলে দ্বিতীয় কোনও কিশোরকুমার আর কোনওদিনই জন্মাবেন না। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর দশকে তিনি বেশ কয়েকটা হিন্দি ছবিতে সফলভাবে অভিনয়ও করেছিলেন। সেই সময়ের জনপ্রিয় ছবি যেমন 'পড়োসন' কিংবা 'চলতি কা নাম গাড়ি'তে অভিনয়ের দক্ষতা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের গাওয়া বেশ কিছু হিট গানে লিপও দিয়েছেন। 'পড়োসন' ছবিতে বিদ্যাপতি চরিত্রে তাঁর সেই অভিনয় আজও সমান জনপ্রিয়।

কত গান যে কিশোরকুমার দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছিলেন লতাজি কিংবা আশাজির সঙ্গে, যেগুলোর বেশিরভাগই প্রবল জনপ্রিয় আর আজও স্বর্ণযুগের গান হিসেবে সবার মুখে মুখে ফেরে। বিশেষ করে রাহুলদেব বর্মনের সুরে আশা ভোঁসলে এবং কিশোরকুমারের দ্বৈত গানগুলি ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। কিশোরকুমারের কাজ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরই গান গেয়ে কত উদীয়মান শিল্পী সংগীতকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কুমার শানু কিংবা অভিজিৎ ভট্টাচার্যের মতো শিল্পীরা তাঁর গান গেয়েই নিজেদের কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। শুধু ভারতবর্ষ কেন, বিশ্বের বহু দেশে কিশোরকুমারের জনপ্রিয়তা আজও তুঙ্গে। ভারতীয় ডাক বিভাগ ২০১৬ সালে কিশোরকুমারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মানিক পাঁচ টাকার ডাকটিকিট বের করেছিল।

রেকর্ডিংয়ের সময় লতাজি হাজির না হওয়ার কারণে পুরুষ ও মহিলা দুই কণ্ঠেই 'আকে সিধি লগি দিল পে' গানটা গেয়ে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী তাঁর রেকর্ড করা গানের সংখ্যা কয়েক হাজার। বাংলা ও হিন্দি ছাড়াও মারাঠি, অসমিয়া, গুজরাটি, কন্নড়, ভোজপুরি ও ওড়িয়া ভাষাতেও তিনি সাবলীলভাবে গান গেয়েছেন।

কিশোরকুমার যে খুব সুন্দর ইয়োডেলিং করতে পারতেন তা কারও অজানা নয়। পাশ্চাত্য সংগীতের এই বিশেষ কৌশলকে তিনি ভারতীয় গানে অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। শোনা যায় ইন্দোর কলেজে তাঁর পাঁচ টাকা বারো আনা ধার ছিল। সেটাকে নিয়ে হয়ে গেল তাঁর এক বিখ্যাত গান 'পাঁচ রুপাইয়া বারা আনা'। এত গানপাগল মানুষটি 'দূর গগন কি ছাঁও মেঁ' (১৯৬৪) ছবির পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছিলেন যার মধ্যে একটাও গান ছিল না। ভাবতে অবাক লাগে, তাই না?

কিশোরকুমার শুধু একজন গায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতীয় বিনোদন জগতের এক চলন্ত প্রতিষ্ঠান। মধ্যপ্রদেশের এক সাধারণ ছেলে থেকে তাঁর মুম্বইয়ের খ্যাতিমান হয়ে ওঠার কাহিনী সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। প্রথাগত তালিম ছাড়াই তিনি যেভাবে দশকের পর দশক সুরের জগতে রাজত্ব করেছেন, তা এককথায় উল্লেখযোগ্য। আজ তাঁর জন্মদিনে ফিরে দেখা সেই বর্ণময় পথ চলাকে, যেখানে সুরের জাদুতে তিনি বারবার জয় করেছেন আপামর ভারতবাসীর মন এবং তৈরি করেছেন এক অনন্য ইতিহাস।

এত বড় মাপের একজন শিল্পীর বেশ কিছু মজার গল্প অনেকেই হয়তো জানেন বা জানেন না। অবাক করার মতো বিষয় হল, কিশোরকুমার সংগীতের কোনও তালিম অর্থাৎ প্রথাগত শিক্ষা কিন্তু কখনও নেননি। অথচ সেই মানুষটি প্রায় বারোশো ছবিতে প্লে-ব্যাক গায়ক হিসেবে দাপটের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। কিশোরকুমার ইন্ডাস্ট্রির একমাত্র শিল্পী যিনি রেকর্ডিংয়ের সময় লতাজি হাজির না হওয়ার কারণে পুরুষ ও মহিলা দুই কণ্ঠেই গেয়েছিলেন।

খামখেয়ালি মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও অনেক মজার মজার গল্প আছে। মুম্বইয়ের বাড়ির সামনে একটা সাইনবোর্ড লাগিয়েছিলেন যাতে লেখা ছিল 'বিওয়্যার অফ কিশোর'। শোনা যায় এক প্রযোজক কিশোরকুমারের বাড়িতে তাঁর কিছু বাকি পাওনা টাকা দিতে এসেছিলেন। টাকা দেওয়ার পর সেই প্রযোজক তাঁকে করমর্দন করতে গেলে কিশোরকুমার হাতটা টেনে মুখে নিয়ে কামড় বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ওই সাইনবোর্ডটা দেখেননি বুঝি? কিশোরকুমার বাইরে মজাদার মানুষ হলেও ব্যক্তিগতভাবে খুব একা থাকতে ভালোবাসতেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে খোলাখুলি স্বীকার করেছিলেন যে, মানুষের সঙ্গের চেয়ে প্রকৃতি তাঁর কাছে অনেক বেশি প্রিয়। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের বাগানে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো তাঁর বাগানের গাছগুলোর নাম রেখেছিলেন গুলবাকাওয়ালি কিংবা অমৃতাঞ্জন।

১৯৭৬ সালে ভারতবর্ষে জরুরি অবস্থা চলাকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমাবেশে গান করতে রাজি না হওয়ার শাস্তি হিসেবে আকাশবাণী ও দূরদর্শন কিশোরকুমারের গানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আনে। এমনকি তাঁর অভিনীত ছবিগুলিও টিভিতে দেখানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরকম একজন শিল্পীকে তো আর এভাবে দমিয়ে রাখা যায় না। জরুরি অবস্থা ওঠার পর তিনি স্বমহিমায় ফিরে আসেন। একজন শিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন একদম অন্য ধাঁচের। গানের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে একদম ছেড়ে কথা বলতেন না। শোনা যায় কোনও এক প্রযোজক তাঁর প্রাপ্য পারিশ্রমিকের অর্ধেক দিয়ে আর অর্ধেক বাকি রাখার জন্য গান রেকর্ডিংয়ের সময় অর্ধেকটা করে থেমে গিয়েছিলেন। একবার এক ছবির শুটিংয়ের ঠিক আগে কিশোর জানতে পেরেছিলেন যে, ছবির প্রযোজক পুরো পারিশ্রমিক জমা দেননি। তিনি সেদিন মুখের একদিকে মেকআপ করে সোজা সেটে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। পরিচালক হতচকিত হয়ে তাঁর ওই অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে কিশোর উত্তর দিয়েছিলেন, আধা পয়সা তো আধা মেকআপ। আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন, কিশোরকুমার ও রুমা গুহঠাকুরতার সন্তান আরেক সংগীতশিল্পী অমিতকুমার তাঁর বাবার অনেক স্মৃতি আর মজাদার ঘটনার কথা লাইভ অনুষ্ঠানে বলে থাকেন।

শিল্পী কিশোরকুমার ১৯৮৭ সালের ১৩ অক্টোবর মাত্র আটান্ন বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মনে পড়ছে সেই ঘটনার দিন ছিল তাঁর বড়দা অশোককুমারের ছিয়াত্তরতম জন্মদিন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর তিনি আর কখনও নিজের জন্মদিন পালন করেননি। মৃত্যুর আগের দিনও কিশোরকুমার আশাজির সঙ্গে বাপি লাহিড়ির সুরে 'ওয়াক্ত কি আওয়াজ' ছবির জন্য একটা গান রেকর্ড করেছিলেন, যে ছবিতে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ও শ্রীদেবী অভিনয় করেছিলেন। শিল্পীর জীবন থেমে যায়, কণ্ঠ থামে না। তাঁর গাওয়া 'তেরে বিনা জিন্দেগি সে কোই শিকওয়া তো নেহি' বা 'কুছ তো লোগ কহেঙ্গে' আজও শ্রোতাদের মনে সমানভাবে দাগ কাটে। তাই ৯৭তম জন্মবার্ষিকীতেও কিশোরকুমার শুধু স্মৃতির নন, তিনি প্রতিদিনের শ্রোতারও শিল্পী।

(লেখক অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।)

আজ

১৯০৫

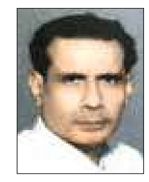

মহিষাসুরমর্দিনী খ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৩১

আজকের দিনে প্রয়াত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস।

আলোচিত

ভারতের ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে আমি ঠিকমতো অবগত নই। কিন্তু ছাত্ররা যা-ই করবে, তাকে অন্ধ সমর্থন করার পক্ষে আমি নই। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের পিছনে মৌলবাদী ও জেহাদিদের হাত ছিল। আমি সবসময় মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার পক্ষে। বাংলাদেশে দেখেছি, মাদ্রাসাগুলিতে জেহাদি তৈরি করা হয়। মাদ্রাসাগুলিতে অমুসলিমদের ঘৃণা করতে শেখানো হয়। খবরে বেরোচ্ছে, মাদ্রাসায় ধর্ষণও করা হয়।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

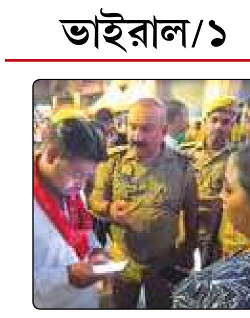

কর্ণাটক থেকে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে এসেছিলেন এক মহিলা। ভিআইপি লাইনে দর্শনের টোপ দিয়ে ৪,০০০ টাকা নেন একজন। টাকা নেওয়ার পরেই উধাও ওই ব্যক্তি। শেষপর্যন্ত পুলিশ টাকা উদ্ধার করে মহিলাকে ফেরত দেয়।

ভাইরাল/২

বিশাখাপত্তনমের গঙ্গাবরম বিচে ফ্রেন্ডশিপ ডে উদযাপন করছিলেন একদল তরুণ-তরুণী। সেলফি তোলার সময় এক বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ে তাঁদের ওপর। তরুণীকে টেনে নিয়ে যায়। বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেন এক বন্ধু। তিনিও তলিয়ে যান।

জনমত

দোমোহনিতে এইমস গড়ার দাবি

জলপাইগুড়ির দোমোহনিতে রেলের প্রায় ২৫০ একর জমিতে এইমস গড়ে তোলা উচিত। এখানে এইমস হলে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, সিকিম, ভুটান, ডুয়ার্স সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবেন। উন্নত চিকিৎসার অভাবে এলাকার বহু রোগীকে বেঙ্গালুরু, ভেলোর বা হায়দরাবাদে ছুটতে হয়, যা গরিব মানুষের জন্য চরম আর্থিক হয়রানির কারণ। দোমোহনিতে জমির অভাব নেই, রেলের ব্যবহারযোগ্য বাংলো ও কোয়ার্টার রয়েছে। দাবিটি ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি জলপাইগুড়ি শহরের প্রায় ২ লাখ মানুষের সুবিধার্থে পুরোনো সদর হাসপাতালটি পুনরায় পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা দরকার। বর্তমানে শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরের সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রোগীদের সারাদিন অপেক্ষা করতে হয়। তাই শহরের বুকেই পুরোনো হাসপাতালটি আগের মতো চালু হলে শহরবাসী ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

সমরেন্দ্রনাথ পাল
নয়াবস্তি, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

মনীষীময় হোক আজকের বাংলা

অগাস্টে ভারত স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষে পা দিতে চলেছে। প্রতি বছর দিনটি সাড়ম্বরে উদযাপিত হলেও একটি প্রশ্ন বিবেককে নাড়া দেয়- যাঁদের আত্মত্যাগে স্বাধীনতা এল, তাঁদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কি শুধু বছরে একদিন শ্রদ্ধা জানানো?

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ভূমিকা অসামান্য। নেতাজি, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মাস্টারদা সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা কিংবা বাঘা যতীনের মতো বীরদের আত্মত্যাগ আমাদের গর্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তরুণ প্রজন্ম এই মনীষীদের জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে বিশেষ জানে না। ফলে ইতিহাসের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

এই দূরত্ব ঘোচাতে স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনী আরও বিস্তারিতভাবে যুক্ত করা উচিত। পাশাপাশি, রাস্তা, পার্ক বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ঔপনিবেশিক বা বিতর্কিত ব্যক্তির বদলে বাংলার মনীষীদের নামে রাখা হোক।

ইতিহাস ও মহান ব্যক্তিদের সম্মান জানালেই একটি জাতি সমৃদ্ধ হয়। তাই রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন, মনীষীদের আদর্শ প্রচারে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হোক। 'বাংলা হোক মনীষীময়'- এই চেতনাই আমাদের ইতিহাসকে আগামী প্রজন্মের কাছে জীবন্ত রাখবে।

যীশুতোষ সেন
ইসকন রোড, হায়দারপাড়া, শিলিগুড়ি।

সুখের বিজ্ঞাপন নাকি জীবনের উদযাপন?

ক্যালেন্ডার, সোশ্যাল মিডিয়া আর বাজারের টানে সম্পর্কের ভাষাও বদলে চলেছে।

আর্জব দে

একপাশে চশমা-আঁটা দল, অন্যদিকে সুখপিয়াসির ভিড়। সমালোচকরা বললেন, আজকালকার দিনে হাজারটা ডে পালনের নতুন ঢং হয়েছে। অন্যরা বলল, ক্ষতি কী? ওঁরা বললেন, মানে তো থাকবে একটা কিছু। ধরা যাক স্বাধীনতা দিবস, ওই দিন দেশ স্বাধীন হয়েছিল। অপর দল বলল, আর ব্যক্তিগত কোনও কিছুর উদযাপন? এঁরা বললেন, নিশ্চয়ই হবে, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, যে দিনগুলোয় সত্যিই জীবনের কোনও না কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, পালনের জন্য সেদিনগুলো তো রইলই। সমালোচকদের ভিড়ে আমাকে দেখতে পেয়ে অন্য দল রে-রে করে উঠল। তারা বলল, আমরা যদি জীবনকে উদযাপন করার জন্য বিশেষ কিছু দিন বেছে নিই, আপত্তি কীসের? আমি বললাম, উদযাপনের জন্য দিন নির্ধারণ করতে হবে কেন, সম্পর্ককে ক্যালেন্ডারি খাঁচায় ধরতে চাওয়া কেন? সমালোচকদের দল আমার কথায় আপ্লুত হয়ে উঠল।

সুখপিয়াসির দল বলল, প্রতিটা সম্পর্ককে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার জন্য একটা বিশেষ দিন দরকার। অনেকেই হয়তো ব্যস্ততার মাঝে এই দিনগুলোকে উপলক্ষ্য করে কাছের মানুষের কাছে পৌঁছান, কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যখন এর সঙ্গে জুড়ে যায় প্রদর্শনের তাগিদ। একজন পেছন থেকে বলে উঠল, মাদার্স ডে-তে আমি আমার মা-কে একটা পেন্ডেন্ট দিয়েছি। অন্যজন বলল, অগাস্টে গার্লফ্রেন্ডস ডে, বয়ফ্রেন্ডস ডে, এসব আছে, আমাদের প্ল্যান ডিনার ডেট। এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে বলে উঠল, এই রবিবারই তো ফ্রেন্ডশিপ ডে গেল, আমরা সবাই একটা চেনা পার্কেই আড্ডা দিয়েছি। এই একটা দিনের জন্যই আমরা কয়েকটা ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ডও কিনেছিলাম।

আমি বললাম, বিংশ শতকের গোড়া থেকে হলমার্ক-এর মতো সংস্থাগুলির হাত ধরে নানা শুভেচ্ছা-দিবসের বাণিজ্যিক প্রসার দ্রুত বাড়তে থাকে। বন্ধুত্বের আবেগ শাশ্বত হলেও, এই উদযাপনের ধরনগুলোয় সবসময় বিত্তশালীরই পকেট ভরে! মাল্টিপ্লেক্স, হোটেল মালিক কিংবা ডেলিভারি অ্যাপ বা জামাকাপড়ের ব্র্যান্ড, সবারই একটা ব্যবসায়িক লাভের দিক তো থেকেই যায়। তাই প্রচার বাড়িয়ে পুঁজির প্রসার। সমস্যা আসলে দিন পালনে নয়, সমস্যা তখনই তৈরি হয় যখন ক্যালেন্ডার দেখে ডে পালন করে আদপে সম্পর্কের জায়গা নেয় বাজার আর প্রদর্শন। যেভাবে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ছবি, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা বা বেড়াতে যাওয়ার ছবি পোস্ট করে তোমরা সোশ্যাল মিডিয়ার ওপেন ডায়েরিতে যাপনের বিজ্ঞাপন দাও, তাতে প্রশ্ন জাগে, আদৌ জীবনটা উদযাপন করছ নাকি সুখ আর উদযাপনের বিজ্ঞাপন দিয়ে কিছু একটা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছ?

প্রতীকী।

ওপক্ষ আরও আনন্দ পাচ্ছে দেখে সুখপিয়াসিরা লেলিয়ে দিল হেমলক সোসাইটির আনন্দ কর-কে। সে আমাকে এসে বলল, কী ব্যাপার ভাই, কী হচ্ছে; তুমি নাকি ওদের আনন্দ করতে দিচ্ছ না? আমি বললাম, ওদের আমি বলতে চাইছি হোরেসের কথা, কার্পে ডিয়েম। ডেড পোয়েটস সোসাইটি রবিন উইলিয়ামস ওদের কানের কাছে ফিশফিশ করে বলল, প্রতিদিন প্রতিটা মুহূর্ত আনন্দে বাঁচো, কারও স্বার্থ চরিতার্থ করতে সুখের বিজ্ঞাপনে ভেসে যেও না, কার্পে ডিয়েম। সমালোচকদের রাগ হল। ও মা, দেখি, দূরে কোথায় ঋত্বিক আর শক্তি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মানুষের জীবনের নানা অসংগতি নিয়ে কথা বলছেন, ইলিয়াসও আছেন পাশে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মনের মধ্যবিত্তি আর স্যাঁতসেঁতে সুখদুঃখের কাঁদুনি গাওয়া কিংবা একদল রক্তপিশাচের সেটাকে ব্যবহার করে সম্পদ বাড়িয়ে তোলা নিয়ে তাঁদের অস্পষ্ট আলোচনা ভেসে এল। জায়গাটা বিপজ্জনক বুঝে ওপক্ষ আর সুখপিয়াসির মাঝখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি, আনন্দ কর আর রবিন উইলিয়ামস হেঁটে চললাম রবীন্দ্র বর্ম গায়ে জড়াতে। আমরা কি সত্যি জীবন উদযাপন করছি, নাকি ক্যালেন্ডারের খাঁচায় বন্দি হয়ে কেবল সুখের বিজ্ঞাপনই দিয়ে চলেছি?

(লেখক আইআইটি ধানবাদে গবেষণারত, কোচবিহারের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫১৪

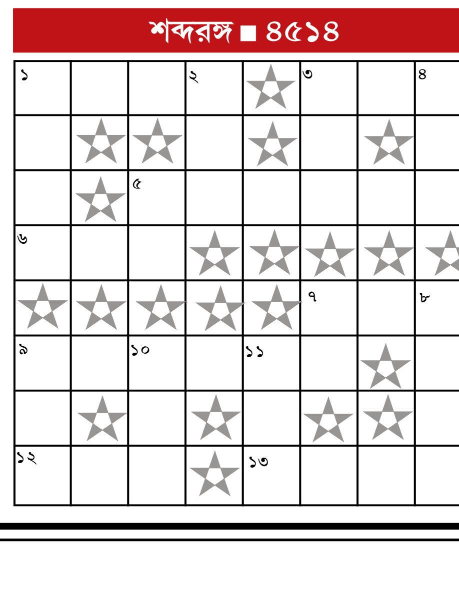

পাশাপাশি : ১। যে সম্পত্তি সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া যায় ৩। বিবেচনার যোগ্য বিষয় ৫। যার দেহ নেই, নিরাকার ৬। খ্যাতি বা প্রভাব ৭। রাশিচক্রের অন্তর্গত অন্যতম প্রাণী ৯। যা প্রকৃতির বা স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী ১২। যিনি উদ্ধার ও রক্ষা করেন ১৩। ভেঙে পড়ার মতো পরিস্থিতি।

উপর-নীচ : ১। দেখার ভুল ২। এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র ৩। যাকে অবলম্বন করে সাহিত্যে রস বা উদ্দীপনা তৈরি হয় ৪। ভৃগুমুনির ছেলে ৫। যে রাতে চাঁদ দেখা যায় না ৭। দক্ষ বা পারদর্শী ৮। পিচ্ছিল, যা একটুতেই গড়িয়ে যায় ৯। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি ১০। সোজা নয় বাঁকা ১১। দৈনন্দিন কাজের তালিকা।

সমাধান ■ ৪৫১৩

পাশাপাশি : ১। অলক ৪। শিঞ্জন ৫। ন্যাবা ৭। সওদা ৮। বাসুদেব ৯। সটকানো ১১। সাঙনা ১৩। হল ১৪। জব্বর ১৫। সকাল।

উপর-নীচ : ১। অলস ২। কশিদা ৩। জনসেবা ৬। বাসব ৯। সমীহ ১০। নোনাজল ১১। সারস ১২। নাবাল।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কেন্দ্রকে সুপ্রিম নোটিশ ■ এফআইআরে শুধু দাগিরাই

যন্তরমন্তরে আর বিক্ষোভ নয়

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : যন্তরমন্তর কি প্রতিবাদের জন্য আদৌ উপযুক্ত? এহেন প্রশ্ন তোলা জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে বিকল্প জায়গার খোঁজে কেন্দ্রকে নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, অন্য একটি মামলায় নিট বিক্ষোভে সাধারণ পড়ুয়াদের এফআইআর প্রত্যাহারের পথও পরিষ্কার করল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ। তবে একই সঙ্গে আদালত এও বলেছে, ছাত্র বিক্ষোভে মিশে থাকা দুষ্কৃতীরা যেন ছাড়া না পায়।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে যন্তরমন্তরকে বিক্ষোভস্থল হিসাবে ব্যবহারের যৌক্তিকতা এবং নিট বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহার—এই দুটি বিষয়ে পৃথক মামলার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে।

সতীশ চন্দ কৌশিকের দায়ের করা যন্তরমন্তর বিষয়ক জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যন্তরমন্তরে লাগাতার জমায়েতের ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা চরম অসুবিধায় পড়ছেন এবং চিকিৎসা পরিষেবার মতো জরুরি কাজ ব্যাহত হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেন, 'আবেদনে বলা হয়েছে যাতায়াতে সমস্যা ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, সলিসিটর জেনারেল কেন্দ্র থেকে এই বিষয়ে নির্দেশ নিন।' রামলীলা ময়দান বা অন্য কোনও সুরক্ষিত প্রাঙ্গণকে বিকল্প প্রতিবাদস্থল হিসাবে ব্যবহার করা যায় কি না, তা নিয়ে কেন্দ্রকে হলফনামা দিতে বলেছে আদালত।

যন্তরমন্তর মামলা

■ বিক্ষোভের কারণে স্থানীয়দের যাতায়াত ও জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে

■ যন্তরমন্তর প্রতিবাদের জন্য এখন আর উপযুক্ত স্থান নয়

■ বিকল্প প্রতিবাদস্থলের খোঁজে কেন্দ্রকে নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

এফআইআর তোলা সংক্রান্ত মামলা

■ দাগি অপরাধী বাদে বাকিদের বিরুদ্ধে মামলা তোলা যেতে পারে

■ 'গুরুতর অপরাধ' বলতে শুধুমাত্র খুন বা ধর্ষণকেই বোঝাবে আদালত

■ পুলিশি জুলুমের নিরপেক্ষ তদন্তে কমিটি গড়ার কথা ভাবছে আদালত

■ এই মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ ১৮ অগাস্ট নির্ধারিত

নিট দুর্নীতি বিরোধী বিক্ষোভে ধৃত পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এদিন অন্য একটি শুনানিতে অবস্থান স্পষ্ট করে আদালত। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, গুরুতর অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের রেহাই দেওয়া হবে না। তবে সাধারণ পড়ুয়াদের হয়রানি রুখতে আদালত স্পষ্ট করে দেয়, 'ক্রিমিনাল হিস্ট্রি' বলতে শুধুমাত্র খুন বা ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধকেই বোঝাবে। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন বা ছোটখাটো রাজনৈতিক মামলাকে সেই তালিকায় ফেলা যাবে না বলে আদালত জানিয়েছে। মেহতা আদালতে আশ্বাস দেন, 'দাগি অপরাধীদের বাদ দিয়ে বাকি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে কেন্দ্র দায়বদ্ধ।'

এদিকে সরকারের ওপর পালটা চাপ তৈরি করে ককরোচ জনতা পার্টির মুখপাত্র সৌরভ দাস বলেন, 'আদালত সব ধোঁয়াশা কাটিয়ে দিয়েছে। সরকারের উচিত নিজের কথা রাখা এবং মামলাগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা।'

আন্দোলনের নামে পুলিশি জুলুম এবং বাহিনীর ওপর হামলার নিরপেক্ষ তদন্তে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কোনও কমিটি বা সিট গঠনের কথা ভাবছে আদালত। কেন্দ্র জানিয়েছে, মুখের ছবি শনাক্তকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গিয়েছে প্রায় ২,৭০০ জনের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধের মামলা রয়েছে। আগামী ১৮ অগাস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করা হয়েছে।

সংসদ চত্বরে অমিত শা'র বিবৃতির দাবিতে পোস্টার হাতে সাংসদ মহুয়া মৈত্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা (ডানদিকে)।

বিক্ষোভের মাঝেই বিল পাশে গতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : সোমবার বাদল অধিবেশনের একাদশ দিনেও বিরোধীদের লাগাতার স্লোগান, বিক্ষোভ ও ওয়াকআউটের আবহে সংসদের দু-কক্ষেই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ ও পাশ করিয়ে নিল কেন্দ্র। লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিরোধীদের হইচই, অমিত শা-র বিবৃতি দাবি এবং বারবার সভার কাজ স্থগিতের মধ্যেও সরকার আইন প্রণয়নের কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ফলে দিনের শেষে সংসদের ছবিতে যেমন ধরা পড়ল তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত, তেমনই উঠে এল শাসক শিবিরের আইন প্রণয়নের গতি বজায় রাখার কৌশল।

দিনের শুরু থেকেই কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি পদক্ষেপের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বিবৃতির দাবি তোলেন। একইসঙ্গে রাম মন্দিরের অনুদান সংক্রান্ত বিতর্ক সহ একাধিক ইস্যুতে তাঁরা সরকারকে আক্রমণ করেন। লোকসভা ও রাজ্যসভার ভিতরে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে সরব হন বিরোধী সদস্যরা। প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি সংসদ ভবনের মকর দ্বারের সামনেও অবস্থান-বিক্ষোভে শামিল হন ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। তাঁদের অভিযোগ, জনস্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে সরকার শুধুমাত্র নিজেদের আইন প্রণয়নের কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কেন্দ্রের পালটা দাবি, সংসদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করাই বিরোধীদের উদ্দেশ্যে। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, 'বিরোধীরা ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলিতে আলোচনায় রাজি নন। দেশবাসী সব দেখছেন। সময়মতো বিরোধীরা উত্তর পাবেন।'

এই উত্তপ্ত আবহেই লোকসভায় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল সুপ্রিম কোর্ট (বিচারপতির সংখ্যা) সংশোধনী বিল, ২০২৬ পেশ করেন। পরে ধ্বনিভোটে বিলটি পাশ হয়। এই সংশোধনের ফলে প্রধান বিচারপতি বাদে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত বিচারপতির সংখ্যা ৩৩ থেকে বেড়ে ৩৮ হবে। অর্থাৎ, প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মোট বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৯। সরকারের দাবি, দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ক্রমবর্ধমান মামলার জট কমানো এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই বিলের মাধ্যমে সেই অধ্যাদেশের পরিবর্তে স্থায়ী আইন আনা হল, যার মাধ্যমে বিচারপতির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল।

একই দিনে লোকসভায় পেশ হয় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বিল। ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান (আইএসআই)-এর প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক কাঠামোকে আধুনিক করার উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে। গবেষণা, ডেটা সায়েন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং আধুনিক পরিসংখ্যান শিক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানকে আরও স্বশাসিত, আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানের করে তোলাই এই বিলের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

এদিনই অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন লোকসভায় ব্যাংকার্স বুকস এভিডেন্স বিল পেশ করেন। ব্রিটিশ আমলের ১৮৯১ সালের 'ব্যাংকার্স বুকস এভিডেন্স অ্যাক্ট' বাতিল করে ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়াই এই বিলের উদ্দেশ্য। প্রস্তাবিত আইনে ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, ক্লাউড-ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং নথিকে আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের আইনি কাঠামো আরও স্পষ্ট করা হয়েছে।

আজ মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী ও এনসিপিআই সাংসদরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : মঙ্গলবার দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথিশালা বঙ্গভবনে বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও এনসিপিআই-এর সাংসদরা। জানা গিয়েছে, মধ্যাহ্নভোজের পাশাপাশি এই বৈঠকে রাজ্যের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দলীয় সাংসদদের নিরাপত্তা, তাঁদের বিরুদ্ধে থাকা মামলা, ডিলিমিটেশন এবং আসন্ন পুরসভা ভোট একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পূর্বে দু'বার স্থগিত হলেও অবশেষে মঙ্গলবার এই বৈঠক হতে যাচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে তাঁদের দলের একাধিক সাংসদ নিজেদের এলাকায় যেতে পারছেন না এবং কার্যত ঘরছাড়া অবস্থায় রয়েছেন। পুরনো মামলার ভিত্তিতে নতুন করে অভিযোগ দায়ের হওয়ায় তাঁরা স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে সমস্যায় পড়ছেন। সাংসদরা যাতে নিরাপদে নিজেদের এলাকায় কাজ করতে পারেন, সেই পরিবেশ তৈরি করাই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

বৈঠকে রাজ্যের আসন্ন পুরসভা নির্বাচন এবং ডিলিমিটেশন বিষয়ে বিস্তারিত কৌশল তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি। সুদীপবাবু জানান, নিচুতলার কর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে উপরমহলকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়।

'ক্ষমা চান জুকেরবার্গ'

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভিডিও ফেসবুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মেটা প্রধান মার্ক জুকেরবার্গকে ক্ষমা চাইতে বললেন সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান নিশিকান্ত দুবে। অন্যথায় সংস্থার আইনি রক্ষাকবচ কেড়ে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে মোদির ভিডিও প্রায় ৫ ঘণ্টা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল বলে সংসদীয় কমিটির কাছে দুঃখপ্রকাশ করার পাশাপাশি সাফাইও গেয়েছে মেটা। তবে একে স্রেফ 'ভুল' হিসাবে লঘু করতে নারাজ কমিটি প্রধান।

নিশিকান্তের সাফ কথা, 'জুকেরবার্গ নিজে ক্ষমা না চাইলে আইটি আইনের ৭৯ নম্বর ধারার রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করার কথা ভাবা হবে।'

'এটা আমার, আপনার নেতার নথি দেখান'

পড়ার খরচ প্রকাশ, চ্যালেঞ্জ দীপকের

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : নিজের উচ্চশিক্ষার খরচ নিয়ে এক আরটিআই কর্মীর তোলা অভিযোগের জবাবে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপত্র ও শিক্ষাঋণের নথি প্রকাশ্যে আনলেন ককরোচ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। একই সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির ডিগ্রি নিয়ে পালটা চ্যালেঞ্জও ছুড়লেন তিনি বিজেপি নেতৃত্বের দিকে।

সুরাটের আরটিআই কর্মী অমিত তিওয়ারি অভিযোগ তুলেছিলেন, মহারাষ্ট্র শিল্পোন্নয়ন নিগমের অবসরপ্রাপ্ত জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দীপকের বাবা ভগবানরাও কীভাবে ছেলেকে বিদেশে পড়ানোর বিপুল অর্থ জোগালেন? তাঁর দাবি ছিল, মাসে ৬০-৬৫ হাজার টাকা বেতনের এক সরকারি কর্মীর পক্ষে এমন খরচ বহন করা একেবারেই অসম্ভব।

এহেন ব্যক্তিগত আক্রমণের পালটা জবাবে দীপকে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া ৩৭,৫০০ ডলারের 'ডিনস স্কলারশিপ'-এর শংসাপত্র প্রকাশ করেন। তিনি জানান, পড়াশোনার বাকি অর্থের সংস্থান হয়েছে মোটা অঙ্কের শিক্ষাঋণের মাধ্যমে, যা তিনি এখনও কিস্তিতে শোধ করে চলেছেন।

সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিওবার্তায় দীপকে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'আমি সাধারণ ঘরের ছেলে হয়ে বস্টনে পড়লে কেন আপনাদের এত গায়ে লাগছে? আমি আমার স্কলারশিপ ও ঋণের সব নথি দেখাতে তৈরি, কিন্তু আপনাদের সম্রাট কি তাঁর আসল ডিগ্রি জনসমক্ষে আনবেন?' দলের মুখপাত্র বৈষ্ণবী গৌরের খোঁচা, 'ব্যক্তিগত পড়াশোনা নিয়ে আরটিআই না করে পিএম কেয়ার্স ফান্ডের দিকে নজর দিন।'

আন্দোলনের খরচ নিয়ে ওঠা প্রশ্নের উত্তরে দীপকের দাবি, সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি পুলিশের একাংশও পরিচয় গোপন রেখে তাঁদের জল ও খাবার দিয়ে সাহায্য করেছেন।

দলের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও তহবিল সংগ্রহে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে 'ক্রাউড ফান্ডিং'-এর পথে হাঁটার কথা জানান বস্টন ফেরত এই ছাত্রনেতা। দিল্লির ছাত্র আন্দোলন নিয়ে তসলিমা নাসরিনের বক্তব্যেরও এদিন জবাব দিয়েছেন দীপকে। ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা বাংলাদেশের ছাত্রবিক্ষোভের সঙ্গে সিজেপির বিক্ষোভের তুলনা টেনেছিলেন বাংলাদেশি লেখিকা। তাঁর মতে, ঢাকার ওই ছাত্র আন্দোলন 'আমাদের বোকা বানিয়েছে' এবং দিল্লির কর্মসূচিতেও তিনি সেই একই 'বাংলাদেশি ছায়া' দেখতে পাচ্ছেন। এর জবাবে দীপকে বলেন, 'বাংলাদেশ বা নেপালের আন্দোলনের উদাহরণ টেনে আসলে আমাদের বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা ওদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।' দীপকে জানিয়েছেন, তাঁদের আন্দোলন শুধুমাত্র ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও স্বচ্ছতার দাবিতে, যার সঙ্গে ভিনদেশের কোনও রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

উত্তরাখণ্ডে ভাঙাচোরা গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়ক ধরে কাওয়ারদের যাত্রা। সোমবার।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেরল, মৃত ১৫

তিরুবনন্তপুরম, ৩ অগাস্ট : অসমের পর বন্যায় বিধ্বস্ত কেরল। শুক্রবার থেকে মুষলধারায় বৃষ্টির জেরে বিভিন্ন জায়গায় বন্যা ও ধস নেমেছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে প্রাণ হারিয়েছেন ১৫ জন। নিখোঁজ সাতজন। সোমবার মৌসম ভবন রাজ্যের ১২টি জেলায় হলুদ থেকে কমলা সতর্কতা জারি করেছে।

সোমবার বন্যাকবলিত জেলাগুলির পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন স্বজনহারা দুর্গত পরিবারগুলির জন্য সরকারি তরফে আট লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মৃতদেহের সংকারে তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে ১০ হাজার টাকা, ত্রাণ শিবির থেকে যাঁরা বাড়িতে ফিরছেন তাঁদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার ও সংস্কারের জন্য ১০ হাজার, যেসব পরিবারের সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে তাঁদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। ভূমিধসে ঘর ও জমিহারাদের ১২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

কাঁওয়ার যাত্রার জন্য বন্ধ স্কুল

মিরাট, ৩ অগাস্ট : ধর্মের গেরোয় মুখ থুবড়ে পড়ল শিক্ষা। শ্রাবণ মাসে কাঁওয়ার যাত্রীদের প্রবল ভিড়ের কথা মাথায় রেখে উত্তরপ্রদেশের মিরাট ও গাজিয়াবাদ সহ একাধিক জেলায় সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ অগাস্ট পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল স্থানীয় প্রশাসন। পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত।

মিরাটের জেলা শাসক ভিকে সিং সোমবার থেকে জেলাটির সমস্ত স্কুল, কলেজ, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পড়ুয়াদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।'

গাজিয়াবাদেও ৪ থেকে ১২ অগাস্ট পর্যন্ত নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা স্কুল পরিদর্শক বলেন, 'বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী রাস্তায় নামায় জেলা শাসকের নির্দেশে পড়ুয়াদের স্বার্থেই স্কুল বন্ধ রাখা হচ্ছে।'

মুজফফরনগর জেলাতেও একই বিধিনিষেধ জারি রয়েছে। তবে আগে থেকে নির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ এই নির্দেশের আওতামুক্ত থাকবে এবং সূচি অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।

নৃশংসভাবে খুন নাবালিকাকে

গুয়াহাটি, ৩ অগাস্ট : মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার মধ্যে পড়ে রয়েছে ১৫ বছরের কিশোরীর ক্ষতবিক্ষত দেহ। দুষ্কৃতীরা ভারী কিছু দিয়ে মাথা ও মুখ এমনভাবে থেঁতলে দিয়েছে যে, আত্মীয়দের পক্ষেও দেহ শনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, পৈশাচিকতার চরম সীমায় পৌঁছে কিশোরীর যৌনাঙ্গে রড ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অসমে আলুইছড়ার কাটলীছড়া থানা এলাকায় নিজের বাড়িতেই এক নাবালিকাকে এমন ভয়াবহভাবে নৃশংস নির্যাতনের পর খুনের ঘটনায় গোটা রাজ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিল ওই কিশোরী। সেখানে এক আত্মীয়ের সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়ায় সে একাই আগে বাড়ি ফিরে আসে। রাত ১১টা নাগাদ পরিবারের বাকি সদস্যরা ঘরে ফিরে দরজার তালা খুলে ঢুকতেই শিউরে ওঠার মতো দৃশ্য দেখতে পান। রক্তাক্ত মেঝেতে পড়েছিল মেয়েটির বিকৃত দেহ। পরিবারের অভিযোগ, খুনের আগে তাকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল এবং পৈশাচিক শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। ঘটনার প্রতিবাদে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ। সুবিচারের দাবিতে তাঁরা ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। আন্দোলনকারীদের দাবি, অবিলম্বে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং দ্রুত বিচারে তাঁদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, তদন্ত চলছে। সন্দেহের ভিত্তিতে কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। অসম পুলিশের সিনিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট অমিতাভ সিংহ বলেন, 'পরিবার যৌন হেনস্তার অভিযোগ করছে। কিন্তু আমরা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর আগে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি। অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং চার-পাঁচজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।'

চাই দখলমুক্ত ফুটপাথ, নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : দেশের সমস্ত রাস্তার ফুটপাথ পুরোপুরি দখলমুক্ত রাখতে হবে, যাতে পথচারীরা নিরাপদে চলাচল করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে সোমবার এমনই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিষয়টির তদারকি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য মোদি সরকারকে দুই সপ্তাহের সময় দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি পি এস নরসিমা ও অলোক আরাধের বেঞ্চ কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলকে এম নটরাজকে নির্দেশ দিয়ে জানায়, রাস্তায় পথচারীদের হাঁটার জায়গা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং তা যেন কোনওভাবেই দখল না হয়, সেটি নিশ্চিত করা জরুরি। বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'এর জন্য বড় কোনও পরিকাঠামো বা ভারী নির্মাণের প্রয়োজন নেই। দড়ি বা অন্য কিছু দিয়ে হাঁটার সীমানা চিহ্নিত করে দিন, যাতে পথচারীরা কোনও দুর্ঘটনার ভয় ছাড়াই চলাচল করতে পারেন। যেখানেই রাস্তা থাকবে, সেখানেই ফুটপাথ থাকতে হবে।' শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাস্তায় নিরাপদে চলাচল করা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার।

দেশজুড়ে বিচারাধীন ৫.৬৪ কোটি মামলা

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : দেশের বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা ও পাহাড়প্রমাণ মামলার জট ফের একবার প্রকাশ্যে চলে এল। গত বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল জানান, সারা দেশে সুপ্রিম কোর্ট, ২৫টি হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালত মিলিয়ে বর্তমানে মোট ৫ কোটি ৬৪ লক্ষের বেশি মামলা অমীমাংসিত পড়ে রয়েছে।

ন্যাশনাল জুডিশিয়াল ডেটা গ্রিড-এর তথ্য পেশ করে আইনমন্ত্রী জানান, শুধু সুপ্রিম কোর্টেই বর্তমানে ৯৬ হাজারের বেশি মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে ১০ হাজারের বেশি মামলা ঝুলে রয়েছে এক দশকের বেশি সময় ধরে। এমনকি ৫৫৮টি মামলা ২০ বছরের বেশি এবং ২৬টি মামলা দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আটকে রয়েছে। অন্যদিকে, হাইকোর্টগুলিতে ৩০ বছরের বেশি পড়ে রয়েছে ৮০,৬৬০টি মামলা।

২০১১ থেকে আদালতের আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশনে কেন্দ্র ৯,৮০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও জট কাটেনি। আইনমন্ত্রীর মতে, মামলার নিষ্পত্তি বিচার বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত। এই বিলম্বের পিছনে আইনি জটিলতা, প্রমাণের প্রকৃতি, আইনজীবী, সাক্ষী ও তদন্তকারী সংস্থার সহযোগিতার অভাব এবং বিচারকের শূন্যপদের মতো বেশ কিছু কারণ রয়েছে। আদালতের বারান্দায় বছরের পর বছর তারিখের চক্করে বিচারপ্রার্থীদের জীবনের দীর্ঘ সময় নষ্ট হওয়া নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে নাগরিক সমাজে।

তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে আরএসএসের জোড়া কৌশল

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : যন্তর মন্তরের মাটিতে সদ্য স্থগিত হওয়া আরশোলাদের আন্দোলন সাময়িকভাবে থামলেও, জাতীয় রাজনীতিতে তার আফটারশক এখনও অব্যাহত। তরুণ প্রজন্মের এই স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে গদিছাড়া করার পর, এবার ময়দানে নামতে বাধ্য হয়েছে খোদ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। তবে তরুণদের মন বুঝতে সংঘ পরিবারের অন্দরেই দুরকম সুর বাজছে। একদিকে তারা জেন জি-র এই বিক্ষোভকে নৈরাজ্য বলে দাগিয়ে দিচ্ছে, তো অন্যদিকে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে সেই তরুণ প্রজন্মের সঙ্গেই মেগা-বৈঠকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন খোদ আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।

আগামী বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের নিতা মুকেশ আম্বানি কালচারাল সেন্টারে দেশের একশোরও বেশি শহরের প্রায় দু'হাজার ছাত্রছাত্রীর মুখোমুখি হতে চলেছেন মোহন ভাগবত। ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট টু ইউনাইট নেশনস-এর ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন সংঘ প্রধান। আইআইএমইউএন-এর প্রতিষ্ঠাতা ঋষভ শাহ জানিয়েছেন,

একদিকে তোপ, অন্যদিকে মন গলানোর চেষ্টা!

বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী প্রজন্মের কথা শোনা এবং তাদের সঠিক পথ দেখানো অত্যন্ত জরুরি। তাই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা প্রশমিত করতে ভাগবতের এই জনসংযোগকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কিন্তু সংঘ প্রধান যখন জেন জি-র মন জয়ে ব্যস্ত, তখন সংঘের অন্য নেতারা এই ছাত্র আন্দোলনকে সরাসরি দেশবিরোধী ছকে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজিনগরে এবিভিপি-র এক অনুষ্ঠানে আরএসএস নেতা অতুল লিমায়ে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন নিয়ে কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট দাবি, এই নিখাদ ছাত্র আন্দোলনকে সুকৌশলে হাইজ্যাক করে অসাংবিধানিক পথে চালিত করেছে এসএফআই ও এআইএসএ-এর মতো বামপন্থী ও দেশবিরোধী শক্তিগুলি। বি.আর. আম্বেদকরের অরাজকতার ব্যাকরণ এবং ইতালীয় তাত্ত্বিক গ্রামশির সাংস্কৃতিক হেজিমনি-র তত্ত্ব তুলে ধরে লিমায়ে দাবি করেন, গণতান্ত্রিক অধিকারের আড়ালে আসলে সাংবিধানিক কাঠামোর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। একটি ছাত্র আন্দোলনে কেন হিন্দু-বিরোধী স্লোগান উঠবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। দিল্লি পুলিশের তথ্যকে হাতিয়ার করে তিনি জানান, সাধারণ পড়ুয়াদের ভিড়ে ভীম আর্মি, আপ এবং বামেদের প্রায় তিন হাজার সন্দেহভাজন মিশে গিয়ে এই নৈরাজ্য তৈরি করেছিল।

আরএসএসের এই দ্বিমুখী কৌশল নিয়ে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছে বিরোধীরা। শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) নেতা আদিত্য ঠাকরে প্রশ্ন তুলেছেন, 'হঠাৎ করে সবাই জেন জি-র সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সংস্কৃতির পাঠ দিচ্ছে! কিন্তু যখন এই ছাত্রছাত্রীদের বুকে একে-৪৭ তাক করা হয়েছিল, মরচে ধরা লাঠি, ইলেকট্রিক শক বা কাঁদানে গ্যাস দিয়ে মারা হচ্ছিল, তখন এরা কোথায় ছিলেন?' শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে যাওয়া তরুণ-তরুণীদের ওপর যখন পুলিশি সন্ত্রাস চলছিল, তখন কেন কেউ এগিয়ে এলেন না, তা নিয়ে সরাসরি সংঘ ও বিজেপিকে বিদ্ধ করেছেন আদিত্য। সিপিএম সাংসদ ভি শিবদাসনও কটাক্ষ করে বলেছেন, যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ না নিয়ে ব্রিটিশদের সেবা করেছিল, প্রশ্নফাঁসের বিচার চাইতে রাস্তায় নামা ছাত্রদের দিকে আঙুল তোলার কোনও অধিকার তাঁদের নেই।

দেশের রাজনৈতিক সমীকরণে জেন জি এখন আর কেবল ভোটব্যাংক নয়, বরং এমন এক শক্তি যাকে সমীহ করতে বাধ্য হচ্ছে সকলেই। আর সেই কারণেই একদিকে কড়া সমালোচনা, তো অন্যদিকে আলোচনার টেবিলে নরম সুর, তরুণ প্রজন্মকে সামলাতে এই দ্বিমুখী কৌশলই এখন রাজনীতির নতুন ট্রেন্ড।

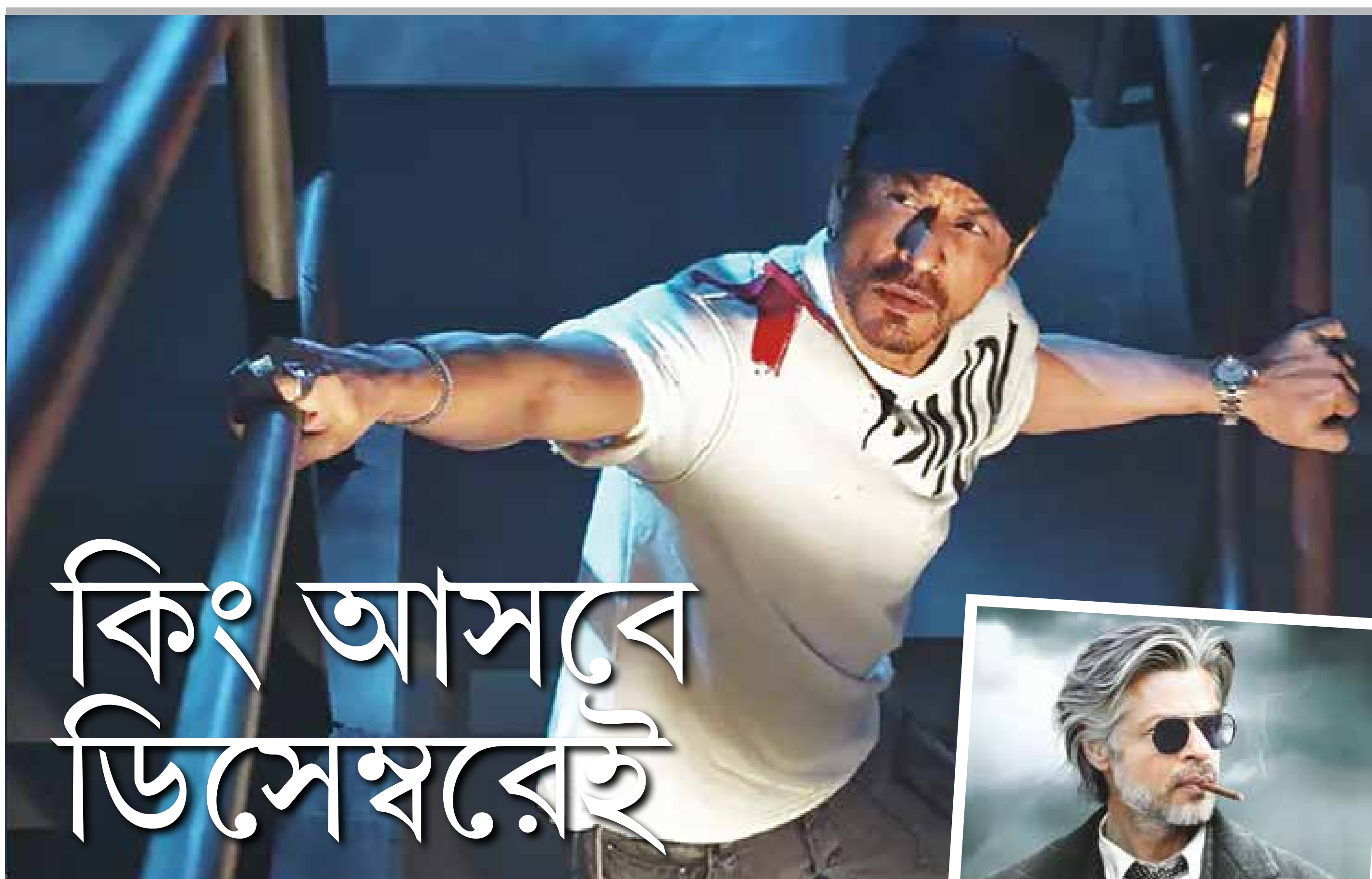

কিং আসবে ডিসেম্বরেই

শোনা যাচ্ছিল, শাহরুখ খানের কিং আগামী বছর মুক্তি পাবে। কিন্তু এখন জানা গিয়েছে নির্ধারিত সময়েই কিং আসবে। ১৮ ডিসেম্বর তিনটি হলিউডি ছবি অ্যাভেঞ্জার্স ডুমসডে, জুমানজি: ওপেন ওয়ার্ল্ড এবং ডুনে পার্ট ৩ আসবে। তিন ফ্র্যাঞ্চাইজিরই ভারতে ভালো বাজার আছে, দর্শকদের ছবিগুলি নিয়ে আগ্রহ আছে। এর মধ্যে কিং-এর সবথেকে বড় প্রতিযোগী হবে অ্যাভেঞ্জারস ডুমসডে।

সূত্রের খবর, তিনটি ছবি সঙ্গে লড়াই করার শক্তি একমাত্র কিং-এরই আছে। ওভারসিজে শাহরুখ সবথেকে বড় তারকা। তবে স্ক্রিন পেতে একটু সমস্যা হতে পারে। আবার শাহরুখ ও অন্য বড় বড় তারকা আছেন কিং-এ, ছবির পরিবেশক যশরাজ ফিল্মস—কিং-এর বিশ্ব বাজারের বিপণনের দায়িত্ব তাদের হাতে। এতদিনের অভিজ্ঞতায় তারা নিশ্চয় কিং-এর জন্য ভালো সংখ্যক স্ক্রিনই নিয়ে আসবেন। এটাও সত্যি, আগামী বছরে মুক্তির কথা ভাবলে কিং-কে এপ্রিল বা মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। ২০২৭-এ লাভ অ্যান্ড ওয়ার, স্পিরিট, বারাণসির মতো ছবি পরপর মুক্তি পাবে। ফলে কিং-কে অপেক্ষা করতে হত সঠিক সময়ের জন্য। খ্রিস্টমাসের সময়ে কোনও বড় হিন্দি ছবির সঙ্গে কিং-কে লড়তে হবে না। এদিকে এগজিবিটাররা বলছেন, সব ছবিই ভালো ব্যবসা দেবে। আশা করব, পরিবেশকরা কোনও একটা ছবিকে বেশি গুরুত্ব দিতে বলবেন না।

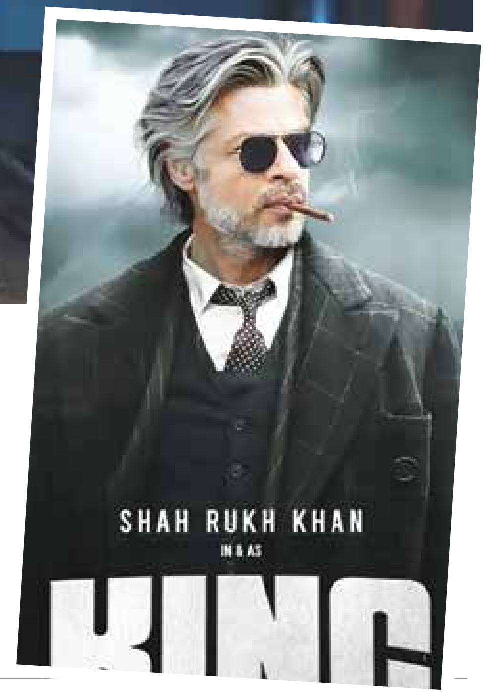

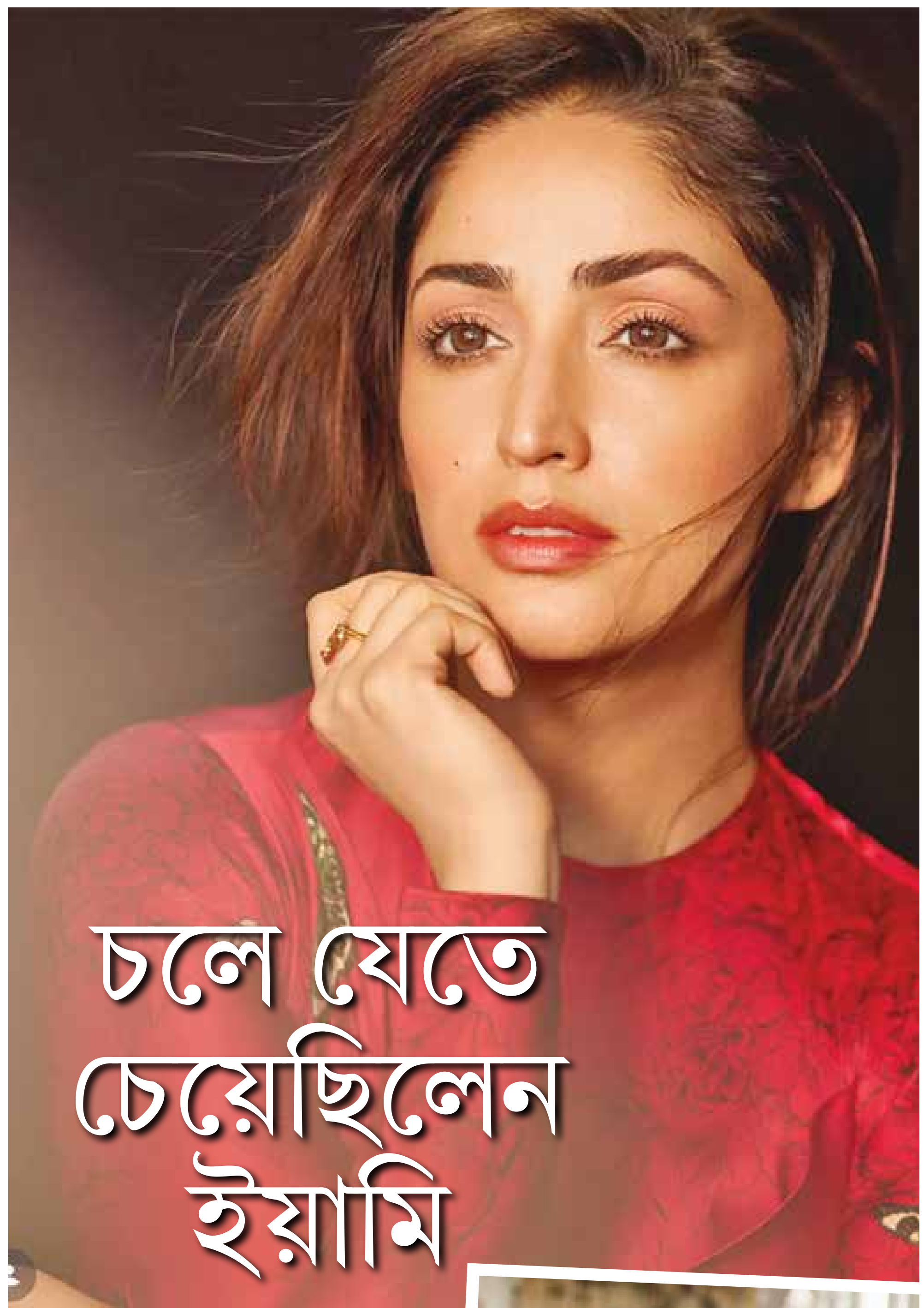

চলে যেতে চেয়েছিলেন ইয়ামি

ইয়ামি গৌতমের মতো অভিনেত্রীও বলিউডকে পাকাপাকিভাবে বিদায় জানিয়ে চলে যেতেন, এ কথাটা জানেন? ‘ভিকি ডোনার’-এর মতো ছবি দিয়ে যাঁর কেরিয়ার শুরু, সেই মেয়ে কিনা ছবি পান না! তাঁর এত দুর্দান্ত হিট ছবির পরেও মনখারাপ করে বসে থাকতে হয়! কেন জানেন? কারণ তিনি স্টারকিড নন। এক সাক্ষাৎকারে ইয়ামি নিজে বলছেন, ‘উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ এবং ‘বালা’ ছবির ঠিক আগেই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে এই ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দেব। ভেবেছিলাম হিমাচলে আমাদের যে চাষের জমি রয়েছে, সেখানেই ফিরে যাব এবং নতুন করে জীবন শুরু করব। বাবা-মাও পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ‘বাড়ি চলে আয়’। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হল, ঠিক যখনই ইন্ডাস্ট্রিকে আঁকড়ে ধরে রাখার মানসিকতা ছেড়ে দিলাম, অমনি সব বদলে গেল! উরি এল, বালা এল, আর রাতারাতি আমার জীবনটা অন্য মোড় নিল।”

বলিউডে বহিরাগতদের লড়াই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ক্ষোভও উগরে দেন অভিনেত্রী। তাঁর মতে, স্টার কিডরা একাধিক ব্যর্থতার পরও বারবার সুযোগ পান, কিন্তু বহিরাগতদের লড়াইটা নিজেকে প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ করার। ইয়ামির কথায়, ‘অনেক সময় মনে হত কোনও চরিত্রের জন্য আমি হয়তো পুরোপুরি তৈরি, অথচ সেই সুযোগটা অন্য কেউ পেয়ে গেল শুধুমাত্র কোনও ফিল্মি পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে। তবে এখন দর্শক অনেক সচেতন। কে কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে দর্শক ভাবেন না, তারা শুধু ভালো অভিনয় দেখতে চান।’

ইন্ডাস্ট্রির এই পক্ষপাতিত্ব বহুবার তাঁকে কষ্ট দিয়েছে বলে জানান ইয়ামি। বহু প্রজেক্ট নিয়ে কথা এগোনোর পরও কোনও কারণ ছাড়াই তা হাতছাড়া হয়ে যেত। তবে সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে আজ তিনি বলিউডের অন্যতম সফল ও নির্ভরযোগ্য নাম।

একনজরে সেরা ৫

সলমনের অভিজ্ঞতা

সম্প্রতি অ্যালায়েন্স-এ ছোটভাই সোহেল খানের মনোবল বাড়াতে এসেছিলেন সলমন খান। সেখানে নিজের জেল-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তাঁর কথায় অনেকদিন আগে জেলে গিয়েছিলাম। ছোট জায়গায় ৫০-৬০ জন থাকতাম। ওখানে কমোড ছিল ভারতীয় স্টাইলে, তাও ছোট, নোংরা। যে কোনও পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার শিক্ষাই ভাইকে দিলেন ভাইজান।

নতুন ভূমিকা

হইচই-এর আগামী নন ফিকশন সিরিজ কর্মা ক্লিনিক-এ সঞ্চালক হয়েছেন সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী। সাধারণ মানুষ যাঁরা জীবনে ব্যর্থ তাঁরাই বসবেন ইমনের সামনে। জ্যোতিষ, বাস্তু, অতীত জীবনেরর ইতিহাস, বিজ্ঞানের নানা গবেষণার ভিতর দিয়ে তাঁদের সমস্যার সমাধান খোঁজা হবে। ১৫ অগাস্ট থেকে স্ট্রিমিং শুরু, প্রত্যেকদিন দুটি করে পর্ব দেখা যাবে। শেষ হবে ১২ সেপ্টেম্বর।

আত্মজীবনীর নাম

ঊষা উত্থুপকে সম্প্রতি প্রশ্ন করা হয়, তাঁর আত্মজীবনীর নাম কী হবে। গায়িকা হেসে বলেন, স্মাইল প্লিজ। পরের প্রশ্ন, তিনি গায়িকা না হয়ে যদি একটি অনুভূতি হতেন, তাহলে কী হতেন। তাঁর উত্তর, হাসি। আনন্দ। পৃথিবীতে শান্তি। তরুণ প্রজন্মের নিরাপত্তা, মানুষের জীবনে ভালোবাসা। বোঝা যায়, তাঁর আত্মজীবনীর এই নামের পিছনের কারণ।

অভিনেতা পাভেল

ডাক্তারকাকুতে পাভেল শুধু পরিচালক নন, অভিনেতাও। নামভূমিকায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে পাভেল ও ঋদ্ধি সেন দুই বন্ধু যথাক্রমে পচা, ভালো নাম কর্ণ ও পুশকিনের চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবিতে বন্ধুত্ব, বাবার আদর্শকে অনুসরণ করা, পরিবারের অস্তিত্ব বাঁচানো সবকিছুই উঠে এসেছে। অভিনয়ে আছেন এনা সাহা, রজতাভ দত্ত প্রমুখ। সম্প্রতি এল ছবির নতুন পোস্টার।

দুই রাকা

আল্লু অর্জুনের আগামী ছবি রাকা দুটো ভাগে আসতে পারে, নাহলে ছবির গল্পের প্রতি সুবিচার হবে না। তবে পরিচালক অ্যাটলি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। প্যান ইন্ডিয়া ছবির মানচিত্র বদলে দেবে এই ৮০০ কোটির ছবি, দাবি নির্মাতাদের। আল্লু ছাড়া দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোন, রশ্মিকা মানডানা, মৃণাল ঠাকুর, জাহ্নবী কাপুর প্রমুখকে।

জোয়ার ভাটার চাঁদনির যৌন হয়রানি

জোয়ার ভাটা-র অভিনেত্রী, ফোনে হুমকি ও যৌন হয়রানির কবলে পড়েছেন। ভিলেন যাত্রাপালার কো-অর্ডিনেটর ঋক চক্রবর্তী। চাঁদনীর বক্তব্য, কয়েক মাস ধরে ঋক একটি যাত্রা প্রজেক্টের জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। সময়ের অভাব, তাই তিনি না করে দেন। এতদিন তাঁকে দিদি বলেই সম্বোধন করা হচ্ছিল, রবিবার চাঁদনির হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে অশালীন ও নগ্ন ছবি পাঠায় ঋক, সঙ্গে হুমকি। এরপর অভিনেত্রী ঋককে হোয়াটসঅ্যাপে ব্লক করে দেন। ডিসঅ্যাপিয়ারিং মেসেজ অপশন বন্ধ করেন প্রমাণ হিসাবে তথ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য। এরপর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের কাছে নিরাপত্তা ও বিচারের দাবি জানান। তাঁর দাবি, বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা, ঋকের নম্বর প্রকাশ্যে এনে অপরাধ ও অপরাধী সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করা ও তাঁকে না ছাড়া, কোনও নারী যেন এরকম পরিস্থিতিতে না পড়ে, কাজের জায়গায় বা মানসিকভাবে কোনও যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে না যায় তা নিশ্চিত করা। নেটমহল ও চাঁদনীর পরিচিতরা তাঁকে এফআইআর করার পরামর্শ দিয়েছেন।

সরে গেলেন ফারহান আখতার

২০০১-এর লগান-এর পর আমির খান ও আশুতোষ গোয়ারিকরের রিইউনিয়নের ছবি লালকার থেকে সরে গেলেন ফারহান আখতার। মূল কারণ শুটিং শিডিয়্যুল। তিনি নীরজ পাণ্ডের রাহুল দেব বর্মনের বায়োপিকে নামভূমিকায় আছেন। সে ছবির জন্য টানা প্রস্তুতি ও ডেট দরকার। এ ছবি শেষ না করে অন্য ছবি করতে পারবেন না। আবার লালকার একটি স্পোর্টস ড্রামা। সেখানে ফারহানকে ক্রিকেটের ট্রেনিং নিতে হবে। টানা ডেট দিতে হবে।

ফারহান আর ডি বর্মনকে বেছে নিয়েছেন। ছবির প্রযোজক হিসেবে তিনি থাকবেন, যেমন ছিলেন রাজকুমার হিরানি ফিল্মের সঙ্গে। তবে তাঁর বিকল্প ইতিমধ্যেই খুঁজে নিয়েছেন নির্মাতারা। জুবিলির অভিনেতা সিদ্ধান্ত গুপ্তা ফারহানের চরিত্রটি করবেন। ললকার দেশভাগের পর ১৯৫২ সালে প্রথম ভারত-পাকিস্তান টেস্ট সিরিজের ওপর নির্মিত হচ্ছে। বন্ধুত্ব, হিংসা, শত্রুতা এবং ক্রিকেটের প্রেক্ষাপটে দেশাত্মবোধই ছবির বিষয়। ১ অক্টোবর থেকে শুটিং শুরু হবে মুম্বইয়ে।

জগন্নাথদেবের সঙ্গে মায়ের ছবি, ইমনকে আক্রমণ

রথযাত্রায় আড়ম্বরে পুজো করেছেন জগন্নাথদেবের। সেই ছবি পোস্ট করেছেন ইমন। দেবতার সঙ্গে প্রয়াত মায়ের ছবি রেখেছেন, তাই নিয়ে নেটমহলে তাঁকে বেশ অকথা শুনতে হয়। ইমন বলেছিলেন বাবা-মা তাঁর কাছে ভগবানেরও আগে, তাঁরা তাঁর জন্ম দিয়েছেন।

কিন্তু না। এতে ভবি ভোলেনি। এবার ইমন চক্রবর্তীক ব্লক করে এক মহিলা এই একই কারণে তাঁর ওপর চড়াও হয়েছেন। তাঁর কথায়, ভগবানের থেকে যদি বাবা-মা আগে হয়, তাহলে এতদিন যাদের পা চেটে টাকা রোজগার করেছেন, ৩-৪ লাখ টাকা নিয়েছেন ফাংশনের জন্য তারাও তবে ওঁর কাছে দেবতা। এখন নতুন সরকারের পা চাটছে, এদের কেউ কিছু বলে না কেন।

উত্তর দিয়ছেন ইমনও। তাঁর কথায়, সহ্যের সীমা ছাড়ালে মুশকিল। উনি আমাকে প্রমাণ দিন কবে কার পা চেটে রোজগার করেছি। নিজের পরিশ্রমে, ক্ষমতায় কেউ সফল হলে তখন হিংসুকরা দোষ খোঁজে। ঈশ্বরের আরাধনা তখন সার্থক হয়, যখন জীবন্ত ঈশ্বর অর্থাৎ বাবা-মাকে ঠিকমতো সম্মান ও সেবা করা হয়। নেটমহলের অনেক ইমনকের প্রশংসায় ভাসিয়ে দিয়েছেন।

রামলীলা কমিটি রামায়ণ দেখতে চায়

রামলীলা কমিটি রামায়ণ-এর নির্মাতাদের কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, মুক্তির আগে তাঁরা রামায়ণ দেখতে চান। সেখানে আপত্তিজনক কিছু দেখলে তাঁরা জানাবেন, নির্মাতারা তা শুধরে নিতে পারবেন। এই অনুরোধ না রাখা হলে তাঁরা প্রতিবাদে নামবেন। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট অর্জুন কুমার বলেছেন, এর আগে আদিপুরুষ মুক্তি পেয়েছিল। সেখানে স্বর্ণলংকাকে কালো করা হয়েছিল, চামড়ার ব্যবহার হয়েছিল, অনেক চরিত্রকে মুঘল আমলের চরিত্রের মতো দেখতে হয়েছিল, তাই ছবিও ফ্লপ করে। রণবীর কাপুরের রামায়ণ-এর ট্রেলার মানুষের প্রশংসা পেয়েছে। আমরা ছবির প্রচার করতে প্রস্তুত। বহু মানুষকে ছবি দেখানোর জন্য স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করব। নির্মাতাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, মুক্তির আগে ছবিটা আমদের দেখান। ট্রেলার দেখে মনে হয়েছে, এখানেও স্বর্ণলংকাকে কালো করা হয়েছে। রাবণ এবং তাঁর সেনারা যেভাবে এসেছেন, তা মূল আখ্যানকে অনুসরণ করছে না। রণবীরের রামও খুব দুর্বল মনে হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের যে ওজন ছিল তা তাঁর মধ্যে নেই বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই কমিটি ও অন্য হিন্দু সংগঠনকে ছবিটা দেখানো হোক। ঐতিহ্যবিরোধী কিছু হলে আমরা বলে দেব, তাঁরা ঠিক করে নেবেন। এটা ঠিক যে, আমরা সেন্সর বোর্ড নই। তবে আমাদের অনুরোধ না রাখা হলে প্রতিবাদ হবে।

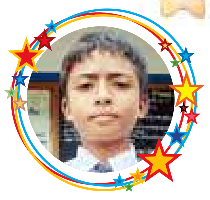

ছোট্ট তারা

বারোঘরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র মণীশ অধিকারী ফুটবল, বিজ্ঞান অভীক্ষায় সুনাম অর্জন করেছে। পড়াশোনাতেও ভালো।

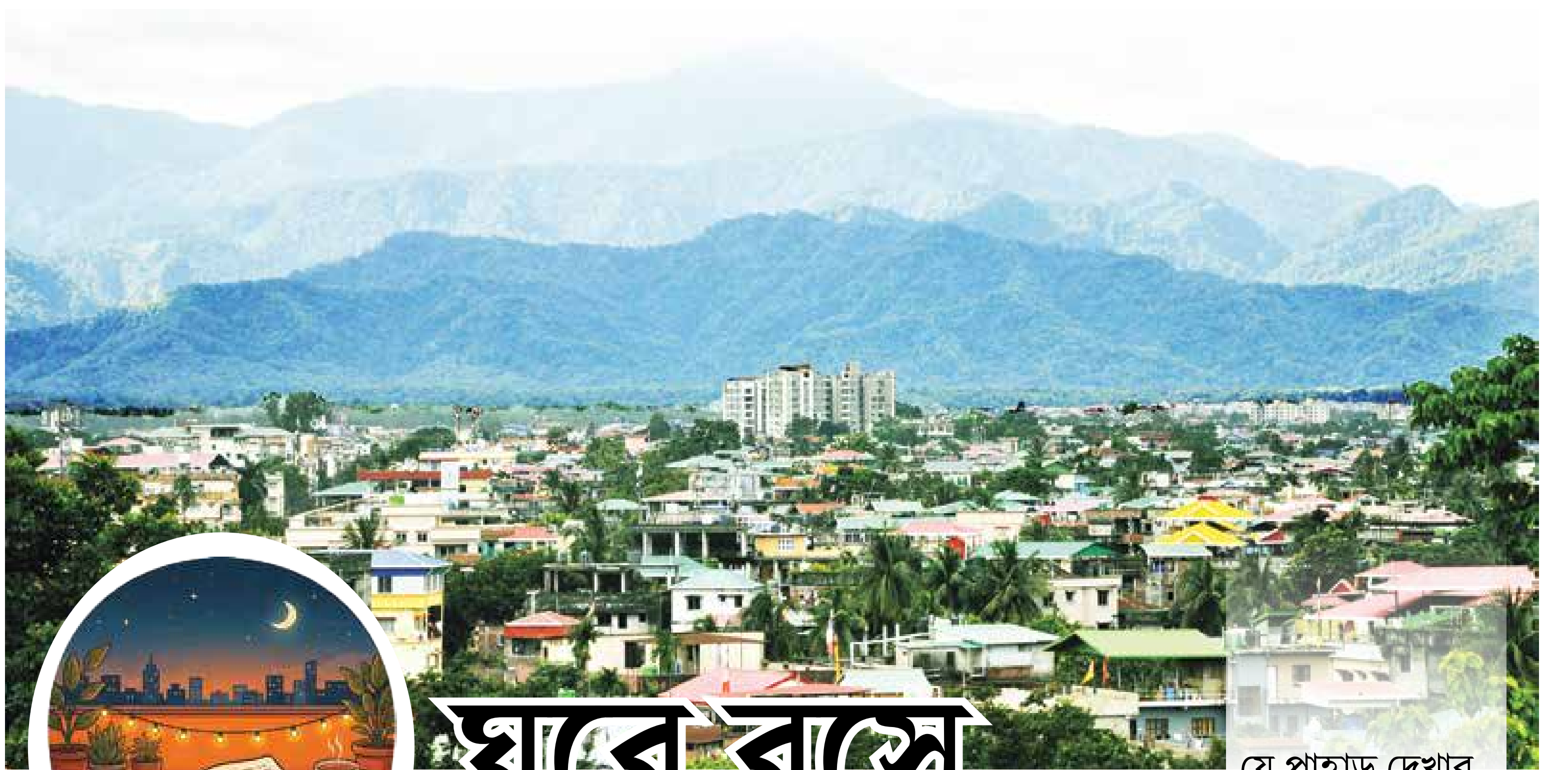

ঘরে বসে পাহাড় দেখা

যে পাহাড় দেখার জন্য অন্য শহরের মানুষকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়, সেই পাহাড় বাড়ির ছাদ থেকেই দেখতে পাওয়ার অহংকার রয়েছে শিলিগুড়িবাসীর। আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

- বাড়ির ছাদ থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা সহ পাহাড়ের চূড়া দেখা শিলিগুড়িবাসীর কাছে গর্বের বিষয়
- এখান থেকে দৃশ্যমান সব চূড়াই কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, কাব্রু, তালুং, পান্ডিম শৃঙ্গও দেখা যায়
- বিনা খরচে বাড়িতে বসে প্রকৃতির এই স্বর্গীয় রূপ উপভোগ করে আপ্লুত স্থানীয়রা

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : এই শহরের মানুষের এক অদ্ভুত পুরোনো অভ্যাস আছে। আকাশ একটু পরিষ্কার হলেই সবাই চটপট চলে যান বাড়ির ছাদে। কারণ শিলিগুড়ির আকাশ পরিষ্কার থাকলে স্পষ্ট দেখা মেলে পাহাড়ের। ভাগ্য ভালো থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনও হয়ে যায়। ছাদের খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন ভেসে যেতে পারে কোনও অজানায়। যে পাহাড় দেখার জন্য অন্য শহরের মানুষকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়, সেই পাহাড় বাড়ির ছাদ থেকেই দেখতে পাওয়ার অহংকার তো রয়েছে শহরবাসীর।

হায়দরাবাদে একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন হাকিমপাড়ার প্রিয়ম সাহা। সেখানেই রয়েছেন তাঁর প্রেমিকা। শহরে এসে যখনই বাড়ির ছাদ থেকে স্পষ্ট পাহাড়ের চূড়া দেখতে পান তখনই হাতের স্মার্টফোন থেকে সোজা ভিডিও কল করেন প্রেমিকাকে। পাহাড়ের চূড়াটা ক্যামেরায় ধরে একটু গর্ব করেই বলেন, 'তোমাদের ওখানে গেলে তো শুধুই কংক্রিটের জঙ্গল। আমাদের এখানে যখন-তখন বাড়ির ছাদ থেকে পাহাড় দেখা যায়।' এই কথা শুনে যে মনে হিংসেও হয় তা জানাতে ভোলেন না প্রিয়মের প্রেমিকা।

বেঙ্গালুরুতে থাকেন অদৃজার বেশ কয়েকজন বন্ধু। এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু যখনই ফোন করেন তখনই কথা হয় বেঙ্গালুরুর গরম নিয়ে, আবহাওয়া নিয়ে, যানজট নিয়ে। সেই সময় সুভাষপল্লির অদৃজা একটু গর্ব করেই বলেন, 'আমরা তো ছাদ থেকেই পাহাড় দেখি।' অদৃজা বলেন, 'এটা গর্ব করারই বিষয়। এমনটা তো সব জায়গায় হয় না। আমরা এই দারুণ ব্যাপারটা উপভোগ করতে পারি। ছাদে এক কাপ কফি নিয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখতে দেখতে যদি কফিতে চুমুক দেওয়া যায় তাহলে এর চেয়ে ভালো অনুভূতি আর কী হতে পারে।'

শুধু বাইরের রাজ্যই নয়। এই রাজ্যের কত জেলার মানুষেরই যে এই নিয়ে হিংসে রয়েছে তার খবর ক'জন রাখেন। মালদায় শিপ্রা পালিতের পিসির বাড়ি। শিপ্রা বলছিলেন, ''ওরা এলেই শুধু অপেক্ষায় থাকে কখন স্পষ্ট পাহাড়ের চূড়া দেখা যাবে। আর সেই দৃশ্য যখনই দেখতে পেয়েছে তখনই বলেছে, 'তোমাদের তো নিশ্চয়ই পাহাড় দেখতে যেতে হয় না? ছাদে বসে থাকলেই তো হল'।''

পাহাড়ের চূড়া দেখতে পেলেই সেই ছবি মুঠোফোনে বন্দি করার ধুম শুরু হয়ে যায় শহরে। এই অভ্যাসে এখনও বদল আসেনি। সেই ছবি দেখেই তো বাইরের মানুষদের মধ্যে কৌতূহল জমে জমে পাহাড় হয়েছে। তবে পাহাড়ের যে চূড়াই দেখা যায় তাকে কাঞ্চনজঙ্ঘা বলে দাগিয়ে দেওয়ার পাগলামিও রয়েছে অনেকের মধ্যেই।

পরিষ্কার আকাশে যে শৃঙ্গই দেখা যায় তা সবসময় কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়। স্কাই ওয়াচার অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থবেঙ্গলের কর্তা দেবাশিস সরকার বলছিলেন, 'শিলিগুড়ি থেকে এভারেস্ট দেখতে পাওয়া যায় না। সবচেয়ে ভালো যেটা দেখা যায় সেটা হল কাঞ্চনজঙ্ঘা। তবে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল ঘুমন্ত বুদ্ধ।' তাঁর কথায়, 'দার্জিলিং থেকে একটু পশ্চিমে মানেভঞ্জন বা তার পর থেকেই কয়েকটি চূড়াকে এমনভাবে দেখা যায় যে মনে হয় বুদ্ধদেব ঘুমিয়ে আছেন।' তিনি বলেন, 'শিলিগুড়ি শহর থেকে ঘুমন্ত বুদ্ধর আকারে দেখা না গেলেও ঘুমন্ত বুদ্ধর কাব্রু, তালুং, পান্ডিম, সিনিয়োলচু শৃঙ্গগুলি শহর থেকে দেখা যায়। তাই সব চূড়াকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভেবে নেওয়াটা ভুল।' তিনি জানান, এছাড়াও লামা আনদেন নামের একটি শৃঙ্গ রয়েছে, এই শৃঙ্গটি দেখতে একেবারে অন্যরকম। অনেকটা প্যাঁচানো রাস্তার মতো দেখতে এটি। এনজেপি রেলস্টেশনের ব্রিজ থেকে এই শৃঙ্গ খুব সুন্দর দেখা যায়।

কোনও খরচ ছাড়া, কোনও ঝক্কি ছাড়াই বাড়ির ছাদ থেকে মাঝেমধ্যেই এই স্বর্গীয় রূপ দেখে দিল খুশ হয়ে যায় শহরবাসীর। তাঁদের মতে, প্রকৃতির এই দান আমাদের অনেক ক্লান্তি, ধকল একনিমেষে ধুয়ে দেয়। শহর যতই বদলাক না কেন, ছাদ থেকে পাহাড় দেখার এই নস্টালজিয়া শিলিগুড়ির বুক থেকে কখনও যাতে হারিয়ে না যায় সেটাই চান তাঁরা।

ছবি : সূত্রধর

পুলিশের 'বড়বাবু' সেজে ফোন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : বিল সংক্রান্ত ঝামেলা হওয়ার কারণে নার্সিংহোম থেকে রোগীর পরিবার সোজা চলে যায় থানায়। এরপরই একটি ফোন আসে নার্সিংহোমের কর্ণধারের কাছে। ফোন ওঠাতেই বলা হয়, তিনি ভক্তিনগর থানার বড়বাবু (সেকেন্ড অফিসার) বলছেন। ওই রোগীকে ছেড়ে দিতে হবে। ফোনে গলার আওয়াজ শুনে ধন্দে পড়ে যান নার্সিংহোমের কর্ণধার মিথিলেশ যাদব। বুঝতে পারেন, থানায় এতদিন ধরে পরিচিত বড়বাবুর কণ্ঠস্বর এটা নয়। তাহলে কি কেউ ভুয়ো ফোন করছেন? ওই নির্দেশ তিনি মানবেন না, পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন ওই নার্সিংহোমের কর্ণধার। পরবর্তীতে সিএমওএইচ-এর হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হয়। কিছু টাকা দিয়ে চলে যায় রোগীর ওই পরিবার।

পরবর্তীতে ট্রু কলার-এ ওই ফোন নম্বর চেক করতেই মিথিলেশ দেখতে পান, নম্বরটি ভক্তিনগর থানারই এসআই পদমর্যাদার এক পুলিশকর্মীর। খোঁজখবর নিয়ে নার্সিংহোমের ওই কর্তা জানতে পারেন, বড়বাবু অর্থাৎ ওসি পদে যিনি রয়েছেন তিনি ডিউটি করছেন। তাহলে কীভাবে দুজন ওসি হলেন এক থানায়? বিষয়টা প্রকাশ্যে আসার পরই ওই ফোনের কল রেকর্ডিং পৌঁছে গিয়েছে, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। অস্বস্তিতে পড়েছেন থানার আইসি।

তবে শুধু একটিমাত্র ঘটনা নয়। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে একটি পরিবার থানায় এসে বড়বাবুর খোঁজ করতে থাকেন। ওইসময় 'আসল' বড়বাবু থানায় ছিলেন না। ঘটনায় কিছুটা অবাক হয়ে পড়েছিলেন এক সেন্ট্রি। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন, বড়বাবু এখন থানায় নেই। ওই পরিবারের কথায়, 'সেন্ট্রি বলতে থাকেন বড়বাবু এখনও আসেননি। পরে আমরা ওই পুলিশকর্মীর নাম বলতেই উনি বলেন, পাশের ঘরে যাওয়ার জন্য। এখন জানি না, উনি বড়বাবু কি না।'

ওই এসআই দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে ভক্তিনগর থানাতেই রয়েছেন। অভিযোগ, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গত কয়েকমাস ধরে অতিসক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছেন তিনি। সমস্ত বিষয়ে তিনি আগ বাড়িয়ে দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের মামলাতেও এক অভিযুক্তের 'ওয়ারেন্ট' ইস্যু হয়েছিল। সেখানেও আইও-র পরিবর্তে 'ওয়ারেন্ট' বের হওয়া দুষ্কৃতীকে তিনিই ফোন করে থানায় আসতে বলেন।

এখানেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ মহলেই প্রশ্ন উঠেছে, বিশেষভাবে সক্রিয় হওয়া ওই সাব-ইনস্পেকটর থানার বড়বাবু বলে পরিচয় দেওয়াটা নিছক ভুলবশত নাকি এর পেছনে কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে? থানার পদস্থ এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'নার্সিংহোমের ঘটনায় আমি নিজেই ওই এসআই পদমর্যাদার অফিসারকে ফোন করতে বলেছিলাম। ওই সাব-ইনস্পেকটর ভুল করে বড়বাবু পরিচয় দিয়ে ফোন করেছেন। আমি বিষয়টা শোনার পর ওই সাব-ইনস্পেকটরকে সতর্কও করেছি।'

- ভক্তিনগর থানার বড়বাবু সেজে নার্সিংহোমে ফোন করে রোগীকে ছাড়ার নির্দেশ
- নার্সিংহোমের কর্ণধার ফোনের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারেন অন্য কেউ কথা বলছেন
- পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ফোন করেছেন ওই থানারই এসআই পদমর্যাদার এক অফিসার

যদিও ওই 'রেকর্ডিং'-এ সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তবে, সাব-ইনস্পেকটরের এহেন কাণ্ডকারখানা ভালোভাবে নিচ্ছেন না শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তারা। মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ এক কর্তার কথায়, 'বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।' কল রেকর্ডিং-এ বড়বাবু বলে পরিচয় দেওয়া ব্যক্তির কথা বলার ধরনও ভালোভাবে নিচ্ছেন না পুলিশের পদস্থ কর্তারা।

এদিকে, গোটা বিষয় নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন থানার আসল বড়বাবু। সোমবার তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে কমিশনারেটের এসিপি (ইস্ট) রবীন থাপার কথাও হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

আজ শহরে

- দর্পণ নাট্য সংস্থা আয়োজিত নাট্য সন্ধ্যা। পরিবেশিত হবে শ্রুতিনাটক 'অন্তঃসলিলা' ও দুটি নাটক - 'খেলা' এবং 'অথই সমুদ্দুর'। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে।

ইসলামপুরে থমকে পুকুর সংস্কারের কাজ

ইসলামপুর, ৩ অগাস্ট : থমকে রয়েছে ইসলামপুর ব্লকপাড়াস্থিত পুকুরের সৌন্দর্যায়নের কাজ। ইসলামপুর পুরসভার পক্ষ থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুকুর সংস্কার সহ সৌন্দর্যায়নের কাজের বরাত একটি এজেন্সিকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে সরকার বদল হতেই কাজের মান নিয়ে বিজেপি নেতাদের নেতৃত্বে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ কাজটি আটকে দেয়। যদিও তারপর কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ফের কাজ থমকে রয়েছে। উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর বিসর্জন সহ ছটপুজোর আয়োজন এই পুকুরেই করা হয়। ফলে পুজোর আগে কাজ সম্পন্ন হওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'কাজ থমকে নেই। তবে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

উচ্ছেদ রুখতে উদ্যোগী তৃণমূল

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : শিলিগুড়িতে হকার ও বস্তি উচ্ছেদের বিরোধিতায় তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি শুরু করল। শহরে রেলের তরফে বহু মানুষকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ অগাস্ট এনজেপির এডিআরএম অফিসে হিয়ারিংয়ের জন্য বাসিন্দাদের ডাকা হয়েছে। সেখানে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবে। সোমবার দার্জিলিং (সমতল) জেলা কার্যালয়ে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান গৌতম দেব, সভাপতি কুন্তল রায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান নিয়েও আলোচনা হয়। শিলিগুড়ি পুরনিগমে বেআইনিভাবে প্রশাসক বসানোর প্রতিবাদ করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়েছে। কুন্তল বলেন, 'পুনর্বাসন ছাড়া কাউকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এডিআরএম অফিসে সেই বিষয়টি আমরা তুলে ধরব। বস্তিবাসীদের পাশে আমরা রয়েছি। তাঁদের জন্য আমরা আন্দোলনে নামছি।'

ছাত্রীকে যৌন হেনস্তায় শিক্ষক ধৃত

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : নাবালিকা ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে শিক্ষককে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানা। ধৃতের নাম জয়দেব রায়। তিনি এনজেপি থানা এলাকার বাসিন্দা। রবিবার নাবালিকার পরিবারের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ, শনিবার ওই শিক্ষক নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করেন। বাড়ি ফিরে মেয়েটি বাবা-মাকে ঘটনাটি জানায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই গা-ঢাকা দেন অভিযুক্ত। রবিবার রাতে পুলিশ ধূপগুড়ি থেকে জয়দেবকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে সচেতনতার বার্তা

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : শিলিগুড়িতে সোমবার স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা সভায় বিশিষ্ট কার্ডিওথোরাসিক ও ভাস্কুলার সার্জন ডাঃ কুণাল সরকার অংশ নেন। মণিপাল হাসপাতালের সহযোগিতায় সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স ও দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের উদ্যোগে সভাটি হয়। হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখার উপায় নিয়ে ডাঃ সরকার বক্তব্য রাখেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা ও তা সুস্থ রাখার বিভিন্ন দিকও তিনি তুলে ধরেন। স্কুলের মিড-ডে মিলে ডিম ফেরানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝিয়ে এই বিষয়ে রাজি করানো হয়েছে।' বিভিন্ন দাবিতে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের তরফে ডাঃ সরকারের হাতে স্মারকলিপি দেওয়া হয় বলে সংগঠনের সম্পাদক অমিত সরকার জানিয়েছেন। সভায় প্রাক্তন মেয়র গঙ্গোত্রী দত্ত, ডাঃ শঙ্খ সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সিজেপি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র অভিজিৎ দীপকে ও সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানালেন শিলিগুড়ির প্রধাননগরের বাসিন্দা রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় সিং। তিনি জানান, সিজেপি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নাবালিকাদের আন্দোলনে শামিল করেছে। সোমবার সাইবার পুলিশ স্টেশনে তিনি এই অভিযোগ জানান।

অসমের বন্যাকবলিতদের জন্য সোমবার শিলিগুড়িতে ত্রাণ সংগ্রহ করছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। -সংবাদচিত্র

প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : পুরনিগমে নির্বাচিত বোর্ড না থাকায় শহরে উন্নয়নমূলক কোনও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ সিপিএমের। রাস্তাঘাট বেহাল হয়ে পড়েছে। এর প্রতিবাদ জানাতে সোমবার সিপিএমের ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে টিকিয়াপাড়ায় খানাখন্দে ভরা রাস্তা মেরামত করা হয়। বেলচা হাতে রাস্তার গর্ত ভরাট করেন প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'নির্বাচিত বোর্ড না থাকায় শহরে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে না। রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে আমরা রাস্তা মেরামতে হাত লাগালাম।' শহরের বাকি খারাপ রাস্তাগুলোও এভাবে ঠিক করে প্রতিবাদ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন শরদিন্দু।

এয়ারভিউ মোড়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের অনুষ্ঠান। ছবি : সূত্রধর

ট্রাফিক সচেতনতায় পড়ুয়া, ব্লগারদের জন্য পুরস্কার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : নাটক, ট্রাফিক সংক্রান্ত স্লোগান থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্যাম্পেন, রিলস, শর্টসের প্রতিযোগিতা। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহকে কেন্দ্র করে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে সোমবার একাধিক প্রতিযোগিতার ঘোষণা করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। প্রতিযোগিতায় সমস্ত প্রজন্মকেই আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন বিভাগ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, এদিন এয়ারভিউ মোড়ে 'পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ'-র অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান শেষে ট্রাফিক সম্পর্কিত একাধিক বার্তার প্ল্যাকার্ড হাতে বাইক র‍্যালির আয়োজন করেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা।

জেন জেড-কে এই প্রতিযোগিতায় শরিক করতে রিলস, শর্টস-এর ওপর আলাদা বিভাগ রাখা হয়েছে। প্রতিযোগিতার এই বিভাগে একাদশ শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সামাজিক মাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সার, ব্লগার, ইউটিউবারদের জন্য আলাদা বিভাগ থাকছে। সেই ক্যাটিগোরিতে এক সপ্তাহব্যাপী ট্রাফিক সংক্রান্ত প্রচারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অনলাইন ক্যাম্পেনে অংশগ্রহণকারীরা ভিউস অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হিসেবে নির্ধারিত হবেন। সেই অনুযায়ী নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।

নাটক সংক্রান্ত বিভাগও থাকছে। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিনের কথায়, 'বাংলার সংস্কৃতিতে নাটকের আলাদা জায়গা রয়েছে। তাই শহরের সমস্ত নাট্যগোষ্ঠীকে নিয়ে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার একটি আলাদা বিভাগ রাখছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের শেষ দিন, অর্থাৎ ৯ তারিখ দীনবন্ধু মঞ্চে সেই নাট্য প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে।' প্রতিযোগিতা শেষে অন্যান্য বিভাগের বিজয়ীদেরও পুরস্কৃত করা হবে।

নাট্য প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শহরের প্রতিটি নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করা শুরু করেছেন ট্রাফিক পুলিশকর্তারা। অন্যদিকে, শহরের স্কুলগুলোতে গিয়ে প্রথম থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের থেকে ট্রাফিক স্লোগান ক্যাটিগোরির স্লোগান সংগ্রহ করা হবে। সেই বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারীকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার বা টিউশন, বইপত্রের খরচ দেওয়া হবে। এক সপ্তাহব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষে কত মানুষের কাছে পৌঁছানো গেল, সেই বিষয়টাও তুলে ধরা হবে।

তবে সপ্তাহব্যাপী প্রচার করলেই কি শহরের ট্রাফিক সচেতনতা সংক্রান্ত খামতি দূর করা সম্ভব? কারণ, বিভিন্ন সময়ই ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের মধ্যে কাজের প্রতি বিশেষ নজর না দিয়ে মোবাইল ঘাঁটতে দেখা যায়। কখনও আবার চালান কাটতেও দেখা যায়। এরমধ্যে ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের সংখ্যার ঘাটতির ব্যাপারটাও রয়েছে। এদিন, এই বিষয়গুলোই তুলে ধরেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'অনেকসময় আমরা দেখি, দারুণভাবে পরিকল্পনাগুলি শুরু করা গেলেও পরবর্তীতে তা আর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য প্রয়োজন- ডেডিকেশন আর প্যাশন ফর ওয়ার্ক।'

এক্ষেত্রে পুলিশকর্তা নজরুল ইসলাম, কালিয়াপ্পান জয়রামনের নাম উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর সংযোজন 'এমন কিছু করতে হবে, যাতে শহরবাসী সারাজীবন মনে রাখেন। মাইনের জন্য শুধু কাজ করলে চলবে না। তাছাড়া ট্রাফিককর্মীদের সংখ্যার অভাবও রয়েছে। সেই অভাব দূর করতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক মহলকে কাজে লাগাতে হবে। শুধু বিশেষ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তাঁদের যুক্ত করলে চলবে না। সারাবছর তাঁদের যুক্ত রাখতে হবে। সকলে মিলেই সেই ঘাটতি দূর করতে হবে।'

এদিন পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা বলেন, 'কোনও পরিকল্পনা শুরু করলে আমরা সেটা কার্যকর রাখার ব্যাপারে সবসময়ই চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

প্রতিযোগিতার ক্যাটিগোরি

ট্রাফিক স্লোগান
প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি

প্রথম পুরস্কার – দশ হাজার টাকা বা টিউশন, বইপত্র খরচ
দ্বিতীয় পুরস্কার – ৭,০০০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার – ৫,০০০ টাকা

রিলস – শর্টস
একাদশ শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পুরস্কার -১৫,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার – ১২,০০০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার – ১০,০০০ টাকা

এক সপ্তাহব্যাপী ক্যাম্পেন
(ইনফ্লুয়েন্সার, ব্লগার, ইউটিউবার)

প্রথম পুরস্কার – ২৫,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার – ২০,০০০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার – ১৫,০০০ টাকা

পৃথিবীর পাঠশালা

মাটির নীচে ভাসমান হ্রদ

অ্যান্টার্কটিকার প্রায় চার কিলোমিটার পুরু বরফের স্তরের নীচে ভোস্টক নামের এক বিশাল হ্রদ লুকিয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বাইরের জগতের আলো-বাতাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে এই জল। মাইনাস তাপমাত্রায় এত পুরু বরফের চাপ থাকা সত্ত্বেও পেছনের ভূ-তাপীয় শক্তির কারণে এই জল আজও জমে বরফ হয়নি। পৃথিবীর বুকে লুকিয়ে থাকা এই পাতালপুরীর জল যেন অন্য কোনও অচেনা গ্রহের নমুনা।

মহাকাশের অদ্ভুত সুরের লহরি

মহাকাশে কোনও বাতাস না থাকায় কোনও শব্দ শোনা যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নাসার মহাকাশযানের বিশেষ রেডিও সেন্সরের সাহায্যে শনি গ্রহের চারপাশের বায়ুমণ্ডলের তরঙ্গের সুর রিক্রিয়েট করেছেন। সেই সুর শুনলে যে কারও গা ছমছম করে উঠবে। বাঁশির মতো এক অদ্ভুত তীব্র শিস আর বাতাসের গর্জনের মতো এই সুর যেন অনন্ত মহাকাশের এক মায়াবী এবং রহস্যময় আবহসংগীত।

অভিশপ্ত রাজপরিবারের ডায়মন্ড

ব্ল্যাক ওর্লভ নামের এক বিশালাকার কালো হিরে ঘিরে জড়িয়ে আছে এক থ্রিলার গল্প। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে তৈরি এক দেবতার চোখের মণি হিসেবে এই হিরে প্রথম দেখা যায়। চুরি হওয়ার পর থেকে যার হাত দিয়েই এই হিরে গিয়েছে, তারই জীবন ধ্বংস হয়েছে। বলা হয়, রাশিয়ার এক রাজকুমারী এই হিরে কেনার পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বহুতল থেকে লাফ দিয়েছিলেন। পরে এই অভিশাপ কাটাতে হিরেটিকে কেটে ছোট তিন টুকরো করে ফেলা হয়।

জাপানিদের ঘড়ি মেলা যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের এক সেনাদল শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য নিখুঁত পরিকল্পনা করেছিল। অভিযানের সময় ঠিক ছিল ভোর চারটে বেজে দশ মিনিট। কিন্তু সেনাপতির ঘড়ি আসল সময়ের চেয়ে মাত্র দু'মিনিট ধীরগতিতে চলছিল। এই সামান্য দুই মিনিটের ভুলের জন্য সেনাদল সময় হিসেব করতে ভুল করে এবং শত্রুপক্ষের বোমার মুখে পড়ে পুরো দলটি ধ্বংস হয়ে যায়। ইতিহাসে একে সময়ের সবচেয়ে দামি মাশুল বলা হয়।

মাদকের সাম্রাজ্য

পিন্টুকে ত্যাজ্যপুত্র

পুরাতন মালদা, ৩ অগাস্ট : সাংবাদিক দেখেই প্রথমে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর মুখ অবশেষে খুললেন বৃদ্ধ নরোত্তম সরকার। তাঁর সাফ কথা, 'ওকে তো আমি ত্যাজ্যপুত্রই করে দিয়েছি।'

রবিবার রাত থেকে পুরাতন মালদা শহরের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে একটাই নাম, পিন্টু সরকার। অভিযোগ, পুরাতন মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌরঙ্গি মোড়ে বসেই চালাচ্ছিলেন মাদক কারবার। তাঁকে পাকড়াও করতে মালদায় হানা দিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকেই কৌতূহলের কেন্দ্রে উঠে এসেছেন তিনি। প্রশ্ন একটাই, কে এই পিন্টু? কীভাবে এক সাধারণ পরিবারের ছেলে অল্প সময়ে বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে উঠলেন?

মঙ্গলবাড়ির যে ফ্ল্যাটে পুলিশ হানা দিয়েছে, সেখানে তো ভাড়ায় থাকতেন পিন্টু। তাঁর পৈতৃক বাড়ি কিন্তু নবাবগঞ্জ এলাকায়। পুরাতন মালদা পুরসভা থেকে ওল্ড মালদা রোড ধরে রাঙামাটির দিকে এগিয়ে গেলে জোড়া কালীস্থান মোড়। এই মোড় থেকে বাঁক নিলে শুরু পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নবাবগঞ্জ এলাকা। সামান্য এগিয়ে গিয়ে ডান দিকের সরু গলিপথে পিন্টু সরকারের বাড়ি। এদিন সকাল থেকেই সেই সরু গলিরাস্তায় সাংবাদিকদের ভিড়। উৎসাহী মানুষরা এই ভিড় দূর থেকে দেখছিলেন ঠিকই, তবে মুখ খুলতে রাজি হচ্ছিলেন না। পাছে পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘায়ের ফ্যাসাদে পড়তে হয়। পিন্টুর বাবা নরোত্তম সরকার ছেলের কুকীর্তির কথা শুনে এদিন আর বাড়ি থেকে লজ্জায় বেরই হননি। প্রথমে সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুলতে রাজি হচ্ছিলেন না তিনি। পরে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, পিন্টুর সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। বহু আগেই তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন তিনি। এটুকু বলেই সটান বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেন নরোত্তম। শম্ভু সরকার নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'পিন্টুকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পর থেকে তাকে আর নবাবগঞ্জে আমরা কেউ দেখতে পাইনি। শুনেছিলাম ওষুধের হোলসেলের ব্যবসা করে ভালো রোজগার করেছে। তার ফ্ল্যাট আছে চৌরঙ্গি মোড়ে। কিন্তু ও যে আসলে মাদকের কারবার করে তা জেনে অবাক লাগছে।'

আলমারিতে আড়াই কোটি

হরষিত সিংহ

মালদা, ৩ অগাস্ট : বীরভূমে যদি টেস্ট ম্যাচ হয়, পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়িতে তাহলে টি-টোয়েন্টি তো বটেই। ২৮ কোটি না হলেও প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৮০ টাকা মিলল মঙ্গলবাড়িতে একটি ভাড়ার ফ্ল্যাটবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে। সেই ভাড়াটে পিন্টু সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সঙ্গে তাঁর দুই শাগরেদকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ধৃত ওষুধ ব্যবসায়ী পিন্টু মাদকচক্রের কিংপিন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরের একটি মামলায় পুলিশি তদন্তের সুবাদে তাঁর নাম উঠে এসেছিল। ঘটনার পর সোমবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি বলেছেন, 'আমাদের সরকার মাদক, অপরাধ এবং বেআইনি চক্রের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল। পশ্চিমবঙ্গ তার যুবসমাজকে সুরক্ষিত রাখতে এবং রাজ্যের মাটিকে কোনও অপরাধচক্রের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হতে না দিতে বদ্ধপরিকর।'

রবিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ অভিযান শুরু হয়। প্রথমে পিন্টুকে আটক করে তাঁকে একটি গোডাউনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই গোডাউন ভাড়া নিয়েছিলেন পিন্টু। সেই গোডাউন থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় নয় হাজার বোতল কাফ সিরাপ। যার বাজারমূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। তারপর রাত ১০টা নাগাদ মঙ্গলবাড়ির সেই ভাড়ার ফ্ল্যাটে ঢোকে পুলিশ। টাকা গোনার কাজে নিয়ে আসা হয় ৩টি মেশিন। টাকা গোনার কাজ চলে প্রায় রাত সাড়ে ৩টে পর্যন্ত। সব মিলিয়ে প্রায় ৯ ঘণ্টার অভিযান।

ফ্ল্যাটে ঢোকার পর তো চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। সেখানে নতুন আলমারিতে সাজানো থরে থরে টাকা। নগদ টাকার পাশাপাশি সোনার কয়েনও মিলেছে। অভিযুক্তের ফ্ল্যাট থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি ল্যাপটপ। রবিবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি চত্বরে পুলিশি অভিযান ঘিরে উদ্বেগে ছিলেন পিন্টুর পাড়াপ্রতিবেশীরাও।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পিন্টুর পৈতৃক বাড়ি পুরাতন মালদা পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের নবাবগঞ্জ এলাকায়। তবে গত কয়েকবছর ধরে তিনি মঙ্গলবাড়ির ওই ফ্ল্যাটেই থাকতেন। তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পিন্টুর এক শাগরেদ সুশান্ত হালদার ও গাড়িচালক গোপাল চাকিকেও। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরের এসডিপিও শুভতোষ সরকার বলেন, 'মাদক পাচারচক্রের তদন্তে অভিযোগের ভিত্তিতে মালদায় এক ওষুধ ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে হানা দেওয়া হয়। সেখান থেকে নগদ টাকা ও ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনার পেছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, এই বিষয়ে তদন্ত করা হবে।'

ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া নগদ।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গত জুলাই মাসে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বেআইনি কাফ সিরাপ সহ পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। বর্তমানে সেই পাঁচ পাচারকারী জেল হেপাজতে রয়েছে। তাদের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পিন্টুর নাম উঠে আসে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি পুলিশের টিম মালদার ওই ওষুধ ব্যবসায়ীর ওপর নজরদারি চালায়। আর তারপরই রবিবার আচমকা হানা দেয় পুরাতন মালদায়। মালদা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চৌরঙ্গি মোড় থেকে প্রথমে আটক করে অভিযুক্ত পিন্টু ও অপর দুজনকে। তারপরেই তাঁদের প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় গোডাউনে। জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, মঙ্গলবাড়ির চৌরঙ্গি মোড়ে, জাতীয় সড়কের ধারে একটি আবাসনে ভাড়ার ফ্ল্যাট রয়েছে অভিযুক্তের। পিন্টুকে সঙ্গে নিয়ে সেই ফ্ল্যাটে হানা দিতেই যেন খুলে যায় আলিবাবার কাহিনীর সেই গুহার দরজা। তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় পুলিশের। ফ্ল্যাটের নতুন একটি আলমারিতে থরে থরে সাজানো টাকার বান্ডিল। রবিবার প্রায় রাত দশটায় ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। দীর্ঘ তল্লাশি অভিযান শেষ হলে অভিযুক্তকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর ফ্ল্যাটটি সিল করে দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি খইহাট্টা এলাকায় অভিযুক্তের ভাড়া নেওয়া গোডাউনটি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কাফ সিরাপ।

অভিযুক্ত ওষুধ ব্যবসায়ী পুরাতন মালদার এক প্রাক্তন তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা। ঘটনার পর থেকে এই বিষয় নিয়েও জোর চর্চা চলছে মালদায়। পিন্টুর ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটটির মালিক স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত দিলীপ সাহা। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। মালদার বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, 'অভিযুক্ত যে ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন সেটি স্থানীয় তৃণমূল নেতা দিলীপ সাহার। সেখান থেকে মিলেছে নগদ টাকা।' যদিও দিলীপ সাহা তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা বলে দাবি করছেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ। চেয়ারম্যান বলেন, 'দীর্ঘদিন আগেই তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন দিলীপ সাহা। তাঁর ওই ফ্ল্যাটে অনেক আবাসিক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বেআইনি কার্যলাপ করলে বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত।'

ছবি : এআই

মা-বাবার সঙ্গে মেয়ের পুনর্মিলন

অন্ধকার পেরিয়ে ঘরে ফেরা

নাগরাকাটা, ৩ অগাস্ট : পেরিয়েছে এক যুগের বেশি সময়। নিজের সন্তানের বড় হওয়ার দৃশ্যগুলি চাক্ষুষ করতে পারেননি মা-বাবা। শৈশব উপভোগের ফুরসত মেলেনি সন্তানেরও। মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল পাচারের টোপ। অবশেষে হাজারো ক্লাইম্যাক্সের পর এ কাহিনী ফিরে পাওয়ার। মঙ্গলবার ভোরে শৈশবে নিখোঁজ তরুণী মেয়ে ফিরছেন ঘরে। এ যেন মা-বাবা ও সন্তানের পুনর্মিলন। অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার এক গাথা বললেও অত্যুক্তি হবে না।

আর এই ঘরে ফেরার গানে শেষপর্যন্ত সেতু গড়েছে পঞ্জাব পুলিশ ও নাগরাকাটার পুলিশ। অমৃতসরের যে পরিবারটি মেয়েটিকে নতুন জীবন দিয়েছে, তাদের কথা না বললেও গল্পটা খানিক অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ঠিক কী হয়েছিল সেসময়ের নাবালিকা নাগরাকাটার ওই বাগানকন্যার জীবনে? উত্তরবঙ্গের চা বাগানের মহিলাদের পাচারের জন্য যেন 'ফাঁদ পাতা এ ভুবন'। পরিবার ও পুলিশ সূত্রের খবর, বছর ১৫ আগে এক আড়কাঠি তাঁকে ফুসলিয়ে পাচার করে দেয়। এরপর থেকে আর কোনও খোঁজ মিলছিল না মেয়ের। উদ্ধারের সময় তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে সে দীর্ঘ কয়েক বছর দিল্লিতে কোথাও পরিচারিকার কাজ করত। রাখা হত গৃহবন্দি করে। দু'বছর আগে অমৃতসর স্টেশন থেকে পেয়ে সেখানকার এক প্রভাবশালী পরিবার তাঁকে উদ্ধার করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায়। পঞ্জাব পুলিশকেও তাঁরা বিষয়টি জানিয়ে রেখেছিলেন বলে খবর। দিল্লি থেকে অমৃতসরে কে বা কারা তরুণীকে ওই অবস্থায় রেখে গেল তা তদন্ত করছে পুলিশ। অমৃতসর থেকে উদ্ধারের সময় কাগজে বাড়ির ফোন নম্বর পাওয়া যায় ওই তরুণীর সঙ্গে। সেই সূত্রে অমৃতসরের ওই পরিবার বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অমৃতসরের বাড়িটিতে ঘরগেরস্থালির কাজ করতেন তিনি। এই বাবদ মেয়েটির বাড়িতে মাসিক ৪ হাজার টাকা করে পাঠাত অমৃতসরের ওই পরিবার। পরিপূর্ণ সন্ধান মেলার পর মেয়েকে আইনি প্রক্রিয়ায় ফিরে পাওয়ার জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হয় বাড়ির লোক। পুলিশও কালবিলম্ব না করে অমৃতসরে যোগাযোগ করে। এএসআই জয়ন্ত দেবনাথের নেতৃত্বে দুজন লেডি কনস্টেবল দুর্গা সবর ও অঞ্জলি কুজুর এবং এক কনস্টেবল দীপেন বর্মন সেখানে রওনা দেন। ৩১ জুলাই পৌঁছে পঞ্জাব পুলিশের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। এরপর ২ অগাস্ট ওই তরুণীকে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র মেলে রওনা দেন তাঁরা।

এদিকে, মেয়ের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছেন মা-বাবা। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার বলেন, 'নিখোঁজ এই মর্মে একটি অভিযোগ মেলার পরই আমরা দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ শুরু করি। তরুণীর ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হোক এটাই কামনা।' পুলিশ সূত্রের খবর, নাগরাকাটায় পৌঁছানোর পর তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার আগে যাবতীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

এদিকে, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দিল্লিতে থাকার অধ্যায়ের কোনও কিছুই মনে নেই তরুণীর। পুলিশ জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলতে পারেননি। বর্তমানে শুধু তাঁর মনে আছে নিজেদের বাগানের নাম। ওই তরুণীর বাবা বলেন, 'যাই হোক। অবশেষে ওকে ফিরে পাচ্ছি। এটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা।' সেই ৯ বছরে বয়সে হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে ছুঁয়ে দেখার অনুভূতি যে কী তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না মা। তাঁর কথায়, 'এই আনন্দ ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না।' এই মুহূর্তের সাক্ষী থাকার অধীর অপেক্ষায় অজস্র আনন্দাশ্রু।

মোদির বাড়িতে সুদীপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর বাসভবনে এনসিপিআই-এর লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন। বৈঠক শেষে তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার দিল্লিতে আসছেন। তাঁর সঙ্গে বঙ্গভবনে এনসিপিআই-এর ২০ জন সাংসদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেই প্রসঙ্গেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

এর আগে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর আগেও সুদীপ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন। এদিনের বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশ্যে বিস্তারিত কিছু না বললেও সূত্রের দাবি, লোকসভায় এখনও এনসিপিআই পৃথক দল হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়নি। লোকসভার সরকারি ওয়েবসাইটেও দলের সাংসদদের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই জটিলতার দ্রুত সমাধান নিয়েই আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সুদীপ প্রধানমন্ত্রীকে জানান, মঙ্গলবার সকালে সংসদে এনডিএ-র 'মঙ্গলমিলন' বৈঠকেও তিনি সহ এনসিপিআইয়ের সাংসদরা থাকবেন। একই দিনে বঙ্গভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের বৈঠক রয়েছে বলেও তিনি জানান। সূত্রের খবর, সেখানে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংসদদের লোকসভা কেন্দ্রের সমস্যা এবং দলবদলের পর অধিকাংশ সাংসদের ঘরছাড়া থাকার বিষয়টি উঠবে। এসব বিষয়ও সুদীপ প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন বলে সূত্রের দাবি। বৈঠকে বিজেপির একাধিক সাংসদও থাকতে পারেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনও নির্দিষ্ট আশ্বাস মেলেনি। প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁর সমস্ত বক্তব্য শুনেছেন বলে সুদীপ জানান।

গ্রেপ্তার হামিমের সহযোগী

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের এক হাইপ্রোফাইল টার্গেটকে খুন করতে জেলবন্দি এক গ্যাংস্টারকে সুপারিও দিয়েছিল সে। এই গ্যাংস্টারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার কথা ছিল দুবাই থেকে আবিদ জাঠদের। সুপারির টাকাও হাওয়ালার মাধ্যমে আনার পরিকল্পনা ছিল। পাক গুপ্তচর সংস্থার হয়ে কাজ করা শাহজাদ ভাট্টি গোষ্ঠী নিজেদের আড়ালে রেখে ছোট ছোট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করত। তাই হামিমরাও ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি করে ফেলেছিল। এসটিএফের পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে নেমেছে এনআইএ। ইতিমধ্যে হামিম ও অর্পিতার বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। এই জঙ্গিজাল কতদূর বিস্তৃত তা জানতে এদিন এসটিএফের অফিসে গিয়ে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এনআইএ আধিকারিকরা।

ডিম 'খেল' বিজেপি

প্রথম পাতার পর

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বারবার জানিয়েছেন। রাজ্যজুড়ে তোলাবাজি বন্ধ না হলে ডিম ছুড়ে মারার অভিমুখ যে কোনও মুহূর্তে ঘুরে যেতে পারে বলে কয়েকদিন আগেই তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন। শীতলকুচির ঘটনায় তাঁর সেই মন্তব্যেরই যেন বাস্তব প্রতিফলন ঘটল।

সোমবার শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চারহাটে তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যদের নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের প্রস্তাবিত বৈঠক ঘিরে ধুন্ধুমার বাধে। তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দলীয় নেতাদের বৈঠক দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা কোনওমতেই মেনে নিতে চাননি। বৈঠক শুরুর আগেই তাঁরা প্রকাশ্যে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই নিয়ে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নেতাদের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। এমনকি হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতাদের দলীয় কার্যালয়ে আটকে রেখে বিক্ষোভও দেখানো হয়। ঘটনায় পঞ্চারহাট এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শীতলকুচি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নেতাদের উদ্ধার করে গাড়িতে তোলার সময় দলের ৫ নম্বর মণ্ডল সভাপতি পবিত্র অধিকারী ও মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ সরকারকে লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতা কনক বর্মন ও নেত্রী বিউটি বর্মনের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয়। হাতাহাতিতে বিজেপি নেতা শংকর সরকার ও নেত্রী বিউটি বর্মন আহত হন বলে খবর। কয়েকজন কর্মীও মারধরের শিকার হন বলে অভিযোগ।

যদিও কনকের দাবি, দলের নেতাদের লক্ষ্য করে কেউ ডিম ছোড়েননি। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের উদ্দেশ্য করে কেউ ডিম ছুড়তে পারে। ডিম কারও গায়ে লেগেছে কি না জানা নেই। তবে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকের বিষয়টি নিয়ে দলের মধ্যেই একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল বলে কনক স্বীকার করেছেন। ঘটনার পর প্রস্তাবিত বৈঠক ভেস্তে যায়। সূত্রের খবর, বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ সদস্যরা অফিসমুখী হচ্ছিলেন না। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল। উন্নয়নের স্বার্থেই এদিন পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধানকে নিয়ে সরকারিভাবে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেই বৈঠকে স্থানীয় বিজেপি নেতাদেরও উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু বৈঠক শুরুর আগেই অফিস চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপির ক্ষুব্ধ কর্মী-সমর্থকদের বক্তব্য, তৃণমূলের প্রধান ও সদস্যরা নানা অভিযোগে অভিযুক্ত। তাঁরা বিজেপির লোকজনের ওপর নানা সময়ে অত্যাচার চালিয়েছেন। বিজেপির লোকজন দীর্ঘদিন তৃণমূলের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। শেষপর্যন্ত তাঁদেরই অফিসে নিয়ে আসা ও তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করা কোনওমতেই বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। এদিনের ঘটনা সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। পবিত্র অধিকারীকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'এদিন যারা ডিম ছুড়েছে তারা দলের কেউ নয়। এ বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানানো হবে।'

এদিকে, কাউকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে মারার ঘটনার নিন্দা করে সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রসেনজিৎ সরকার বলেন, 'এটা এক ধরনের অপসংস্কৃতি। বিজেপিই এই অপসংস্কৃতি চালু করেছে। যে কোনও মুহূর্তে বিজেপির দিকে অপসংস্কৃতির তির ঘুরে যেতে পারে এটাই স্বাভাবিক।' কংগ্রেস নেতা বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, 'ডিম ছুড়ে মারা এক ধরনের সামাজিক রোগ। এর প্রতিষেধক বের না হওয়া পর্যন্ত ছড়াতেই থাকবে। ওই রোগের শিকার যে কেউ যে কোনওদিন হতে পারেন।'

কাওয়াখালির রাস্তায় ভারী ট্রাক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : ফুলবাড়ি বাইপাসের রাস্তা বেহাল হতেই চাপ বাড়ছে কাওয়াখালি-মেডিকেল মোড়ের রাস্তায়। রাতে তো বটেই, পুলিশি নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে দিনেও বাইপাস এড়িয়ে পণ্যবোঝাই বড় বড় গাড়ি ব্যবহার করছে ঘনজনবসতিপূর্ণ সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে। ১২ থেকে ১৮ চাকার ট্রাকগুলির জন্য যেমন যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনই দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'ওই রাস্তায় তো দিনেরবেলায় মালবাহী ট্রাক চলাচলে ট্রাফিকের নিষেধাজ্ঞা থাকে। বিষয়টি নিয়ে আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলব।'

জলাইগুড়ির দিক থেকে আসা মালবোঝাই ট্রাক এখন আর ফুলবাড়ি বাইপাস ধরে চলাচল করে না। পরিবর্তে ট্রাকগুলি চলাচল করে কাওয়াখালি হয়ে। একই রুট ব্যবহার করে জলপাইগুড়ি পণ্যবোঝাই গাড়িগুলি। ফুলবাড়ির বন্ধ হয়ে যাওয়া টোল গেট থেকে মহানন্দা ব্যারেজ পর্যন্ত রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায়, মূলত দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বাইপাস এড়িয়ে চলছে ট্রাকগুলি। যে কারণে প্রায়দিনই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। তাতে আটকে পড়ছে অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত। মেডিকেল কলেজ ছাড়াও ওই রাস্তায় রয়েছে একাধিক নার্সিংহোম। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের। বাগডোগরা বিমানবন্দর যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর মানুষ কাওয়াখালির রাস্তাটি ব্যবহার করেন। যানজটে আটকে পড়তে হচ্ছে তাঁদেরও। কাওয়াখালির বাসিন্দা রঞ্জন রায়ের বক্তব্য, 'এই রাস্তায় হামেশাই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। দিনেরবেলা যেভাবে ট্রাক চলছে, তাতে আমরা আতঙ্কিত। অসংখ্য টোটো এশিয়ান হাইওয়ের ওপর চলে। মোটরবাইক, স্কুটার সারাক্ষণ চলছে। ফলে ভারী যানবাহন চললে বিপদ হতে পারে।'

টেন্ডার জটের কারণে ফুলবাড়ি বাইপাসের দেড় কিলোমিটার রাস্তার কাজ কবে শুরু হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। মেডিকেল মোড় এলাকার বাসিন্দা সুমন রায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সুমনের বক্তব্য, 'ফুলবাড়ির রাস্তাটি নিয়ে প্রশাসন উদাসীন। নয়তো গুরুত্ব দিয়ে রাস্তাটি তৈরি করত। দিনেরবেলায় কাওয়াখালির রাস্তায় মালবোঝাই ট্রাক চলাচলের ফলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে?'

পিএসসি'র চেয়ারম্যান অনিল

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুডবুকে না থাকা আমলা অনিল বর্মাকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান করল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। সোমবার নবান্নের অর্থদপ্তরের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ভারতীয় সংবিধানের ৩১৬(১) নম্বর অনুচ্ছেদ মেনে পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের ১৯৮৯ ব্যাচের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিককে এই পদে নিয়োগ করা হল। রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব প্রভাতকুমার মিশ্রের সই করা ওই বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়, রাজ্যপালের সচিবালয় এবং অর্থ দপ্তর-সহ সমস্ত সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগে ।

উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা হলেও দীর্ঘ ৩৭ বছরের প্রশাসনিক কর্মজীবনের প্রায় সিংহভাগ এরাজ্যেই কাটিয়েছেন তিনি। মোট ২৭ টি গুরুত্বপূর্ণ পদ দক্ষতার সঙ্গে সামলেছিলেন অনিল। অবসর গ্রহণের আগে নেতাজি সুভাষ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তার পদে ছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ণ বোর্ডের চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করেন।

আগুনে মৃত্যু

বানারহাট, ৩ অগাস্ট : গোয়ালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে গবাদিপশুদের বাঁচানোর চেষ্টায় প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় রাজনাথ মাঝি নামে (৫৬) ওই ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এতে দুটি গোরুও পুড়ে মারা গিয়েছে। ঘটনাটি রবিবার রাতের পশ্চিম খয়েরকাটার।

গাছ না বাঁচলে

প্রথম পাতার পর

সরকারি ফাঁকা জমিতে বন দপ্তরের বাতলে দেওয়া নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনে চারা রোপণ করতে হবে। ১০০টি চারা লাগাতে প্রয়োজন প্রায় ৬ থেকে ৭ কাঠা জমি। কিন্তু শহর লাগোয়া বহু মৌজায় এতখানি সরকারি খোলা জমিই নেই। ফলে কোথায় গাছ লাগানো হবে, তা নিয়েই সমস্যায় পড়েছে একাধিক পঞ্চায়েত। পাথরঘাটার প্রধান মহম্মদ শাহিদ বলেন, 'মানুষ বাড়ি করার জায়গা পাচ্ছেন না। গাছ লাগানোর জায়গা পাওয়া মুশকিল।' চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনক সাহার কথায়, 'কিছু এলাকায় ফাঁকা জায়গা রয়েছে। কিন্তু কিছু মৌজায় ৫-১০টি গাছ লাগানোর জায়গাও পাওয়া যায় না। রাস্তার ধারে লাগাতে না পারলে সমস্যা আরও বাড়বে।'

বন দপ্তর চারার জোগান দেবে। সরকারি অফিস, স্কুল ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জমিতেও গাছ লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও পর্যাপ্ত খোলা জমির অভাব রয়েছে। ফলে জরিমানার ভয়, জমির সংকট এবং কড়া শর্ত- সব মিলিয়ে গাছ লাগানোর সরকারি কর্মসূচি এখন পঞ্চায়েতগুলির কাছে বড় প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

বাঁকবদল

প্রথম পাতার পর

মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া আসনটি কংগ্রেস বিজেপির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী ঘনশ্যাম সিং ৬ হাজারের বেশি ভোটে বিজেপির আশুতোষ তিওয়ারিকে পরাজিত করেছেন। ২০২৩ সালে দাতিয়ায় কংগ্রেসের টিকিটে রাজেন্দ্র ভারতী জিতেছিলেন। দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ হয়। উপনির্বাচনে আসনটি দখল করতে বিজেপি এবার ঝোড়ো প্রচার চালিয়েছিল। যদিও ভোটের ফল বলছে, সেখানে বিজেপির ভোট গতবারের চেয়ে ৭ শতাংশ কমেছে।

আবার গুজরাটের মাঞ্জলপুর আসনে নিজেদের দাপট বজায় রেখে শাসকদল বিজেপি জয়ী হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী সত্যেন্দ্রভাই প্যাটেল ২৯ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছেন। সেখানেও কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের ভোট কমেছে। বিপরীতে বিরোধী কংগ্রেসের ভোট ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩০ শতাংশ হয়েছে। তিন রাজ্যের উপনির্বাচনে বিজেপির ভোট কমার পিছনে 'ককরোচ-ক্ষোভ' ছায়া ফেলেছে কি না, নানা মহলে আপাতত সেই জল্পনা দানা বাঁধছে।

মেঘের আড়ালে সোনার পাহাড়!

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, এই মুহূর্তে গোটা বিষয়টি একেবারে প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। জিএসআইয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই পর্যায়টিকে বলা হয় 'জি-ফোর' বা প্রাথমিক অনুসন্ধান পর্যায়। অর্থাৎ, উপগ্রহ চিত্র বা ভূতাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে খনিজের উপস্থিতির একটা সম্ভাবনা মাত্র তৈরি হয়েছে। এর মানে একেবারেই এই নয় যে, মাটির ঠিক এক ফুট নীচেই সোনার বিস্কুট, মোহর বা সোনার ডেলা থরে থরে সাজানো রয়েছে, যা খুঁড়লেই হাতে উঠে আসবে। এই জি-ফোর পর্যায়ের পর আগামীদিনে ধাপে ধাপে চলবে জি-থ্রি বা প্রসপেক্টিং পর্যায়ের নিবিড় সমীক্ষা। সেখানে ভূতত্ত্ববিদরা খনিজের মজুত ও পরিমাণ সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত হলে তবেই শুরু হবে জি-টু এবং জি-ওয়ান পর্যায়ের কাজ। এই দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক পথ পেরোনোর পর খনিজ ব্লকগুলোকে সরকারিভাবে নিলামে তোলা হবে। নিলামে জয়ী সংস্থা তখন খতিয়ে দেখবে যে, দুর্গম পাহাড় থেকে বাণিজ্যিকভাবে ওই খনিজ উত্তোলন আদৌ লাভজনক কি না।

শুধু সোনা নয়, আগামীদিনের প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ লুকিয়ে রয়েছে এমন বেশ কিছু অমূল্য সম্পদের উপস্থিতির কথাও জানিয়েছে জিএসআই। আধুনিক বৈদ্যুতিক গাড়ি, মোবাইল ফোন বা অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির জন্য অত্যাবশ্যকীয় রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট (আরইই) বা বিরল মৃত্তিকা ধাতু এবং টিন সহ বেসমেটালের মতো বহুমূল্য খনিজের উপস্থিতির সম্ভাবনাও রয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের গর্ভে। উত্তরের পাশাপাশি রাজ্যের অন্য জেলা, যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামেও টাংস্টেন, গ্রাফাইট, নিকেলের মতো খনিজের সঙ্গে সিসা, তামা ও জিংক থাকার সম্ভাবনার কথা জিএসআইয়ের তরফে কেন্দ্রকে জানানো হয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের রুক্ষ মাটির সঙ্গে উত্তরের পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্রের বিস্তর ফারাক। এখানকার প্রকৃতি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর স্যামুয়েল রাই কিংবা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, তাঁরা সকলেই জানিয়েছেন যে জিএসআইয়ের রিপোর্টের কথা তাঁরা কেবল লোকমুখে শুনেছেন, বিস্তারিত ও সরকারি কোনও তথ্য তাঁদের কাছে এখনও এসে পৌঁছায়নি। এখন সবচেয়ে বড় দেখার বিষয় হল, আগামীদিনে এই খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা যদি সত্যি বলে প্রমাণিতও হয়, তবে পাহাড়ের ভঙ্গুর পরিবেশ এবং তার অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড পর্যটনশিল্পকে সুরক্ষিত রেখে কীভাবে এই গুপ্তধনকে মানবকল্যাণে কাজে লাগানো যায়। কারণ, সোনা যতই দামি হোক না কেন, উত্তরের এই চিরসবুজ পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও শান্ত পরিবেশ আমাদের কাছে তার চেয়েও অনেক বেশি অমূল্য সম্পদ।

শংকর, মানুষীতে রঙিন সমাপ্তি অনুষ্ঠান

নীরজ-ঊষাদের হাতে অর্পণ কমনওয়েলথের ব্যাটন

আহমেদাবাদে বসবে পরবর্তী কমনওয়েলথ গেমসের আসর। তার জন্য রবিবার ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা এবং গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংভির উপস্থিতিতে নীরজ চোপড়ার হাতে তুলে দেওয়া হল ব্যাটন।

গ্লাসগো, ৩ অগাস্ট : বিদায় স্কটল্যান্ড। গন্তব্য এবার ভারত। গ্লাসগোর পর আহমেদাবাদ। ২০৩০ সালে প্রতিযোগিতার শতবর্ষীয় সংস্করণের আসর বসবে ভারতের আহমেদাবাদ শহরে।

১১ দিনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর শেষ হল গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার পতাকা এবং ব্যাটন তুলে দেওয়া হল ভারতীয় সদস্য - অলিম্পিকে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া, ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা ও গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাঙ্গভির হাতে।

রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানের শুরু হয় স্কটল্যান্ডের গায়ক, গীতিকার স্যান্ডি থমের পারফরমেন্স 'প্রাউড টু বি ফ্রম স্কটল্যান্ড' দিয়ে। এরপর দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন অস্ট্রেলিয়ার গায়িকা ডেল্টা গুড্রিম। পরে ডেল্টার সঙ্গে ডুয়েটে সুরের মূর্ছনা তুলেছেন ক্যামি বার্নস।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রথমে স্কটল্যান্ডের সংস্কৃতির ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। তারপর সেই জায়গা নিয়ে নেয় ভারতের প্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি। মাঝে ইন্দো-স্কটিশ সংস্কৃতির যুগলবন্দিও দেখা গিয়েছে। যেখানে ঋষভ রিখিরাম শর্মার সেতারের সঙ্গে ইলেকট্রিক বাঁশিতে সুর মেলান রস আইনসিলে। গ্র্যামিজয়ী ভারতীয় গায়ক-সুরকার শংকর মহাদেবন 'বন্দে মাতরম'-এর সঙ্গে 'অ্যায় বতন', 'ভাগ মিলখা', 'শুনো গওর সে দুনিয়া ওয়ালো' গানগুলিও গেয়েছেন। পুরো অনুষ্ঠানের থিম ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য- 'বসুধৈভ কুটুম্বকম' অর্থাৎ, গোটা বিশ্ব একটাই পরিবার। ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্য তুলে ধরা হয় বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন নাচের মাধ্যমে। প্রাক্তন মিস ওয়ার্ল্ড মানুষী ছিল্লার ভারতীয় ধ্রুপদী নাচের সঙ্গে লোকনৃত্যের মেলবন্ধন ঘটান। জায়েন্ট স্ক্রিনে বিভিন্ন যুগে ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তন, ঐতিহাসিক কীর্তি এবং ক্রীড়াজগতের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলি দেখানো হয় ভিডিও মন্তাজে।

গ্লাসগো গেমসের চেয়ার জর্জ ব্ল্যাক সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন, 'গ্লাসগো থেকে আহমেদাবাদ। নদী তীরের দুই বিখ্যাত শহর। শতবর্ষীয় সংস্করণ আয়োজনে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই। আমরা স্কটল্যান্ডে যেটা বলি, স্লানসে ভা, অর্থাৎ, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আবার দেখা হবে।'

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এদিন ভারতের পতাকা বহন করেন সোনাজয়ী বক্সার জেসমিন লাম্বোরিয়া। গ্লাসগোয় ১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ৩৯ পদক নিয়ে ভারত শেষ করল চতুর্থ স্থানে। সবচেয়ে বেশি ১০টি পদক এসেছে বক্সিং থেকে। যার মধ্যে ৭টি সোনা। অ্যাথলেটিক্সের অবদান ১৬টি পদক। ভারোত্তোলন থেকে এসেছে ৮টি। এবারের কমনওয়েলথে ব্যাডমিন্টন, হকি, টেবিল টেনিস ও কুস্তি ছিল না। যে প্রতিযোগিতাগুলি থেকে গত কমনওয়েলথে ভারত ২৫টি পদক পেয়েছিল। তারপরও চতুর্থ স্থানে শেষ করায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সামাজিক মাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'গ্লাসগো গেমসে ভারতীয়দের পারফরমেন্সে আমরা গর্বিত। পদকজয়ীদের শুভেচ্ছা।'

তবে কমনওয়েলথে ভারতের সেরা পারফরমেন্স হল ২০১০ সালের দিল্লি গেমসে। সেবারই প্রথম কমনওয়েলথে ভারত ১০০ পদকের গণ্ডি পার করেছিল। সেবার ৩৯ সোনা, ২৬ রুপো এবং ৩৬ ব্রোঞ্জ সহ মোট ১০১ পদক জিতে অস্ট্রেলিয়ার পর ভারত দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে। অজিদের দখলে ছিল ৭৪ সোনা, ৫৫ রুপো এবং ৪৮ ব্রোঞ্জ সহ মোট ১৭৭ পদক।

অন্যদিকে, গ্লাসগোতে সোনা জিতে আত্মবিশ্বাসী সাইখোম মীরাবাই চানু এশিয়ান গেমসের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। দেশে ফিরে তিনি বলেছেন, 'এশিয়ান গেমসে কঠিন লড়াই হবে। আমি ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। এবং কমনওয়েলথের রংয়ের পদকই আমার লক্ষ্য।'

> গ্লাসগো গেমসে ভারতীয়দের পারফরমেন্সে আমরা গর্বিত। পদকজয়ীদের শুভেচ্ছা।
>
> -নরেন্দ্র মোদি
> প্রধানমন্ত্রী

কমনওয়েলথ গেমসে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নৃত্যের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরলেন মানুষী ছিল্লার (বাঁয়ে)। সংগীতে মঞ্চ মাতালেন শংকর মহাদেবন। গ্লাসগোতে।

গোপন চুক্তির জের, গদি টলমল ইনফ্যান্তিনোর

জুরিখ, ৩ অগাস্ট : বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্বের একাংশ গোপনে বিক্রি করার পরিকল্পনা করে চরম বিপাকে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো। প্রবল বিতর্কের জেরে এই পরিকল্পনা বাতিল হলেও, তাঁর পদে টিকে থাকা কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছেন ইউরোপিয়ান প্রফেশনাল লিগের প্রধান ক্লডিয়াস শেফার। ৫৩টি পেশাদার ফুটবল লিগের প্রতিনিধিত্ব করা এই সংগঠনের প্রধান রবিবার জানান, ফিফার কোর কমিটির কাউকে না জানিয়ে ইনফ্যান্তিনোর এই একতরফা সিদ্ধান্তের একটিই পরিণতি হতে পারে, তা হল পদত্যাগ।

সুইস সংবাদপত্রকে শেফার বলেছেন, 'কোম্পানি বা সংগঠনে কেউ যখন বাকিদের অন্ধকারে রেখে এহেন ব্যবসায়িক চুক্তি এগিয়ে নিয়ে যায়, তখন তার পরিণতি কী হতে পারে তা সবারই জানা।' শুক্রবার ফিফা এই মেগা চুক্তি বাতিল করলেও, উয়েফা এবং কনকাকাফ শনিবারই ইনফ্যান্তিনোর নেতৃত্বের ওপর প্রকাশ্যে অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে।

শেফারের অভিযোগ, ফিফার বর্তমান লক্ষ্য হল তৃতীয় পক্ষকে আর্থিকভাবে লাভবান করা। এর ফলে আন্তর্জাতিক ফুটবলের ঠাসা ক্যালেন্ডারে আরও টুর্নামেন্ট ও ম্যাচের বোঝা চাপবে, যা আখেরে মারাত্মক ক্ষতি করবে জাতীয় লিগগুলির। তিনি বিস্ময়প্রকাশ করে বলেছেন, 'এই পরিকল্পনার কথা ফিফা কাউন্সিল বিন্দুবিসর্গ জানত না। ইনফ্যান্তিনো পুরো বিষয়টি একা হাতে পরিচালনা করছিলেন।' সব মিলিয়ে ফিফা বসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে।

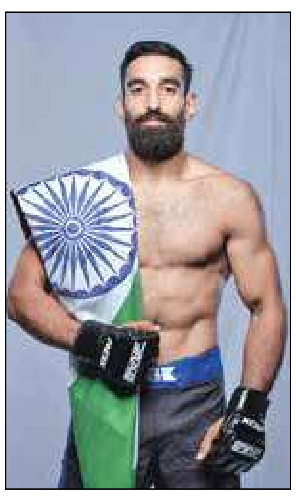

'ব্রেভ সিএফ ১০৭' প্রতিযোগিতায় গেরওগিয়েভকে হারিয়ে ওয়েইস।

দেশবাসীকে সাফল্য উৎসর্গ ওয়েইসের

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : বুলগেরিয়ায় অনুষ্ঠিত 'ব্রেভ সিএফ ১০৭' প্রতিযোগিতায় দুইবারের চ্যাম্পিয়ন গেরওগিয়েভকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন কাশ্মীরের মিক্সড মার্শাল আর্টস ফাইটার ওয়েইস ইয়াকুব। সেই জয় তিনি উৎসর্গ করলেন দেশবাসীকে।

ওয়েইস বলেছেন, 'এই জয়টি আমার কাছে সবকিছু। আমি যখন প্রতিযোগিতায় নেমেছিলাম, তখন আমার পরিবার রাজ্যের মানুষ ও পুরো দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার সঙ্গে ছিল। তবে এটি শুরু। বিশ্ব মঞ্চে আরও সাফল্যে আনাই এবার লক্ষ্য।' এদিকে তাঁর এই সাফল্যের জন্য ওয়েইসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ।

নির্বাসিত অখিলেশ

দুবাই, ৩ অগাস্ট : আইসিসি-র অ্যান্টি-করাপশন ট্রাইব্যুনাল সোমবার ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান ক্রিকেটার বোড়ুগুম অখিলেশ রেড্ডিকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ৮ বছরের জন্য নির্বাসিত করেছে। আইসিসি বলেছে, 'অ্যান্টি-করাপশন কোডের তিনটি ধারা লঙ্ঘনের জন্য আইসিসি অ্যান্টি-করাপশন ট্রাইব্যুনাল তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড় অখিলেশকে ৮ বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করা হল।' ২৬ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে ৪টি টি২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন এবং ১টি উইকেট নিয়েছেন। হায়দরাবাদে বেড়ে ওঠা অখিলেশ একটা সময় তাদের বিজয় হাজারে ট্রফির স্কোয়াডে ছিলেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে নেট বোলার হিসেবেও কাজ করেছেন।

বুমরাহর পরিবর্ত আকিব

আজ কলম্বোর পথে শুভমানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অগাস্ট : কেউ বলছেন, অগ্নিপরীক্ষা। আবার কারও মনে হচ্ছে, কোচ গৌতম গম্ভীরের শেষ সুযোগ!

বাস্তব যাই হোক না কেন, জবাব সময়ের গর্ভে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটে বিতর্কের অভাব নেই। চোট আঘাতের সমস্যাও রয়েছে বিস্তর। চোটের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন জসপ্রীত বুমরাহ। হাঁটুর চোট নিয়ে গতকালই ছিটকে গিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর বোলার। আজ প্রত্যাশিতভাবেই বুমরাহর পরিবর্ত হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীরের আকিব নবি দারের নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচকরা। কাশ্মীরের প্রতিনিধি হিসেবে এই প্রথম কোনও ক্রিকেটার ভারতীয় টেস্ট স্কোয়াডে সুযোগ পেলেন। ১৫ অগাস্ট থেকে গলে শুরু হতে চলা সিরিজের প্রথম টেস্টে নবির টেস্ট অভিষেক হবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট স্কোয়াডে নবির সুযোগ পাওয়া নিয়ে দেশজুড়ে চলছে হইচই। ঘরোয়া ক্রিকেটে শেষ দুই বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করার পুরস্কার পেয়েছেন নবি।

মঙ্গলবার কলম্বো রওনা হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। ৭ অগাস্ট থেকে কলম্বোর এনসিসি মাঠে শুরু হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ। চারদিনের বদলে আপাতত অনুশীলন ম্যাচ হতে চলেছে তিনদিনের। অনুশীলন ম্যাচের পর ১০ অগাস্ট কলম্বো থেকে গলে পৌঁছানোর কথা টিম ইন্ডিয়ার। দ্বীপরাষ্ট্রে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ টিম ইন্ডিয়ার জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু টিম ইন্ডিয়া কেন, কোচ গম্ভীরের জন্যও অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে গল ও কলম্বোর টেস্ট। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ হারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনালে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে শুভমান গিলদের। আপাতত ডব্লিউটিসি র‍্যাংকিংয়ে পাঁচ নম্বরে রয়েছেন শুভমানরা। গত নভেম্বরে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর আর লাল বলের ক্রিকেট খেলেনি ভারত। ফলে শেষ কয়েক মাস ধরে ক্রমাগত সাদা বলের ক্রিকেটে ডুবে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটাররা কীভাবে নিজেদের শ্রীলঙ্কার ঘূর্ণি বাইশ গজে মানিয়ে নেন, সেদিকেও নজর থাকবে দুনিয়ার।

শ্রীলঙ্কার মাটিতে লাল বলের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়া কেমন পারফর্ম করে, সেই প্রশ্ন ছাপিয়ে সামনে এসে গিয়েছে কোচ গম্ভীরের ভবিষ্যৎ। সাম্প্রতিক অতীতে টিম ইন্ডিয়া লাল ও সাদা বলের ক্রিকেটে নিয়মিতভাবে ব্যর্থ হয়ে চলেছে। দলের সার্বিক ব্যর্থতার মাঝে কোচ গম্ভীরের 'স্বজনপোষণের' নীতি কাঠগড়ায় উঠেছে। যদিও টিম ইন্ডিয়ার ব্যর্থতার কারণে কোচ গম্ভীরের 'ডানা ছাঁটাও' হয়েছে। তাঁর সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট ইতিমধ্যেই দায়িত্ব ছেড়েছেন। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে এখনও কারও নাম ঘোষণা হয়নি। ছাঁটাই হয়েছেন ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপও। তাঁর বদলি হিসেবে অসমের শুভদীপ ঘোষ ইতিমধ্যেই শুভমানদের সংসারে ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন।

এখন দেখার, আগামীর লক্ষ্যে শ্রীলঙ্কার মাটিতে কেমন পারফর্ম করেন শুভমানরা।

'শের ই পাঞ্জাব' লিগের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে শুভমান গিল। মোহালিতে।

উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক ওয়াধওয়ান, দলে অর্শদীপও

দলীপ ট্রফি

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : দলীপ ট্রফি দিয়ে শুরু হচ্ছে ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম। আগামী ২৩ অগাস্ট থেকে শুরু দলীপ ট্রফি। তার আগে আজ উত্তরাঞ্চলের দল ঘোষণা হয়ে গেল। অধিনায়ক হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উইকেটকিপার ব্যাটার কানহাইয়া ওয়াধওয়ান। তাঁর ডেপুটির দায়িত্ব পেয়েছেন আয়ুষ বাদোনি। উত্তরাঞ্চল স্কোয়াডে রনজি জয়ী জম্মু ও কাশ্মীরের মোট ছয়জন ক্রিকেটার রয়েছে। যা নিশ্চিতভাবেই চমকপ্রদ। শুধু তাই নয়, উত্তরাঞ্চল দলে সুযোগ পেয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংও। নিয়মিতভাবে সাদা বলের ক্রিকেট খেললেও অর্শদীপকে লাল বলের ক্রিকেটে খুব একটা দেখা যায় না। প্রায় এক বছর পর লাল বলের ক্রিকেটে নামতে চলেছেন তিনি। এছাড়াও যশ ধুল, অংশুল কম্বোজ, যুধবীর সিংদের মতো সর্বভারতীয় ক্রিকেটে পরিচিত তারকারাও রয়েছেন উত্তরাঞ্চল দলে। উল্লেখ্য, আগামী ২৩ অগাস্ট পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ দিয়ে দলীপে অভিযান শুরু করছে উত্তরাঞ্চল।

দক্ষিণাঞ্চলের নেতৃত্বে তিলক

মুম্বই, ৩ অগাস্ট : আসন্ন দলীপ ট্রফিতে দক্ষিণাঞ্চলের অধিনায়ক হলেন তিলক ভার্মা। তাঁর ডেপুটি রিকি ভুঁই। করুণ নায়ার, রবিচন্দ্রন স্মরণদের রেখেই মিডল অর্ডার গড়েছেন দক্ষিণাঞ্চলের নির্বাচক কমিটি। তবে শ্রীলঙ্কাগামী দলে থাকা লোকেশ রাহুল, দেবদত্ত পাডিক্কাল, বি সাই সুদর্শন ও প্রসিধ কৃষ্ণাকে স্কোয়াডের বাইরে রাখা হয়েছে। এই চারজন শ্রীলঙ্কা থেকে ফিরলে ৩০ অগাস্ট থেকে শুরু দলীপের সেমিফাইনালে নামতে পারেন। স্কোয়াডে প্রথম পছন্দের উইকেটকিপার নারায়ণ জগদীশান।

অজুহাত নয়, লক্ষ্যপূরণের তাগিদই 'মন্ত্র' নবির

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট স্কোয়াডে সুযোগ পেলেন আকিব নবি দার।

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : অবশেষে ভারতীয় দলে ডাক।

মিলল ঘরোয়া মরশুমে দুর্দান্ত সাফল্যের পুরস্কার। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে তাঁর জায়গা না পাওয়া নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। ভারতীয় নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্ট নিজেদের সেই অবস্থান বদল করে শ্রীলঙ্কাগামী টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে জম্মু ও কাশ্মীরের স্পিডস্টার আকিব নবি দারকে।

ফিটনেসের কারণে জসপ্রীত বুমরাহ ছিটকে যাওয়ায় ভারতীয় দলের দরজা খুলে গিয়েছে। যার হাত ধরে প্রথম কাশ্মীরি ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার ইতিহাস। ক্রিকেটপ্রেমীদের মতে দেরি হলেও অবশেষে সুবিচার। গত আফগানিস্তান সিরিজে যে অন্যায় হয়েছিল, সেই ক্ষতে প্রলেপ পড়ল।

সমাজমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে ঝড় বইলেও আকিব বিতর্কে ঢুকতে নারাজ। জীবন দর্শন পরিষ্কার-- দেশের হয়ে খেলতে হলে কোনও অজুহাত চলবে না। যদি লক্ষ্যপূরণ করতে চাও, তা করে দেখানোর মানসিকতা নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। শ্রীলঙ্কা সফরে আরও এক স্বপ্নপূরণে যে গুরুমন্ত্র 'অস্ত্র' আকিবের।

কাশ্মীরের বারামুলা থেকে ভারতীয় টেস্ট দল। লড়াই সহজ ছিল না। নানান চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়ে। রাজ্য দলের জন্য যখন ট্রায়াল দিতে গিয়েছেন জুতো নেই। বন্ধুর থেকে জুতো ধার করে গিয়েছিলেন। নির্বাচিত হওয়ার পর পুরো টুর্নামেন্টে ধার করা জুতো পরেই ব্যাটারদের পরীক্ষা নিয়েছিলেন।

এভাবেই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে একের পর এক ধাপ পেরোনো। গতি নয়, স্কিলে বাজিমাতের গল্প। দুইদিকে সুইং করানোর ক্ষমতা এবং লোয়ার অর্ডারে ব্যাটিং দক্ষতাকে বেশিদিন অবহেলা করা মুশকিল ছিল নির্বাচকদের পক্ষে। গত দুই রনজি ট্রফি মরশুমে ১০৪ উইকেট- কার্যত অজিত আগরকারদের বাধ্য রয়েছেন দরজা খুলতে। বুমরাহর ফিটনেস সমস্যা যা ত্বরান্বিত করেছে মাত্র।

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় খেলে এসেছেন। সেটা ছিল ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে। মঙ্গলবার শুভমান গিল ব্রিগেডের সঙ্গে কলম্বোগামী বিমানে উঠলেন সিনিয়ার টেস্ট দলের সদস্য হিসেবে। গত আইপিএলে ৮.৪ কোটি নবিকে দলে নেয় দিল্লি ক্যাপিটালস।

> **২০২৩-এ প্রথমবার বুচিবাবু টুর্নামেন্টে রাজ্য দলে হয়ে খেলতে নামে নবি। তখন ও মূলত আউটসুইং করত। কিন্তু ও মরিয়া ছিল দু'দিকে বল সুইং করতে। ইনসুইং নিয়ে কাজ করতে শুরু করি আমরা। দ্বিতীয় মরশুম থেকে সুফল মিলতে শুরু করে।।**
>
> -পি কৃষ্ণকুমার
> (আকিব নবি দারের কোচ)

এবার টেস্ট দলে ডাক। সবকিছু যেন স্বপ্নের মতো। আর নবির যে স্বপ্নপূরণের পথে জম্মু ও কাশ্মীরের বোলিং কোচ পি কৃষ্ণকুমারের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ।

ছাত্রের নয়া সাফল্যের গর্ব নিয়ে কৃষ্ণকুমার বলছিলেন, '২০২৩-এ প্রথমবার বুচিবাবু টুর্নামেন্টে রাজ্য দলের হয়ে খেলতে নামে নবি। তখন ও মূলত আউটসুইং করত। কিন্তু ও মরিয়া ছিল দুইদিকে বল সুইং করতে। ইনসুইং নিয়ে কাজ করতে শুরু করি আমরা। দ্বিতীয় মরশুম থেকে সুফল মিলতে শুরু করে। ইনসুইং এখন ওর শক্তিও। তবে নবির সবচেয়ে বড় সম্পদ রিস্ট পজিশন। গতবার ওর দুর্দান্ত সাফল্যের প্রতিফলন রনজি জিতেছিলাম আমরা।'

কোচের কথার সুর আকিবের গলায়ও। পাশাপাশি মাইন্ডসেট পরিবর্তন তাঁকে বদলে দিয়েছে বলেও মনে করেন বছর ঊনত্রিশের কাশ্মীরি স্পিডস্টার। জানান, আগে উইকেটের জন্য সবসময় ছটফট করতেন। এখন বলটা ঠিকঠাক জায়গা রেখে, দুইদিকে সুইং করানোর ওপর ফোকাস রাখেন। বাকিটা সবার সামনে। অথচ স্কুলশিক্ষক বাবা চেয়েছিলেন ছেলেও পড়াশোনায় নজির দিক। ক্রিকেট দিয়ে কিছু হবে না। কিন্তু অনূর্ধ্ব-১৯ দলের জন্য ট্রায়াল এবং সুযোগ সবকিছু বদলে দেয়।

ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার অঙ্ক মেলানোর পাশাপাশি নিজের অঞ্চলের উঠতি ক্রিকেটারদের পাশেও থাকতে চান। ভালো পরিকাঠামো, পিচের জন্য বারামুলা থেকে প্রতিদিন শ্রীনগর জার্নি করতে হত। লম্বা প্র্যাকটিস সেশন শেষে বাড়ি ফেরা। নিজের সেই অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে বারামুলাতে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গড়তে চান আগামী প্রজন্মের জন্য।

কোলো কোলো ক্লাবে খেলতে চিলি পৌঁছে গেলেন কেপভের্দের গোলকিপার ভোজিনহা। তাঁর জন্য বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিলেন সমর্থকরা।

ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট মুছল গ্লাসগোর বিতর্কিত রেস্তোরাঁ

গ্লাসগো, ৩ অগাস্ট : কমনওয়েলথ গেমস চলাকালীন বিতর্কে উঠে এসেছিল গ্লাসগোর 'মিস্টার সিংস ইন্ডিয়া-দ্য হোম অফ কারি' নামের রেস্তোরাঁ। ওই রেস্তোরাঁয় কয়েকদিন আগেই নৈশভোজে গিয়েছিলেন ভারতীয় বক্সাররা। সেখানেই ভারতীয় বক্সার লভলিনা বরগোহাঁই খেয়াল করেন, রেস্তোরাঁর ন্যাপকিনে মুদ্রিত ভারতের মানচিত্র অসম্পূর্ণ। সেখানে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি রেস্তোরাঁর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। বিষয়টি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতে নেটিজেনদের তোপের মুখে পড়ে রেস্তোরাঁটি। ইতিমধ্যে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে ভুল শুধরে নেওয়ার কথা বলেছে। তবে এই ক্ষমা চাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি মুছে ফেলে ওই রেস্তোরাঁটি।

ভারতের এই মানচিত্র নিয়েই তৈরি হয়েছিল বিতর্ক।

যৌন হেনস্তা কেসে বেকসুর ব্রিজভূষণ

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : ভিনেশ ফোগটদের অভিযোগ খারিজ।

যৌন নির্যাতন কেসে বেকসুর 'খালাস' ভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিং। একজন নাবালক সহ ৬ জন মহিলা কুস্তিগিরকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। ভিনেশ ফোগট, বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় কুস্তিগিররা প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন। গোটা দেশে যে বিতর্কে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক রংও লাগে।

যদিও ভিনেশ-বজরংদের দাবি এদিন বাতিল করে দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট। অ্যাডিশনাল চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অশ্বিনী পানওয়ার তাঁর রায়ে জানিয়েছেন, কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন শীর্ষকর্তার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের কোনও প্রমাণ মেলেনি। রায় বেরোনোর পর বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ ব্রিজভূষণ দাবি করেছেন, আগেও বলেছিলেন তিনি নির্দোষ। অবশেষে আজ তা প্রমাণিত হল। উলটো দিকে ভিনেশ-বজরংরা হতাশ হলেও হাল ছাড়তে নারাজ।

ভিনেশ পরিষ্কার জানিয়েছেন, লড়াই জারি থাকবে। রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পালটা আবেদনের রাস্তায় হাঁটবেন তাঁরা। ভিনেশ-বজরংরা যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, 'অবাক লাগছে মহিলা কুস্তিগিরদের অভিযোগের পরও আদালত কোনও তথ্যপ্রমাণই পেল না! প্রথম দিন থেকে বলে আসছি স্থানীয় প্রশাসন, সরকার এবং বর্তমান সিস্টেম ব্রিজভূষণকে বাঁচাতে তৎপর। তবে লড়াই থামছে না। আমরা এখনই আশা ছাড়তে রাজি নই। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীঘ্রই উচ্চ আদালতে আবেদন করতে চলেছি আমরা।'

নিজেদের দাবির প্রেক্ষিতে ২০২৩-এর যন্তরমন্তরে ধর্নায় বসেছিলেন ভিনেশরা। শেষপর্যন্ত যে চাপের সামনে এফআইআর দায়ের করা হয় প্রভাবশালী ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। ৬ জন মহিলা কুস্তিগিরের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২০২৩-এ ১৫০০ পৃষ্ঠার চার্জশিট জমা দেয় দিল্লি পুলিশ। ৩২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। কিন্তু আজকের রায়ে ভিনেশদের সেই প্রচেষ্টা বড়সড়ো ধাক্কা খেল।

রায়ের পর হতাশ ভিনেশ বলেছেন, 'প্রতিবাদ করে যখন রাস্তায় নেমেছিলাম, প্রচুর সাধারণ মানুষের সমর্থন পেয়েছি। আমাদের তৈরি চাপে এফআইআর নেওয়া হয়। কিন্তু নিজের প্রভাব ও পেশি শক্তি কাজে লাগিয়ে ভয় দেখিয়ে অনেককেই বাধ্য করেছে অভিযোগ তুলে নিতে। তবে এখনও অনেকেই লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে নারাজ।' ভিনেশদের আইনজীবীও জানিয়েছেন, জাজমেন্টের কপি মঙ্গলবার হাতে আসবে। সবকিছু ভালোভাবে খতিয়ে দেখে উচ্চআদালতে যাবেন তাঁরা।

স্বভাবতই রায়কে স্বাগত জানিয়ে ব্রিজভূষণের প্রতিক্রিয়া, 'শুরু থেকে বলে এসেছি। অভিযোগের পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলাম, আমার বিরুদ্ধে এই দাবি সত্যি প্রমাণিত হলে নিজেই নিজেকে ফাঁসিতে ঝোলাব। আজ আদালতের রায় আমার সম্মান ফিরিয়ে দিল। আমার কাছে, আমার সমর্থকদের জন্য আজ খুশির দিন, আনন্দের দিন।'

দিল্লি আদালতের রায়ে নির্দোষ ঘোষণার পর সমর্থকদের সঙ্গে ব্রিজভূষণ শরণ সিং। সোমবার।

নতুন লড়াইয়ের হুংকার ভিনেশদের

অবাক লাগছে মহিলা কুস্তিগিরদের অভিযোগের পরও আদালত কোনও তথ্যপ্রমাণই পেল না! প্রথম দিন থেকে বলে আসছি স্থানীয় প্রশাসন, সরকার এবং বর্তমান সিস্টেম ব্রিজভূষণকে বাঁচাতে তৎপর। তবে লড়াই থামছে না।

-ভিনেশ ফোগট

সাউথ ইউনাইটেড ম্যাচের প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লিস্টন কোলাসো।

বাগান একাদশে আজ দেজান-আলবার্তো

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ অগাস্ট : ডার্বিতে জয় দিয়ে শুরুটা জরুরি ছিল। প্রাথমিক কাজ ঠিকঠাকভাবে হওয়ার পর এবার গ্রুপ শীর্ষে থাকাই লক্ষ্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

আর সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার সাউথ ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে দলে কিছু পরিবর্তন আনতে চলেছেন কোচ প্যানাজিওটিস (প্যানোস) দিলম্পেপেরিস। অচেনা প্রতিপক্ষ তুলনায় দুর্বল হলেও অনেক বেশি বিপজ্জনক হয়। এই কথা মাথায় রেখেই সাউথ ইউনাইটেডের বিপক্ষে শুরু থেকেই বাগান কোচ প্রথম একাদশে রাখতে চলেছেন দেজান দ্রাজিচ ও আলবার্তো রডরিগেজকে। যা তিনি নিজেই জানালেন। ডার্বিতে বেশ খারাপ পারফরমেন্স শুভাশিস বসুর। সম্ভবত বসতে হচ্ছে তাঁকে। শুভাশিসের জায়গায় বাঁদিকে অভিষেক সিং টেকচাম ও ডানদিকে মেহতাব সিংকে রেখে আলবার্তোর সঙ্গে খেলানো হবে অভিজ্ঞ রাহুল ভেকেকে। দ্রাজিচকে শুরু করানোর কারণ মূলত আপুইয়ার পুরোনো চোট সমস্যা। নতুন করে না লাগলেও তাঁকে এখনই বাড়তি চাপ দিতে চাইছেন না কোচ। ডার্বি পুরো সময় খেলার ফলে ক্লান্তিতে চোটের জায়গায় ফের সমস্যা হতে পারে বলেই তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। বাকি দল অপরিবর্তিতই থাকার সম্ভাবনা। ম্যাচ প্রসঙ্গে প্যানোসের পরিষ্কার বক্তব্য, 'আমাদের মঙ্গলবারের ম্যাচ জেতা উচিত। ভালো দল সবসময় প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা করে। তবে সেটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কারণ আমরা মোহনবাগান। একইসঙ্গে আমাদের এই টুর্নামেন্টে কিছু প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে নিতে হবে। আমরা যে স্টাইলে খেলতে চাইছি সেটার সঙ্গে সড়গড়ো হওয়া এবং মানসিকতা তৈরি, এই দুটোই এই ডুরান্ড কাপে করে ফেলতে হবে। প্রথম মিনিট থেকে শেষপর্যন্ত মনঃসংযোগ ধরে রাখাটা জরুরি।' ডুরান্ডের গ্রুপ পর্যায়ের তিন ম্যাচে তিনি দলের সব ফুটবলারকে দেখে নিতে চান বলে নিজেই জানান।

এই সাউথ ইউনাইটেড দলটা প্রথম ম্যাচ সিআইএসএফ-কে ২ গোলে হারায়।

আপুইয়াকে বিশ্রাম

ফলে তাদের যে একেবারেই হালকাভাবে নেবে না মোহনবাগান, তা বলাই বাহুল্য। প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু সুপার ডিভিশন ও আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব। খুব চেনা মুখও নেই দলে। তবু তাদের প্রতিরোধের কথা মাথায় রাখছেন প্যানোস। বললেন, 'আমাদের ডিফেন্স সংগঠন ঠিক রেখে আক্রমণে যেতে হবে।' এদিন অবশ্য আকাশভাঙা বৃষ্টির জন্যই সম্ভবত অনুশীলনে ফিজিকাল ট্রেনিং ও সেট পিসের উপরেই জোর দিলেন অন্য কিছু না করিয়ে। ডার্বিতে তাঁর দল বেশ কিছু ভুল করে। যার পুনরাবৃত্তি চান না প্যানোস। আপাতত গোল সংখ্যা বাড়ানোর থেকেও দলের জয় এবং গোছানো খেলার দিকেই বাড়তি মনোযোগী সবুজ-মেরুন শিবির। এদিকে, মঙ্গলবার গভীর রাতে শহরে পৌঁছাচ্ছেন জেমি ম্যাকলারেন ও পরদিন মিগুয়েল ফিগুয়েরা। তবে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের এখনই আসার কোনও খবর নেই।

ডুরান্ড কাপে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম **সাউথ ইউনাইটেড**

সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ

সুনীলকে গোল উৎসর্গ শ্লোকের

পিছিয়ে পড়েও এক পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৩
(বিজয়, মনোতোষ, আকাশ)
বেহালা এসএস স্পোর্টিং ক্লাব-৩
(শ্লোক-২, সুকুরাম)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অগাস্ট : রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই লাফিয়ে উঠলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস। ৩-১ গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষপর্যন্ত ৩-৩ গোলে ড্র করেছে তাঁর দল। উলটোদিকে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করে এক পয়েন্ট পাওয়ার হতাশায় মাঠে বসে পড়েছেন বেহালা এসএস-এর ফুটবলাররা।

আগের চারটি ম্যাচে জয়। তা নিয়েই মেতেছিল লাল-হলুদ শিবির। কিন্তু প্রথম ম্যাচ থেকেই রক্ষণ ও মাঝমাঠের মধ্যে তালমিলের অভাব দেখা গিয়েছে। কিন্তু সেই বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি ইস্টবেঙ্গল। এদিন যার পুরো ফায়দা তুলল বেহালা এসএস।

ম্যাচের শুরু থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তার মধ্যেই ৫ মিনিটে বিশাল মণ্ডলের মাইনাস থেকে কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় গোল করে বেহালা এসএস-কে এগিয়ে দেন শ্লোক তিওয়ারি। ৩১ মিনিটে অবশ্য আকাশ হেমরমের ক্রস থেকে সেই গোল শোধ করেন বিজয় মুর্মু। ৩৭ মিনিটে সাপাম মিতেইয়ের পাস থেকে ফের গোল শ্লোকের। মুম্বইয়ের ছেলেটি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল করাটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন। গত বছর কাস্টমসের হয়েও লাল-হলুদের জালে বল জড়িয়েছিলেন তিনি।

প্রবল বৃষ্টির জন্য ৪০ মিনিটের মাথায় সাময়িকভাবে ম্যাচ বন্ধ রাখা হয় প্রায় আধঘন্টা। তারপর জলকাদার মধ্যেই খেলা শুরু হয়। ৪৭ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের ভুলে গোল করে যান বেহালা এসএসের সুকুরাম সর্দার। ৬৩ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ব্যবধান কমান মহম্মদ বিলাল। সংযোজিত সময়ে মনোতোষ মাঝির গোলে হার বাঁচায় লাল-হলুদ।

ম্যাচের পর জোড়া গোল করা শ্লোকের চোখেমুখে হতাশার ছবিটা ছিল স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের মতো দলের বিরুদ্ধে ৩ গোল করাটা বড় বিষয়। কিন্তু জিততে না পারার আক্ষেপটা থেকে যাবে। এই ভুল শুধরে পরের ম্যাচে নামব।' মুম্বইয়ের ছেলেটি সুনীল ছেত্রীর অন্ধ ভক্ত। ঘটনাচক্রে এদিনই প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের জন্মদিন। নিজের প্রিয় ফুটবলারকে জন্মদিনে জোড়া গোল উৎসর্গ করেছেন শ্লোক।

ইস্টবেঙ্গলের মতো দলের বিরুদ্ধে ৩ গোল করাটা বড় বিষয়। কিন্তু জিততে না পারার আক্ষেপটা থেকে যাবে। এই ভুল শুধরে পরের ম্যাচে নামব।

-শ্লোক তিওয়ারি

জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস শ্লোক তিওয়ারির।

নয়াদিল্লিতে ফিরে পরিবারের সঙ্গে কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জ জয়ী ডিসকাস থ্রোয়ার সীমা কালিরামনা। সোমবার।

হুমায়ুনকে আইনি নোটিশ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অগাস্ট : হুমায়ুন কবীরকে আইনি নোটিশ পাঠাল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কয়েকদিন আগেই তাঁকে সভাপতির পদ থেকে সাময়িকভাবে সরানো হয়েছিল। ক্লাবের সভাপতি হওয়ার পর রাতারাতি বিনিয়োগকারী এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। উলটে মহমেডান ক্লাবকে দেওয়া হুমায়ুনের চেকগুলি বাউন্স করে গিয়েছে। সেই জন্য এবার আইনি পদক্ষেপ সাদা-কালো শিবিরের।

মহমেডান সচিব ওয়াসিম বলেছেন, 'চেক বাউন্স ক্রিমিনাল অফেন্স। সেই জন্য আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এবার যা হবে, আইনি পথেই হবে।' আইনি নোটিশে হুমায়ুনকে ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ ক্লাবকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত বদলে টাটার দিকে তাকিয়ে জেএফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অগাস্ট : চাপ বাড়ছে জামশেদপুর এফসি কর্তৃপক্ষের উপর। এবার আর শুধু ফুটবলার বা তারকাদের আবেদন নয়, সাধারণ সমর্থকরা রাস্তায় নামলেন।

হঠাৎই সিনিয়ার দল তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় জামশেদপুর কর্তৃপক্ষ। আপাতত ডুরান্ড কাপে খেলছে দল। কিন্তু আসন্ন ইন্ডিয়ান সুপার লিগে যে দল নামানো হবে না, সেই কথা জানিয়ে ক্লাবের তরফে এক প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করা হয় গত শনিবার। যার জেরে একসঙ্গে ৩০ জন ফুটবলার, কোচ, কোচিং স্টাফ সহ একাধিক মানুষের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে। এরপরই দুই সিনিয়ার ফুটবলার প্রতীক চৌধুরী ও প্রণয় হালদারের নেতৃত্বে বাকি ফুটবলাররা আবেদন জানান এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের। বাইচুং ভুটিয়া ও সুনীল ছেত্রীরাও বিবৃতি দেন এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। তবে এতেই কিন্তু থেমে যাচ্ছে না প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। এর আগে নিজেদের খামখেয়ালিতে এদেশে বহু কর্পোরেট ক্লাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যার শুরু সেই ষাটের দশক থেকে। লিডারস ক্লাব, মফতলাল, ওরকে মিলস, টাটা স্পোর্টস, জেসিটি, মাহিন্দ্রা ইউনাইটেড, সালগাঁওকার সহ একাধিক ক্লাব সিনিয়ার দল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হঠাৎই নিয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলির কর্তৃপক্ষ। তবে এবারই প্রথম কোনও ক্লাবের সমর্থকরা এভাবে দল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন। যা ফুটবলের জন্য সুখবর বলেই ধরা হচ্ছে। ২০১৮ সালে আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই জামশেদপুরের প্রতি ম্যাচেই জেআরডি টাটা স্টেডিয়ামের গ্যালারি পুরো ভরা দেখা যেত। সেখানে হঠাৎই এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ সেখানকার ফুটবলপ্রেমী সমর্থকরা। এদিন যার জেরে বিকেলের দিকে এক সাংবাদিক সম্মেলনও করেন জেএফসি কর্তারা। সেখানে জানানো হয়, এই সিদ্ধান্ত জেএফসি কর্তৃপক্ষ নেয়নি। সিনিয়ার দল তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টাটা গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। তাই যদি পরিস্থিতি বদলে ফের দল নামানো হয়, তাহলে সেই সিদ্ধান্তও তাঁদের তরফেই নেওয়া হবে। জামশেদপুর এফসি-র এই বিষয়ে কিছু করার নেই।

অন্দরের খবর, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সহ মহাসচিব এম সত্যনারায়ণের বকেয়া চেয়ে পাঠানো চিঠির ভাষা পছন্দ হয়নি টাটা কর্তৃপক্ষের। আর দ্বিতীয়ত, ক্লাব পরিচালিত আইএসএল মডেলও না-পসন্দ তাঁদের। কোনও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বদলে ফের ২ বছরের জন্য হওয়া এই পরিকল্পনারও কাজ করেছে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে। তবু জামশেদপুরবাসীর ডাকে সাড়া দিয়ে ফের টাটা গ্রুপ সিদ্ধান্ত বদল করতে পারে, এমন একটা হালকা হলেও সোনালি রেখা নাকি দেখা যাচ্ছে। আর সেটা হলে নিশ্চিতভাবেই তা হবে বড় সুখবর।

সিনিয়ার দলের জন্য রাস্তায় নামলেন সমর্থকরা

কটু কথা ফ্যাশন হতে পারে না : মনু

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : ভারতের সর্বকনিষ্ঠ অলিম্পিক পদকজয়ী মনু ভাকের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে গালিগালাজ বা কটু ভাষার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকে স্বাভাবিক মনে করার বিষয়ে মুখ খুলেছেন। বলেছেন, 'খারাপ ভাষা ব্যবহার কোনও ফ্যাশন বা কুল বিষয় নয়। সকলকে তাদের শব্দ চয়ন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিবাদ চলাকালীন কিছু বিক্ষোভকারীর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে আপত্তিকর স্লোগান দেওয়ার ভিডিও সামনে আসে। তারপর মনুর এই মন্তব্য সামনে এল, যা রাজনৈতিক মতপ্রকাশ ও সামাজিক যোগাযোগের সীমানা নিয়ে এক নতুন বিতর্কের সূচনা করেছে।

জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী মনু রবিবার দৈনন্দিন কথাবার্তায় গালিগালাজ বা কটু ভাষার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন যে, মানুষ যে ধরনের শব্দ চয়ন করে, তা শেষ পর্যন্ত তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে রূপ দেয়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে লিখেছেন, 'আমরা যে ভাষা বেছে নিই, তা আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং আমরা কেমন মানুষ, তা প্রতিফলিত করে। আপনার শব্দগুলো বিচক্ষণতার সঙ্গে বেছে নিন, কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি যা ভাবেন, যা বলেন এবং যা চর্চা করেন- ঠিক তেমনই হয়ে ওঠেন।'

সেপ্টেম্বরে শিল্ডের ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অগাস্ট : চলতি মাসের শেষেই হতে পারে কলকাতা ডার্বি। এমনটাই ভাবনা রয়েছে আইএফএ-র। ডার্বির ভেনু হিসেবে বারাসাত স্টেডিয়ামই প্রাথমিকভাবে পছন্দ বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আইএফএ চাইছে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলকাতা লিগ শেষ করতে। তারপর ২০ সেপ্টেম্বর থেকে আইএফএ শিল্ড শুরু করার ভাবনা রয়েছে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার।

২২তম কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে প্রধান আম্পায়ার ছিলেন শিলিগুড়ির অরুন্ধতী ব্রহ্মচারী। সেই ফাইনালে সৃজা আকুলাকে ৪-১ গেমে হারিয়ে যশস্বীনি ঘোড়পারে চ্যাম্পিয়ন হন। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

'বাই' পেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অগাস্ট : কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের উদ্যোগে ৬ ও ৭ অগাস্ট হতে চলেছে মার্লিন-সিএসজেসি মিডিয়া ফুটবল। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিলিয়ে অংশ নিচ্ছে মোট ২৩টি দল। সোমবার বিকেলে কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পাশে হয়ে গেল লটারিও। আর সেই লটারিতে প্রথম রাউন্ডে 'বাই' পেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। দ্বিতীয় রাউন্ডে এই সময় বনাম টিম ফোটোগ্রাফার্সদের মধ্যে জয়ী দলের বিরুদ্ধে খেলবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট মুছল গ্লাসগোর বিতর্কিত রেস্তোরাঁ
-খবর এগারোর পাতায়

ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে সফল দুন হেরিটেজের খেলোয়াড়রা।

রানার্স দুন হেরিটেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : কাইজেন ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশনের ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ১৭টি পদক জিতে রানার্স হয়েছে দুন হেরিটেজ স্কুল। চ্যাম্পিয়ন হয় সিকিম। তৃতীয় স্থান পেয়েছে অসম। কাইজেনের রাহুল রায় অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের কুমিতে ও কাতায় প্রথম হয়েছে। কৃতি গোয়েল প্রথম হয় অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের কুমিতে ও কাতায়। অনূর্ধ্ব-১০ মেয়েদের কাতায় সোনা ও কুমিতে বিভাগে রুপো পেয়েছে আরোহী ঢালি।

প্রথম রাহুল, কৃতি

আন্তর্জাতিক মাস্টার দেবোষ্ণিককে সংবর্ধনা দাবা সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মাস্টার হয়েছেন ডাবগ্রামের দেবোষ্ণিক দে। বেলগ্রেড গ্র্যান্ড মাস্টার মিক্সে তৃতীয় হয়ে তিনি চূড়ান্ত নর্মটি অর্জন করেন। দেবোষ্ণিকের ফিডে রেটিং পৌঁছেছে ২৪৪০-এ। এবার তাঁর লক্ষ্য গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া। দেবোষ্ণিক বলেছেন, 'গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম যে সমস্ত প্রতিযোগিতা থেকে মিলবে সেখানেই সেপ্টেম্বর থেকে অংশ নেব। এখনও ক্রীড়াসূচি হাতে পাইনি। সূচি পেলে সেইমতো পরিকল্পনা স্থির করব। ইজরায়েল, ইউক্রেনের কোচের কাছে অনলাইন ক্লাস করে সেজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

লক্ষ্যপূরণে তাঁকে উৎসাহিত করতে সোমবার দেবোষ্ণিকের ডাবগ্রামের বাড়িতে গিয়ে সারা বাংলা দাবা সংস্থার যুগ্ম সচিব বাবলু তালুকদার সংবর্ধিত করেছেন। তুলে দিয়েছেন পুষ্পস্তবক, স্মারক ও মিষ্টির প্যাকেট। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছেন দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার মানস ঘোষ, মিন্টু দাস, বিশ্বজিৎ দে, রতন সাহারা। বাবলুর মাধ্যমেই দেবোষ্ণিককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সারা বাংলা দাবা সংস্থার সভাপতি দিব্যেন্দু বড়ুয়া।

দেবোষ্ণিক দে-কে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে সারা বাংলা দাবা সংস্থার তরফে।

ষষ্ঠ প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বকুল ঘোষ
গঁঙ্গা
জন্ম: ১৫.০১.১৯৫২
স্বর্গে যাত্রা: ০৪.০৮.২০২০
প্রাক্তন সহকারী শিক্ষিকা (ইতিহাস), সময়: 21.01.1974 – 31.01.2012
বাহাদুর মুন্নাজ হ্যাপি হোম উচ্চ বিদ্যালয়, পাঙ্গা সাহেব বাড়ী, পো:+জিলা: জলপাইগুড়ি।
''আমার সঙ্গে ঘুরছে বকুল, তাতে নাইকো কোন ভুল
চোখের মাঝে রাখে আমায়, বিপদে যেন না পড়ি কোন সময়।''
শোকাহত :– নীরেন্দ্র নাথ ঘোষ (স্বামী) এবং শোকাহত সকল পরিবারবর্গ।
সুধাভিলা, 4 নং ঘুমটি, মসজিদের নিকট, পো:+জিলা: জলপাইগুড়ি

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন
পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা প্রসেনজিৎ মোদক - কে 06.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 8 3 B 32313 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা ডিয়ার লটারির উপর নির্ভর করতে পারি। বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিজয়ীর খবর দেখার পরেই আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার ধারণা পাই। এই উপলক্ষে আমি আমার বন্ধু এবং আত্মীয়দেরও ডিয়ার লটারির জন্য সুপারিশ করতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।